আমার বাংলা বই

ইবতেদায়ি

তৃতীয় শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

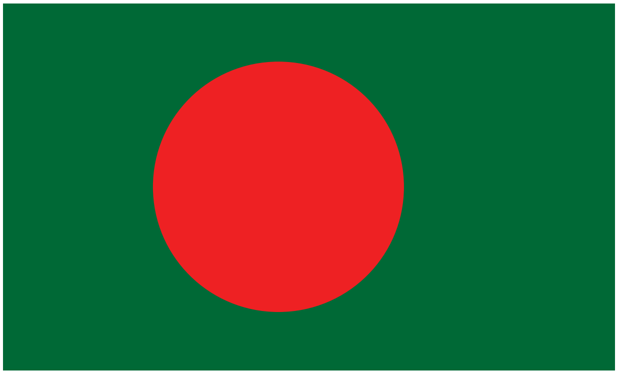

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত থাকবে।

পতাকা তৈরির নিয়ম

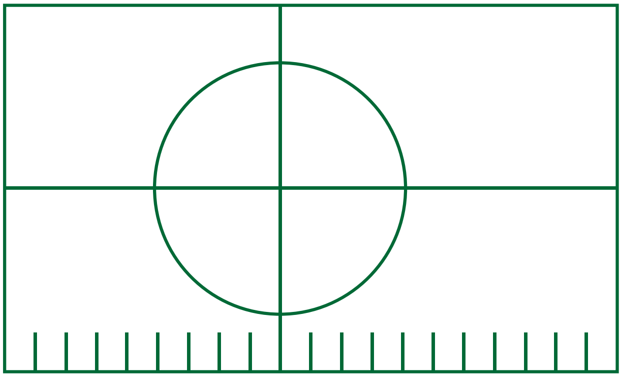

দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০ : ৬। অর্থাৎ যদি দৈর্ঘ্য ৩০৫ সেমি (১০ ফুট) হয়, প্রস্থ ১৮৩ সেমি (৬ ফুট) হবে। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। পতাকার দৈর্ঘ্যের ২০ ভাগের ৯ ভাগে একটি লম্ব (খাড়া সরলরেখা) টানতে হবে। তারপর প্রস্থের ঠিক অর্ধেক ভাগে দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমান্তরাল করে আরেকটি রেখা টানতে হবে। এই দুটি রেখার ছেদবিন্দুই হবে বৃত্তটির কেন্দ্রবিন্দু।

পতাকার মাপ

(ভবনের আকার ও আয়তন অনুযায়ী)
৩০৫ সেমি x ১৮৩ সেমি (১০' x ৬')
১৫২ সেমি x ৯১ সেমি (৫' x ৩')
৭৬ সেমি x ৪৬ সেমি (২$\frac{১}{২}$' x ১$\frac{১}{২}$')

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে –
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো –
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে –
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে –
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো –
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে –
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য
ইবতেদায়ি তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

আমার বাংলা বই

ইবতেদায়ি

তৃতীয় শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা, সংকলন ও সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. শোয়াইব জিবরান
অধ্যাপক ড. সুমন সাজ্জাদ
অধ্যাপক ড. তারিক মনজুর
মোহাম্মদ মামুন অর রশীদ
মোঃ মাহমুদুল হাসান
খুরশীদা আক্তার জাহান
মোঃ আব্দুল মুমিন মোছাব্বির

শিল্প নির্দেশনা

হাশেম খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম মুদ্রণ: , ২০২৩

ছবি ও অলংকরণ
সাজ্জাদ মজুমদার
মোঃ মহিদুল হাসান

গ্রাফিK wWRvBb
কে এম ইউছুফ আলী

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনায় মনে করা হতো শিশুশিক্ষার মূল লক্ষ্য – ভাষা ও অলংকার শিক্ষা। প্রাচীন গ্রিসে শিশুদের মূলত শেখানো হতো কী করে ভালো বক্তৃতা দিতে হয়। এজন্য যত্ন করে তাদের গ্রিক ভাষার অলংকার শেখানো হতো। প্রাচীন ভারতবর্ষেও ভাষা ও ব্যাকরণ শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রের বড়ো বড়ো পণ্ডিতদের উপাধি হতো কাব্যতীর্থ, ব্যাকরণতীর্থ ইত্যাদি। শিক্ষায় ভাষার গুরুত্ব প্রদানের বিষয়টি মোটেও বাড়াবাড়ি নয়, বরং এর শিক্ষাতাত্ত্বিক ভিত্তি রয়েছে। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানেও প্রাথমিক শিক্ষায় ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করা হয়। কেননা, ভাষার মাধ্যমেই শিশু সব কিছু শেখে। ভাষাই সকল ধরনের শিক্ষার মাধ্যম। সুতরাং ভাষাদক্ষতার উপর শিশুর অন্যান্য দক্ষতা নির্ভর করে।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার সকল স্তরে ভাষাশিক্ষাকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। বিশেষ করে ভাষার মৌলিক বিষয়গুলোর পর্যায়ক্রমিক শিক্ষা ইবতেদায়ি স্তরেই সম্পন্ন হয়। এই স্তরের শিক্ষাক্রমে মাতৃভাষা বাংলাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিশু পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে যে ভাষা শিখে আসে, বিদ্যায়তনিক পরিবেশে সে ভাষার প্রমিতকরণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই পাঠ্যপুস্তক সেই পরিকল্পনারই প্রধান উপকরণ। শ্রেণি-উপযোগী বিভিন্ন যোগ্যতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তক সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বইয়ের অনুশীলনমূলক কাজগুলো যতদূর সম্ভব অংশগ্রহণমূলক করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে একসঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে ভাষার শিখন-শেখানোর কাজে এমন উপকরণের ব্যবহার করা হয়েছে, যেগুলো সহজলভ্য ও আকর্ষণীয়।

তৃতীয় শ্রেণির বইটি প্রণয়নের সময়ে পূর্ব-শ্রেণির শিখন ধারাবাহিকতা রজায় রাখা হলো। এই শ্রেণিতে সাধারণত আট বছরের অধিক বয়েসের শিশুরা পাঠ গ্রহণ করে। বয়সের কথা বিবেচনায় রেখে শিক্ষাক্রম অনুসারে পাঠ্যপুস্তকে শিখন বিষয়ের উল্লম্ব ও আনুভূমিক বিস্তার ঘটানো হয়েছে। প্রথম শ্রেণির বাংলা বইয়ে ভাষাশিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ের অনুশীলন আছে। দ্বিতীয় শ্রেণির বাংলা বইয়ে প্রথম কয়েকটি পাঠে প্রথম শ্রেণিতে শেখা ভাষার ভিত্তিমূলক মৌলিক জ্ঞানের পুনর্পাঠ রাখা হয়েছে। একইভাবে তৃতীয় শ্রেণির বর্তমান পাঠ্যপুস্তকে দ্বিতীয় শ্রেণির কিছু পাঠ পুনরায় রাখা হলো। তিনটি বইয়েই তথ্য ও বর্ণনামূলক রচনাগুলোর ধারাবাহিকতা আছে। পাঠের চরিত্রগুলোর কিছু নাম নতুন শ্রেণিতেও অপরিবর্তিত আছে, যাতে পরিচিত চরিত্রগুলোর মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের কাজটি সহজ হয়। আশা করা যায়, তৃতীয় শ্রেণির বাংলা বইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ভাষাশিক্ষার ভিত মজবুত হবে এবং তা পরবর্তী ধাপে ওঠার জন্য সহায়ক হবে।

শিক্ষাক্রমের পরিকল্পনা অনুযায়ী, শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বিভিন্ন বিষয়ের আন্তঃসম্পর্কীয় ধারণাগুলোকে সম্পর্কিত করা হয়েছে। লৈঙ্গিক ধারণা ও বিভিন্ন রকম বৈচিত্র্যকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ এবং বিশ্বনাগরিকতার গুণাবলির ধারণাসমূহ সমন্বয় করা হয়েছে।

এই পাঠ্যপুস্তক শিক্ষাক্রমের প্রত্যাশা অনুসারে শিশুর বিকাশে সহায়ক হয়ে উঠবে বলে আমাদের বিশ্বাস। পাঠ্যপুস্তকটি নতুন শিক্ষাক্রমের পরীক্ষামূলক সংস্করণ। মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের পর প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশের ভিত্তিতে এর প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জন সাধন করা হবে।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

ক্রম	পাঠের নাম	পৃষ্ঠা
১	আমাদের কথা	১
২	আমাদের পরিবার ও আমাদের প্রতিবেশী	৩
৩	ময়লার বাক্স	৫
৪	আবার পড়ি কারচিহ্ন	১০
৫	আবার পড়ি ফলাচিহ্ন	১২
৬	দেখে বুঝে কাজ করি	১৬
৭	আমি হব	১৮
৮	ব্যাঙের সাজা	২১
৯	বাক্য পড়ি ও লিখি	২৫
১০	আনন্দের দিন	২৬
১১	বালুচরে একদিন	৩০
১২	আমাদের গ্রাম	৩৪
১৩	নদীর দেশ	৩৭
১৪	হারজিতের গল্প	৪০
১৫	হাসি	৪৫
১৬	আমাদের উৎসব	৪৮
১৭	রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই	৫২
১৮	আজিকার শিশু	৫৫
১৯	ঢাকাই মসলিন	৫৮
২০	হজরত আবু বকর (রা)	৬১
২১	আমার পণ	৬৫
২২	মানব জয়ের গল্প	৬৮
২৩	তালগাছ	৭১
২৪	সেই সাহসী ছেলে	৭৪
২৫	আদর্শ ছেলে	৭৭
২৬	মুক্তিযুদ্ধে রাজারবাগ	৮০
২৭	নিজের মতো লিখি	৮৩
২৮	প্রতিযোগিতায় নাম লিখি	৮৫
	শব্দ শিখি	৮৭

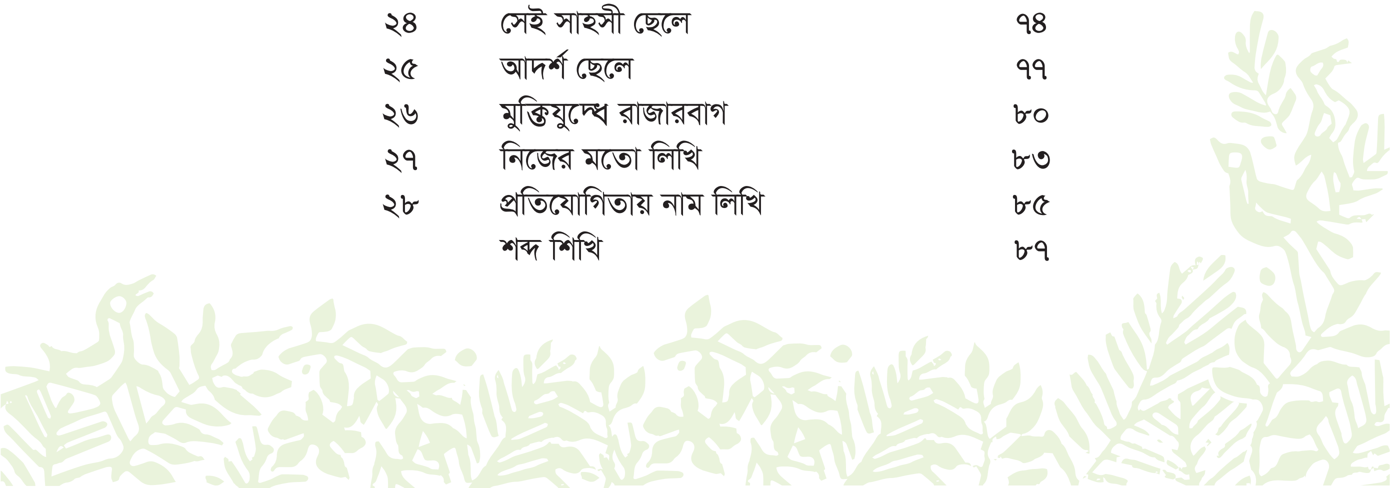

পাঠ ১

আমাদের কথা

আজ স্কুলের প্রথম দিন। নতুন বছরে নতুন ক্লাসে উঠেছি সবাই। তাই অনেক ভালো লাগছে।

আমার নাম রাজু। আমি তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি। আমার সাথে আমার বন্ধুরাও আছে। তিথি, মিতু, ঝিমিত এবং আরও অনেক বন্ধু।

এই যে দেখো, আমার হাতে বাংলা বই। খুশি আপা আমাদের বাংলা পড়াবেন। নতুন বই পড়তে অনেক মজা।

আমরা বই পড়ব আর মজা করব।

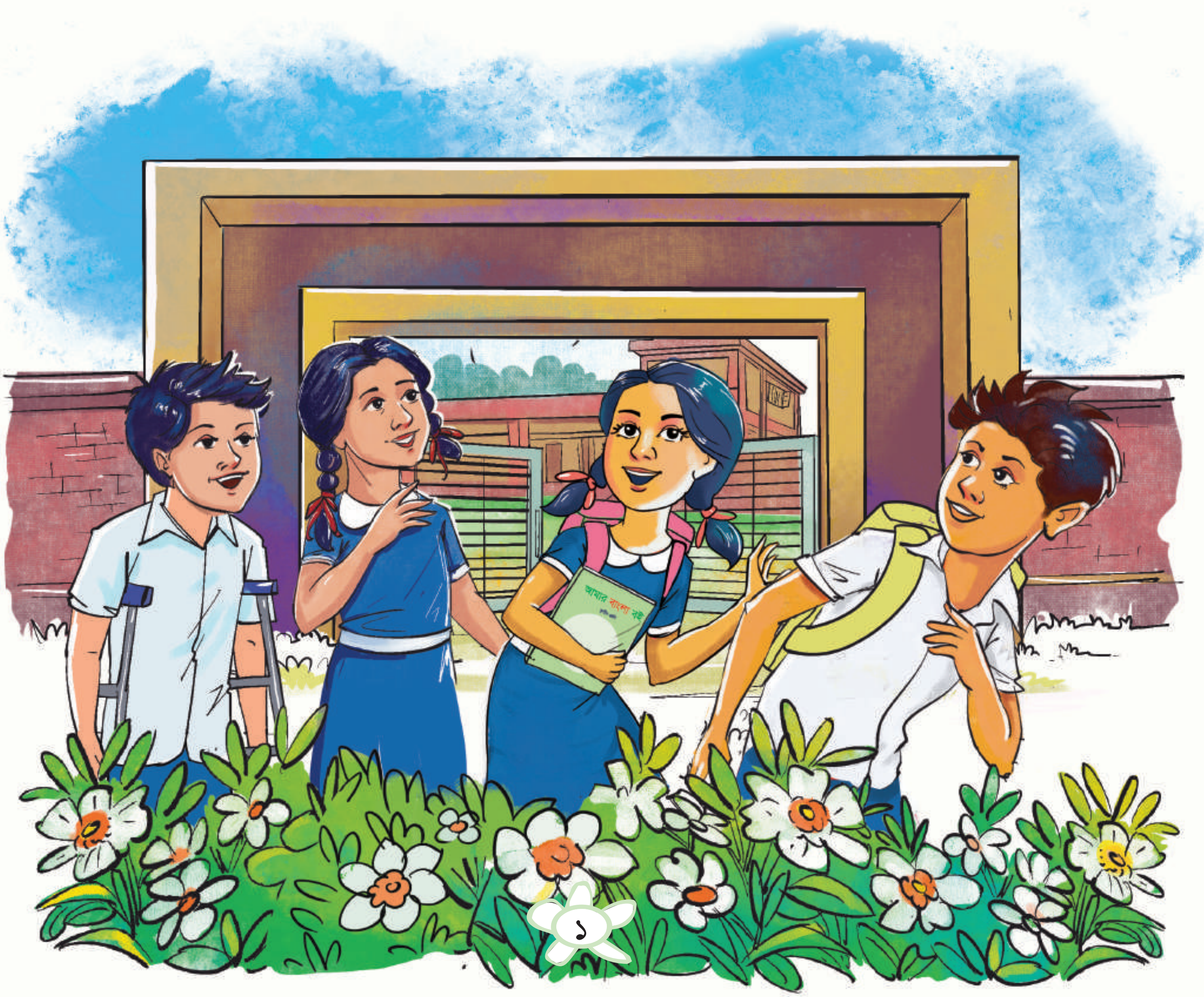

বন্ধুদের কথা

তিথি : ঝিমিত, তুমি কেমন আছো?

ঝিমিত : ভালো আছি। তুমি?

তিথি : আমিও ভালো আছি। মিতু কোথায়? ওকে দেখছি না।

ঝিমিত : ওই যে মিতু! মিতু, এদিকে এসো।

মিতু : তোমরা কেমন আছো?

তিথি : আমরা ভালো আছি।

ঝিমিত : অনেক দিন পর আমাদের দেখা হলো।

তিথি : আমি তোমাদের জন্য একটা জিনিস এনেছি।

মিতু : কী জিনিস?

তিথি : চকলেট এনেছি।

মিতু : চকলেট? দারুণ তো!

ঝিমিত : আমিও একটা জিনিস এনেছি। বাড়ির গাছের আমলকী।

মিতু : আমলকী! বাহ্!

ঝিমিত : নাও, সবাই মিলে খাই।

মিতু : তোমাদের অনেক ধন্যবাদ।

তিথি : তোমাকেও ধন্যবাদ।

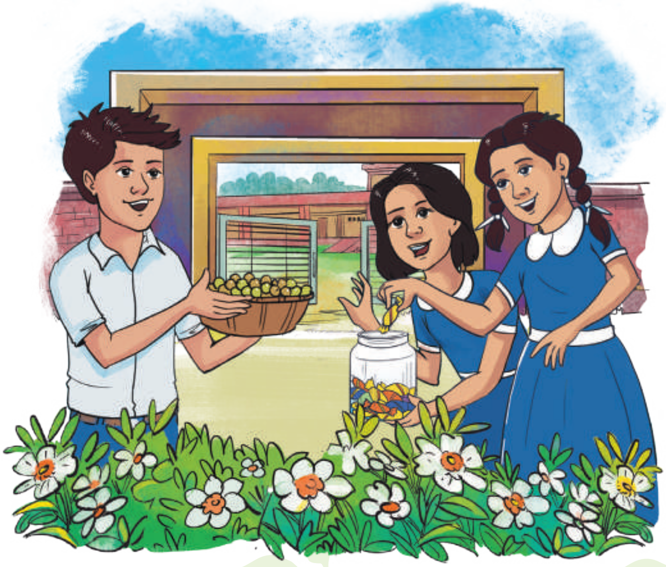

পাঠ ২

আমাদের পরিবার ও আমাদের প্রতিবেশী

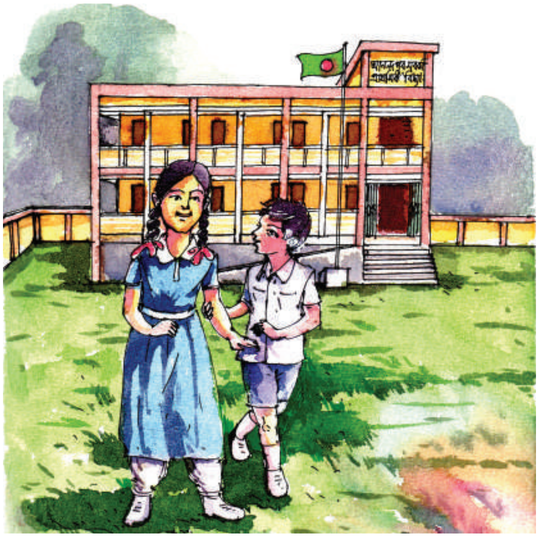

আমি রাজু। আমরা এক ভাই, এক বোন।

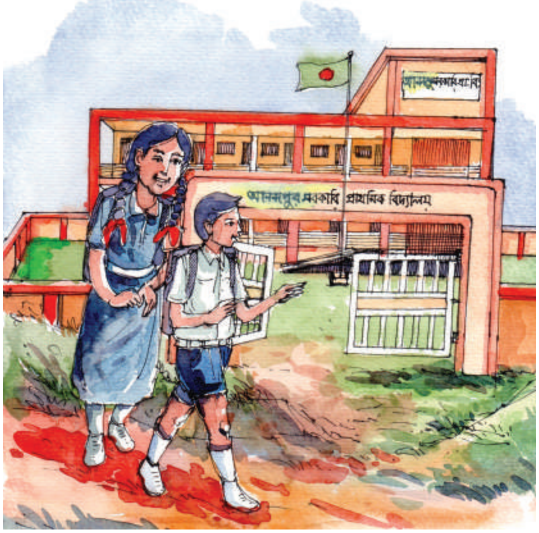

আমি তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি। আমার বোন তুলি পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। আমরা একসাথে স্কুলে যাই।

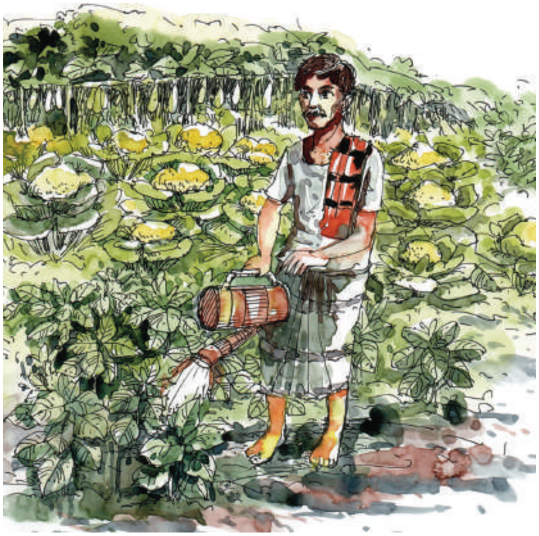

আমার বাবা একজন কৃষক। তিনি কৃষিকাজ করেন। মাঠে নানা রকম ফসল ফলান।

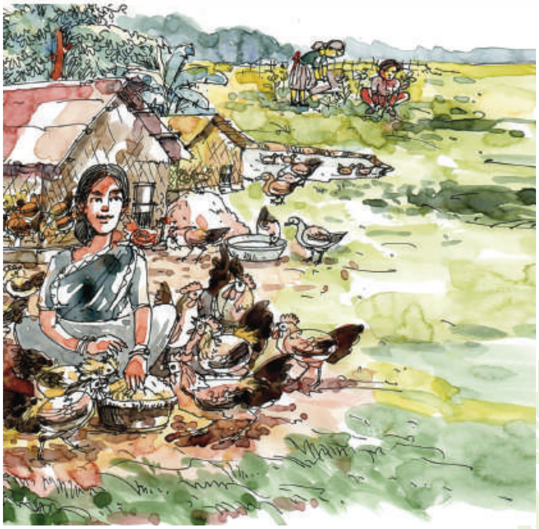

আমাদের একটা হাঁস-মুরগির খামার আছে। সেটি আমার মা দেখাশোনা করেন।

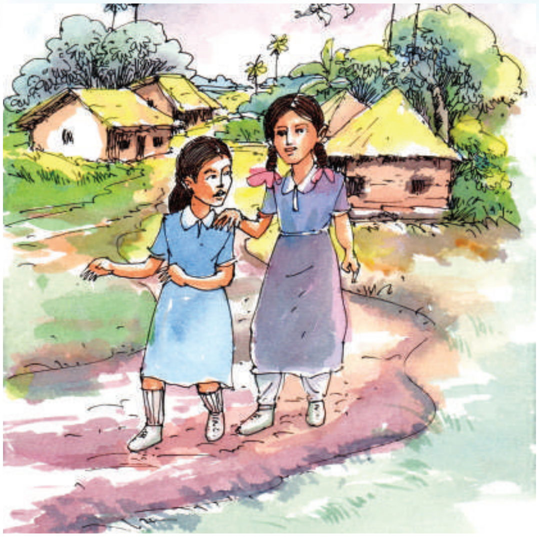

মিতু আমাদের প্রতিবেশী। মিতুরা দুই বোন। মিতুর বড়ো বোন হাইস্কুলে পড়েন। তিনি আমাদের খুব আদর করেন। বড়ো হয়ে আমি সেই স্কুলে পড়ব।

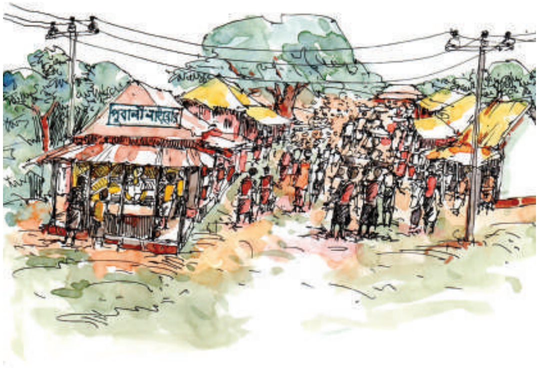

মিতুর বাবার একটি বইয়ের দোকান আছে। দোকানের নাম পুবালি লাইব্রেরি। সেখানে মজার মজার বই পাওয়া যায়।

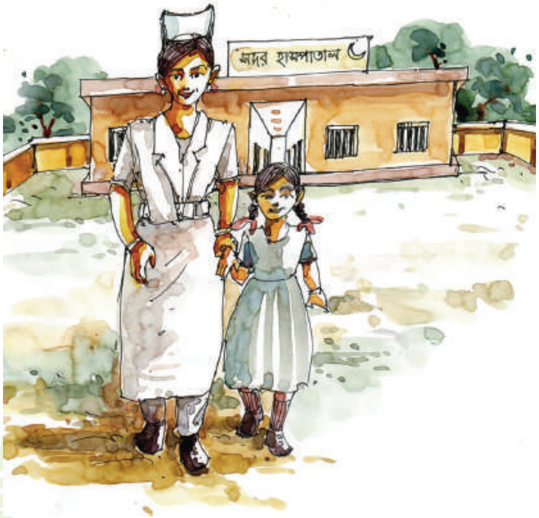

মিতুর মা হাসপাতালে কাজ করেন। তিনি একজন নার্স। গ্রামের মানুষের অসুখ হলে তিনি সাহায্য করেন।

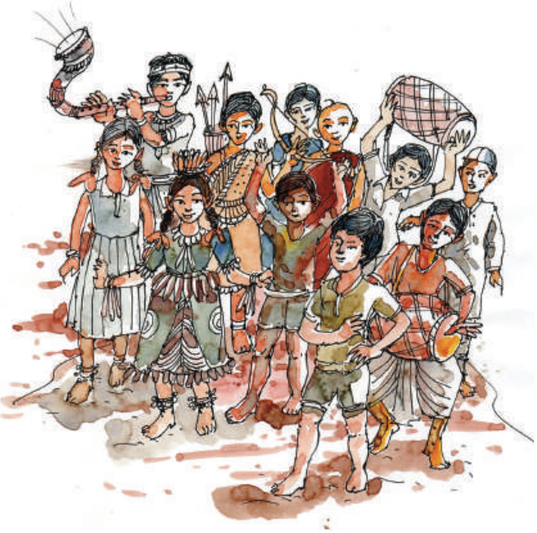

আমাদের চারপাশে বিভিন্ন পেশার আরও অনেক মানুষ আছে। সবাই আমরা মিলেমিশে থাকি।

পাঠ ৩

ময়লার বাক্স

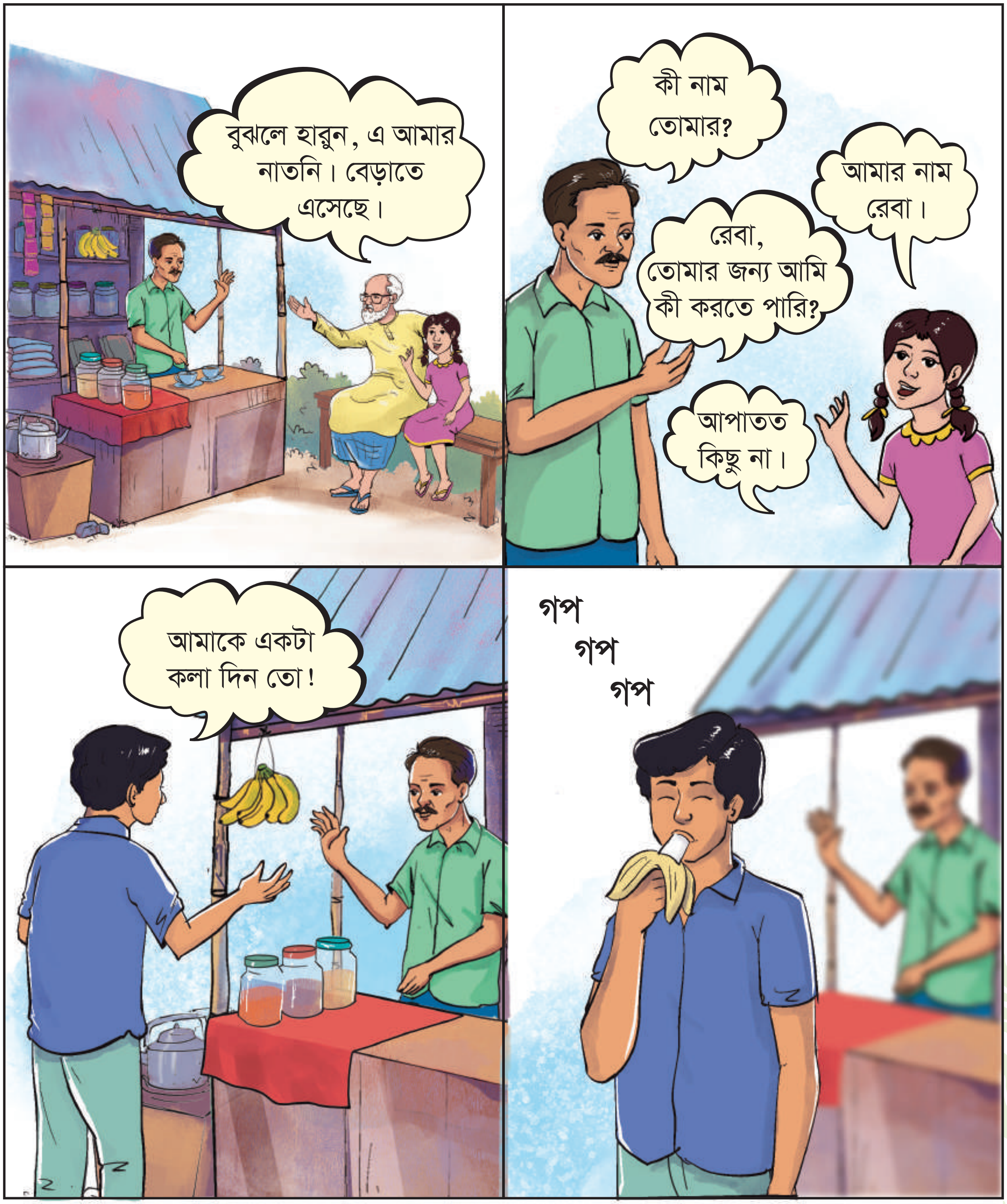
বুঝলে হারুন, এ আমার নাতনি। বেড়াতে এসেছে।
কী নাম তোমার?
আমার নাম রেবা।
রেবা, তোমার জন্য আমি কী করতে পারি?
আপাতত কিছু না।
আমাকে একটা কলা দিন তো!
গপ গপ গপ

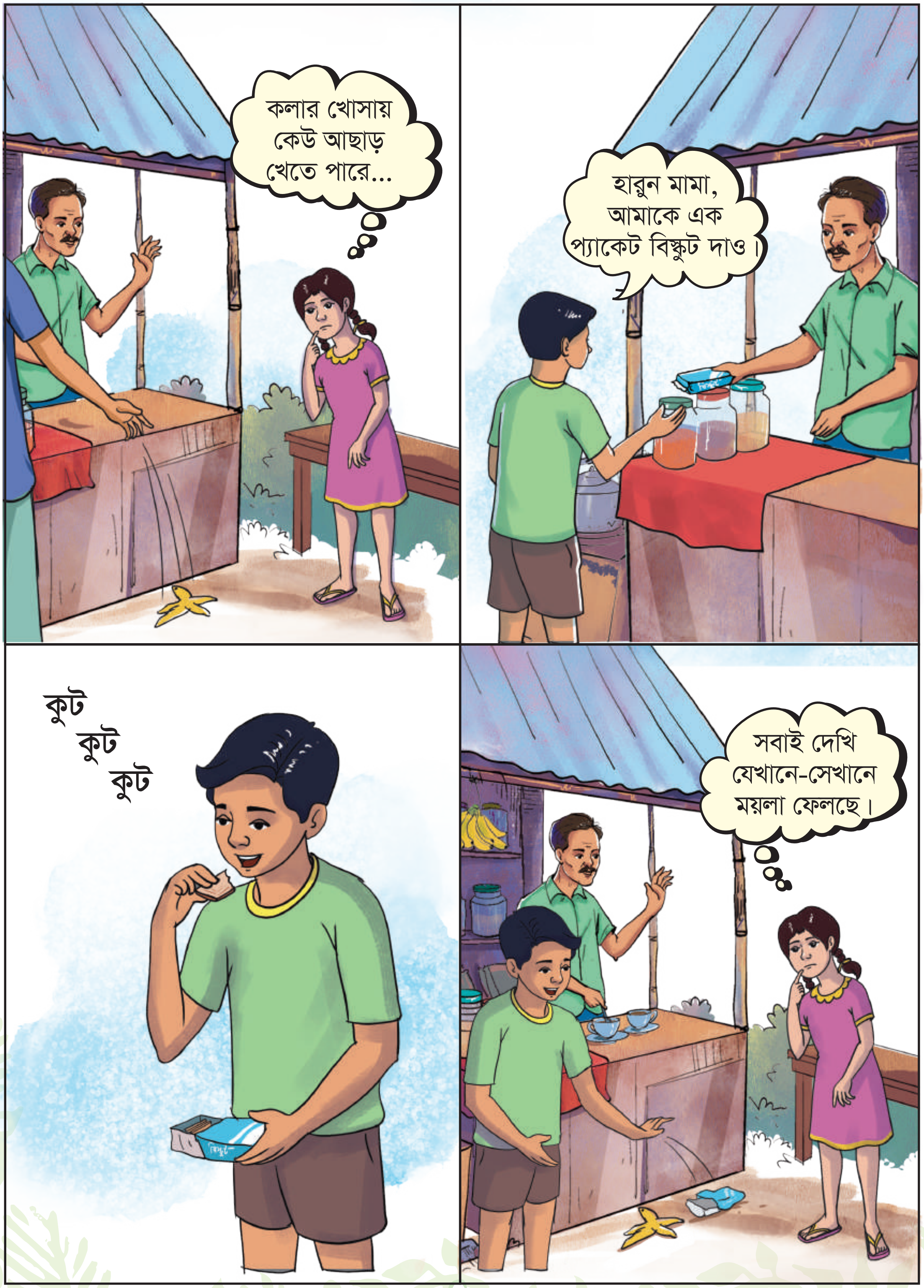
কলার খোসায় কেউ আছাড় খেতে পারে...
হারুন মামা, আমাকে এক প্যাকেট বিস্কুট দাও।
কুট কুট কুট
সবাই দেখি যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলছে।

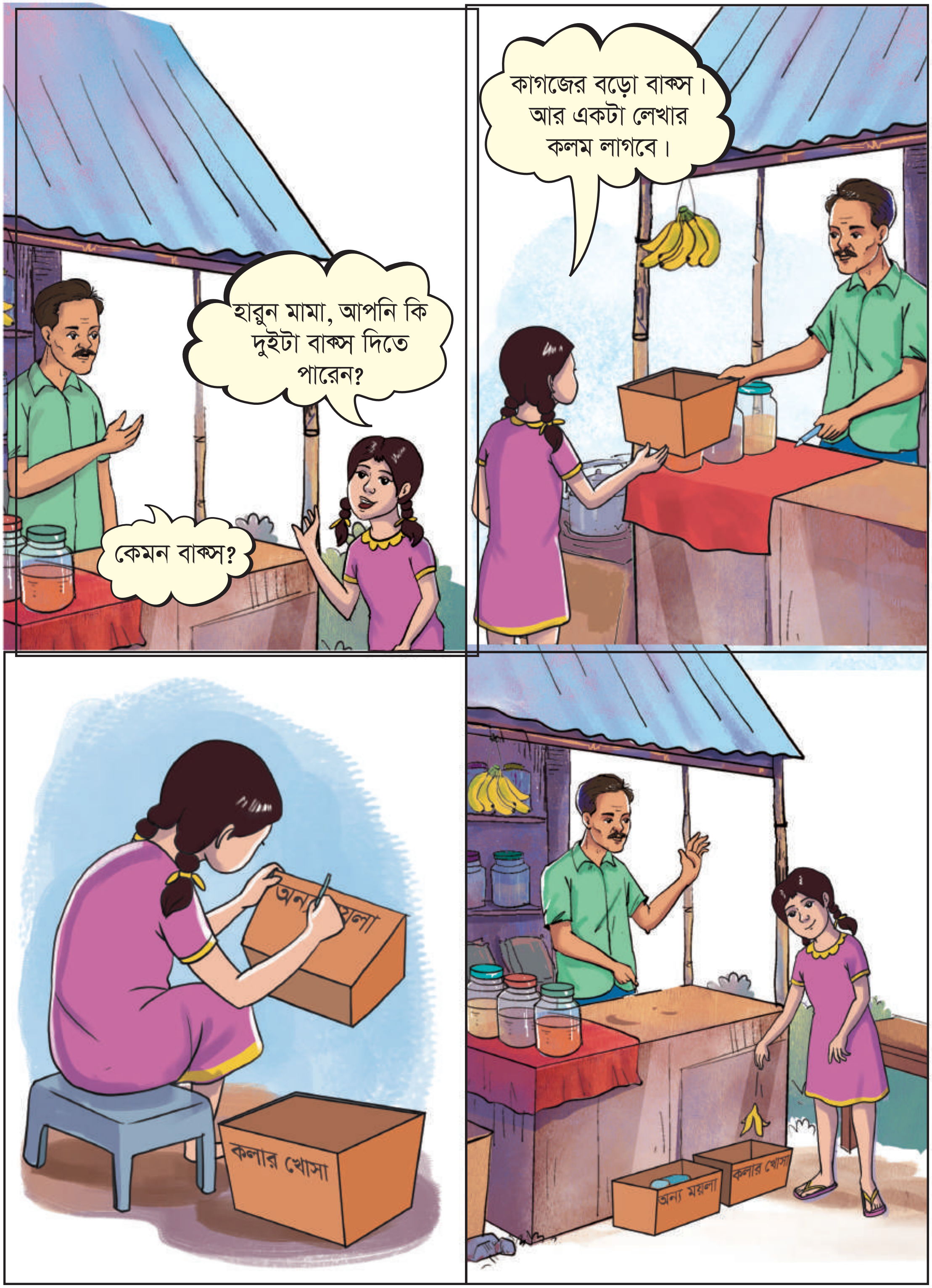
হারুন মামা, আপনি কি দুইটা বাক্স দিতে পারেন?
কেমন বাক্স?
কাগজের বড়ো বাক্স। আর একটা লেখার কলম লাগবে।
অন ময়লা
কলার খোসা
অন্য ময়লা
কলার খোসা

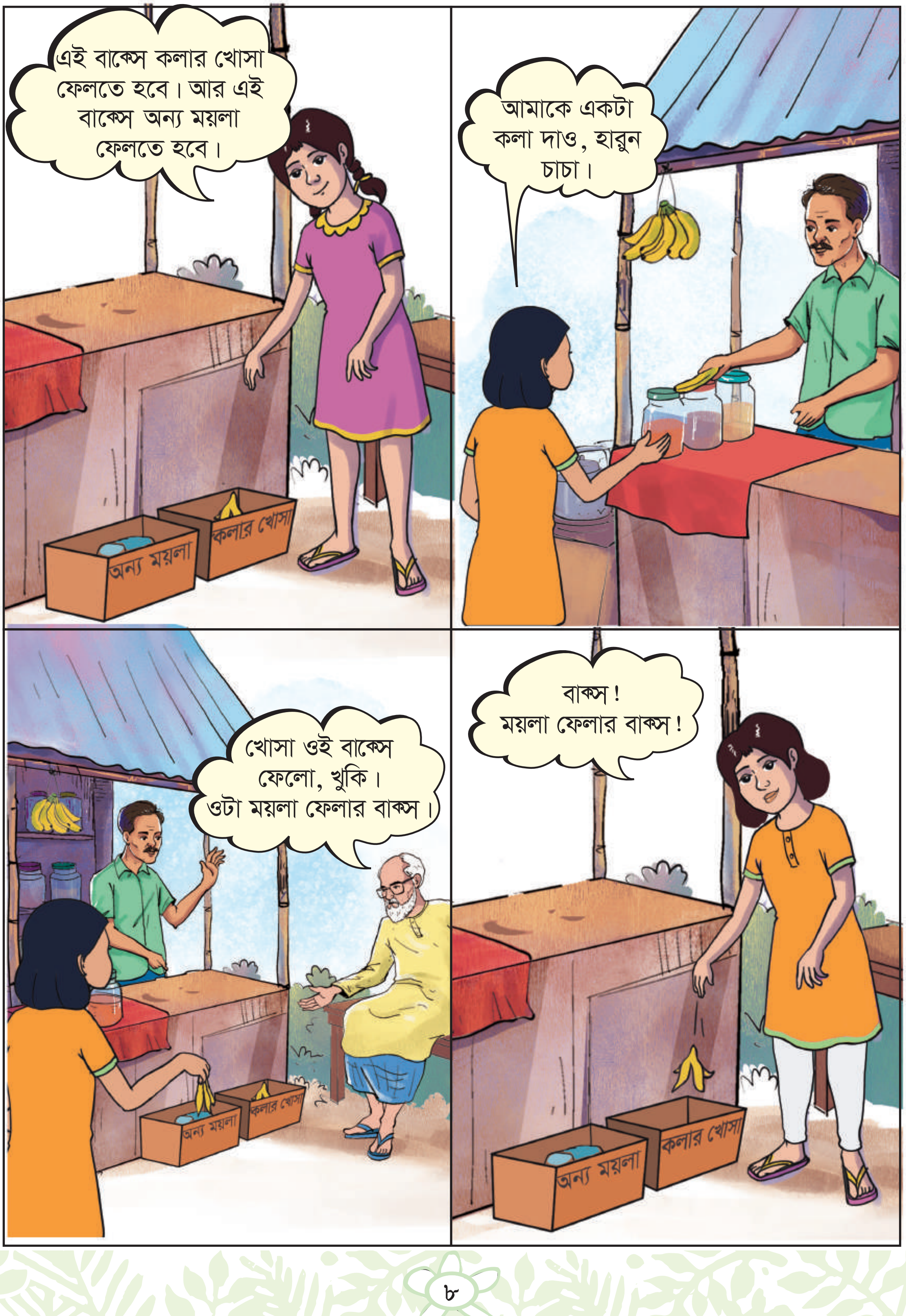
এই বাক্সে কলার খোসা ফেলতে হবে। আর এই বাক্সে অন্য ময়লা ফেলতে হবে।
অন্য ময়লা
কলার খোসা
আমাকে একটা কলা দাও, হারুন চাচা।
খোসা ওই বাক্সে ফেলো, খুকি। ওটা ময়লা ফেলার বাক্স।
অন্য ময়লা
কলার খোসা
বাক্স! ময়লা ফেলার বাক্স!
অন্য ময়লা
কলার খোসা

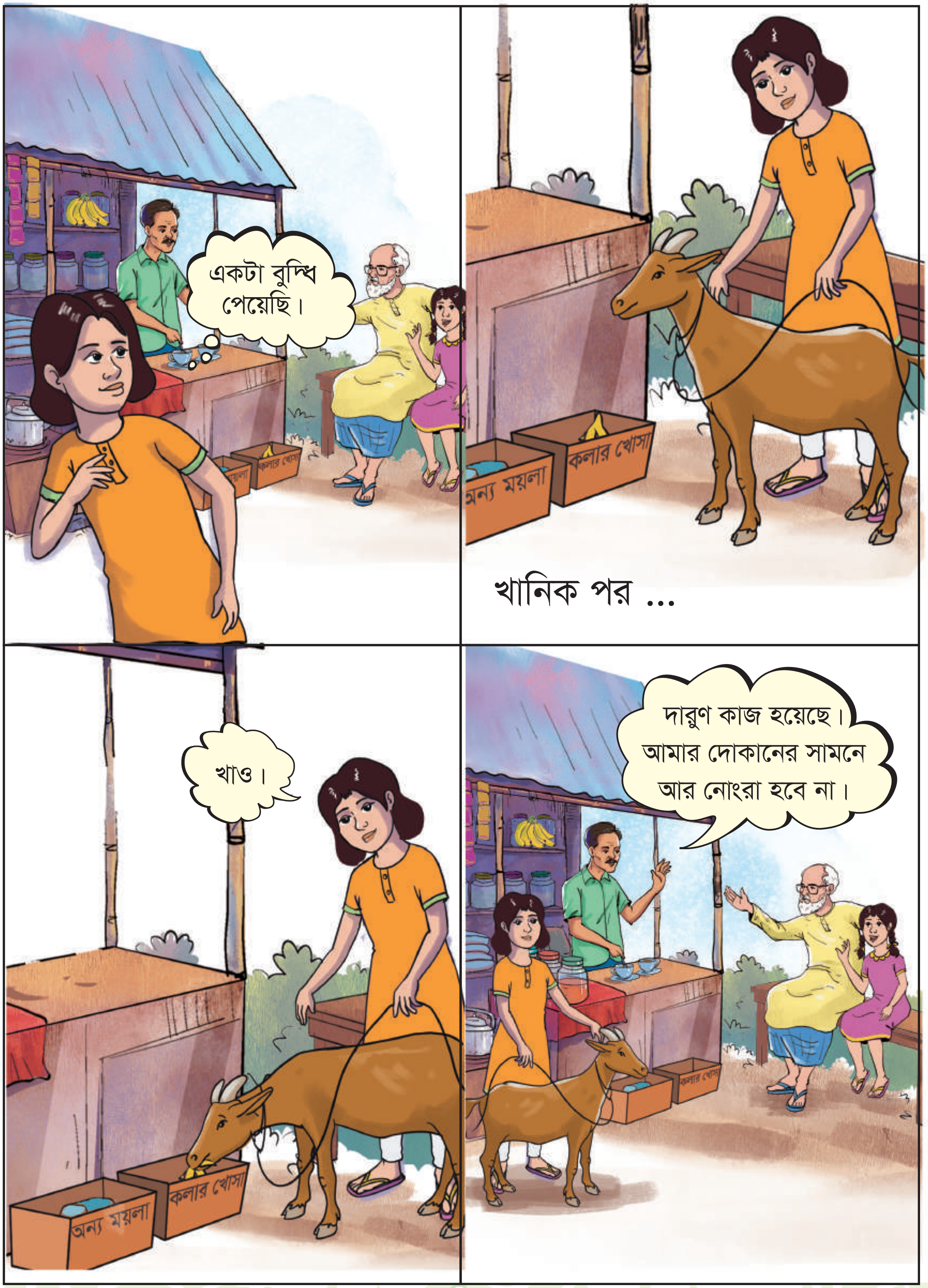
একটা বুদ্ধি পেয়েছি।
অন্য ময়লা
কলার খোসা
খানিক পর ...
অন্য ময়লা
কলার খোসা
খাও।
অন্য ময়লা
কলার খোসা
দারুণ কাজ হয়েছে। আমার দোকানের সামনে আর নোংরা হবে না।
কলার খোসা

পাঠ ৪

আবার পড়ি কারচিহ্ন

কারচিহ্ন দেখি

া ি ী ু ূ

ৃ ে ৈ ো ৌ

নিচের বর্ণগুলোর সাথে কারচিহ্ন যোগ করে শব্দ বানাই

ক জ ত প ম

ক

জ

ত

প

ম

শব্দ পড়ি ও লিখি

কৃষি
তৃণ
কৃষক
মসৃণ

মেঘ
ছেলে
মেয়ে
সেপাই

শৈবাল
তৈরি
বৈশাখ
শৈশব

ভোর
মোরগ
খোকন
ঠোঁট

সৌরজগৎ
পৌষ
মৌমাছি
নৌকা

পাঠ ৫

আবার পড়ি ফলাচিহ্ন

ব-ফলা	্ব

দ্ব স্ব শ্ব

পড়ি

আমি খেলায় দ্বিতীয় হয়েছি।	দ্বিতীয়	দ্ব
বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ।	স্বাধীন	স্ব
বিশ্বে নানা রকম মানুষ বাস করে।	বিশ্ব	শ্ব

পড়ি ও লিখি

দ্বিতীয় স্বাধীন বিশ্ব

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

ম-ফলা	্ম

স্ম	দ্ম	ত্ম

পড়ি

আমরা শহিদদের স্মরণ করি।	স্মরণ	স্ম
দিঘির জলে পদ্ম ফুটেছে।	পদ্ম	দ্ম
আত্মীয় এসেছে। বসতে দাও।	আত্মীয়	ত্ম

পড়ি ও লিখি

স্মরণ	পদ্ম	আত্মীয়

য-ফলা	্য

ব্য ন্য য্য

পড়ি

আয় বুঝে ব্যয় করি।	ব্যয়	ব্য
তোমাকে ধন্যবাদ।	ধন্যবাদ	ন্য
অপরকে সাহায্য করি।	সাহায্য	য্য

পড়ি ও লিখি

ব্যয় ধন্যবাদ সাহায্য

র-ফলা	্র

গ্র প্র ব্র

পড়ি

পৃথিবী একটি গ্রহ।	গ্রহ	গ্র
প্রতিবেশীর সাথে মিলেমিশে থাকি।	প্রতিবেশী	প্র
তীব্র শীত পড়েছে।	তীব্র	ব্র

পড়ি ও লিখি

গ্রহ প্রতিবেশী তীব্র

পাঠ ৬

দেখে বুঝে কাজ করি

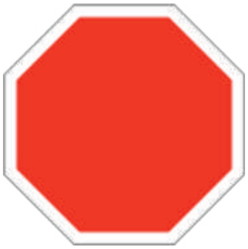

থামি।

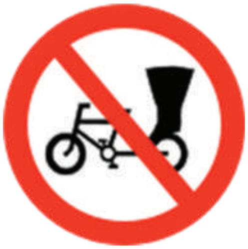

রিকশা চলা নিষেধ।

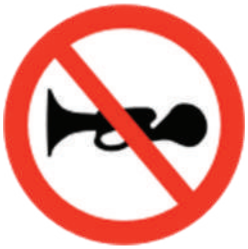

হর্ন বাজানো নিষেধ।

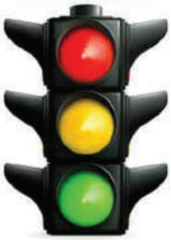

সিগন্যাল বাতি দেখে রাস্তা পার হই।

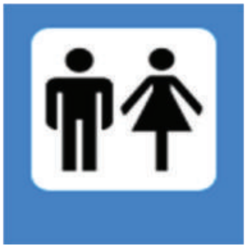

টয়লেট ব্যবহার করি।

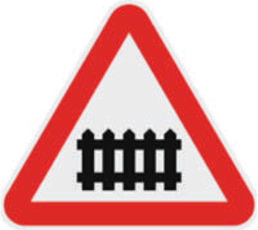

এখানে রেলক্রসিং। সাবধানে যাই।

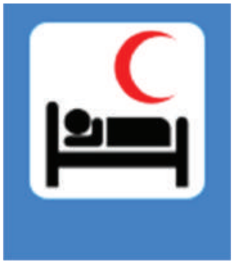

সামনে হাসপাতাল।

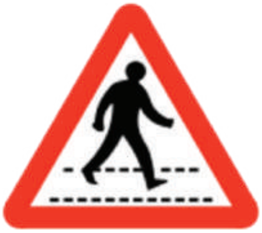

পথচারী পারাপার।

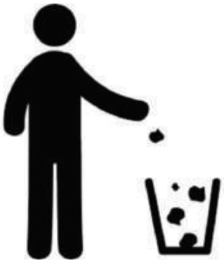

এখানে ময়লা ফেলি।

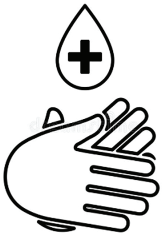

হাত ধুই। পরিচ্ছন্ন থাকি।

পাঠ ৭

আমি হব

কাজী নজরুল ইসলাম

আমি হব সকাল বেলার পাখি।
সবার আগে কুসুম-বাগে
উঠব আমি ডাকি।
সুয্যি মামা জাগার আগে
উঠব আমি জেগে,
‘হয়নি সকাল, ঘুমো এখন’ –
মা বলবেন রেগে!
বলব আমি, ‘আলসে মেয়ে!
ঘুমিয়ে তুমি থাকো,
হয়নি সকাল – তাই বলে কি
সকাল হবে না কো!
আমরা যদি না জাগি মা
কেমনে সকাল হবে?
তোমার ছেলে উঠলে গো মা
রাত পোহাবে তবে!’

(সংক্ষেপিত)

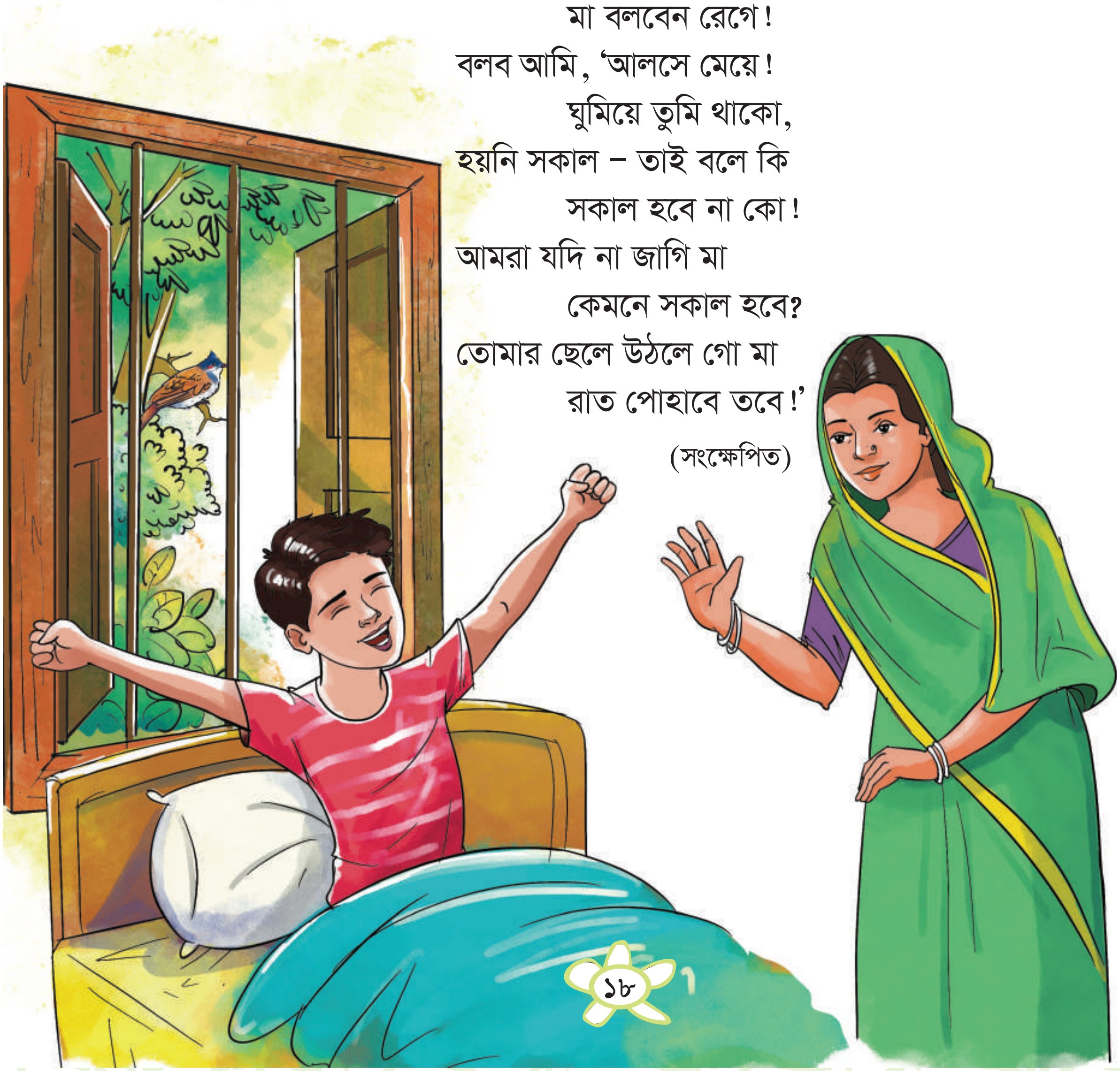

শব্দ শিখি

কুসুম-বাগ	–	ফুলবাগান
সুয্যি	–	সূর্য
আলসে	–	অলস
রাত পোহানো	–	রাত শেষ হওয়া

কবিতা থেকে শব্দ নিয়ে খালি জায়গা পূরণ করি

আমি হব ______________ বেলার পাখি।

সবার আগে ______________

উঠব আমি ডাকি।

______________ মামা জাগার আগে

উঠব আমি জেগে,

‘হয়নি সকাল, ______________ এখন’ –

মা বলবেন রেগে!

বিপরীত শব্দ শিখি

সকাল	বিকাল
রাত	দিন
জাগা	ঘুমানো
অলস	পরিশ্রমী
আগে	পরে
রাগ	খুশি

কবিতাটি না দেখে বলি ও লিখি।

কাজ বোঝায় এমন শব্দ আলাদা করি

আমি সকালে ঘুম থেকে উঠি।	ওঠা
আমরা ভাত খাই।	
তুমি একটা কবিতা বলো।	
তোমরা মাঠে বল খেলছো।	
সে বই পড়ছে।	
তারা স্কুলে গিয়েছে।	

বলি ও লিখি

খোকা কী হতে চায়?

কার জাগার আগে খোকা জেগে উঠতে চায়?

খোকা কাকে ‘আলসে মেয়ে’ বলেছে?

তুমি কখন ঘুম থেকে ওঠো?

ঘুম থেকে উঠে যা যা করি বলি ও লিখি

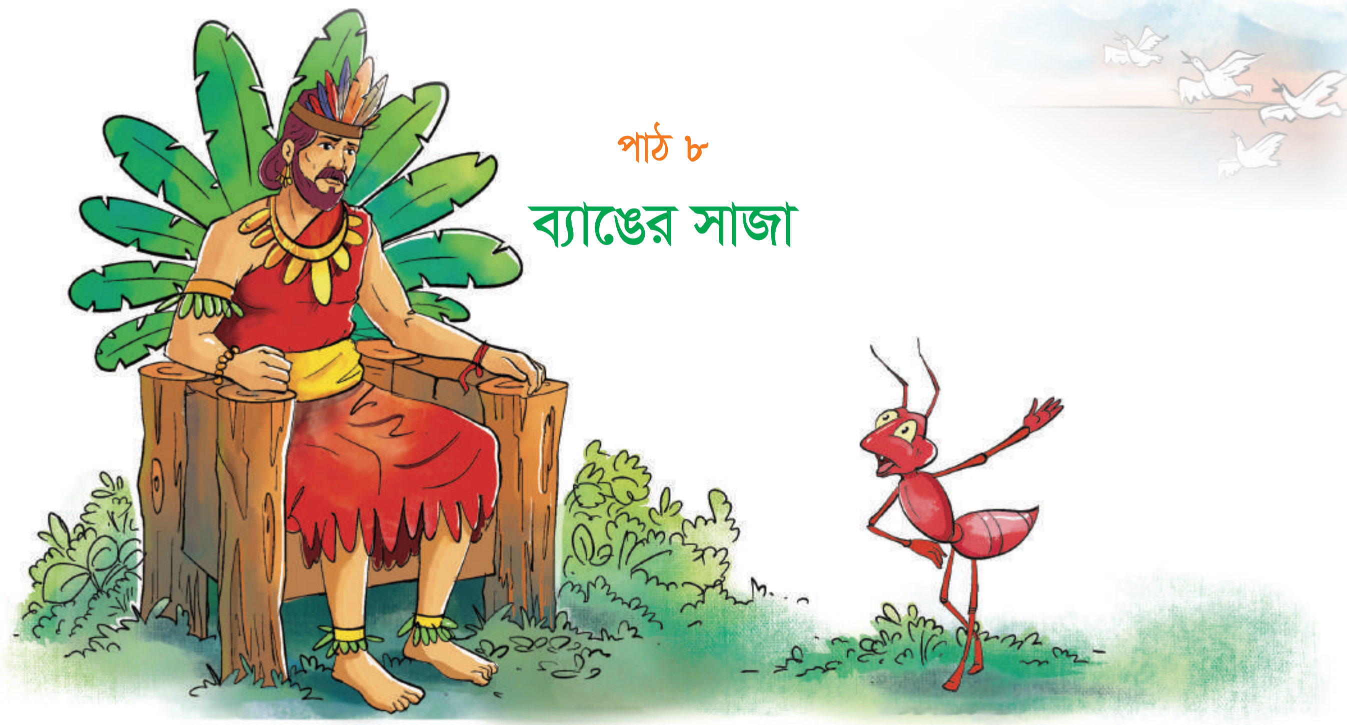

পাঠ ৮

ব্যাঙের সাজা

একবার বনে খুব অশান্তি শুরু হলো।

এক পিঁপড়া পিলপিল করে গেল রাজার দরবারে। গিয়ে বলল, রাজা মশাই বিচার করুন। মুরগি আমার বাসা ভেঙে ফেলেছে।

রাজা সিপাইদের ডেকে বললেন, যাও, মুরগিকে ধরে নিয়ে এসো।

মুরগিকে নিয়ে আসা হলো। সে কককক করে বলল, সাপ আমার ডিম ভেঙে ফেলেছে। সাপকে ধরতে গিয়ে পিঁপড়ার বাসা ভেঙেছে। আগে সাপের বিচার করুন রাজা মশাই।

সিপাইরা সাপকে ধরে আনল। সাপের লেজ থেকে রক্ত ঝরছে। সে বলল, হরিণ খুর দিয়ে আমার লেজে আঘাত দিয়েছে। আমি পালাতে গিয়ে মুরগির ডিম ভেঙেছে। হরিণের বিচার করুন, রাজা মশাই।

সিপাইরা গিয়ে হরিণকে ধরে আনল। হরিণের চোখে ভয়। সে বলল, সারস পাখির দোষ। সে হঠাৎ ডানা ঝাপটেছিল। আমি ভয়ে দৌড় দিয়েছিলাম। তাই দেখতে পাইনি। সাপের লেজে পা লেগেছে।

রাজা বললেন, সারস পাখিকে ধরে নিয়ে এসো।

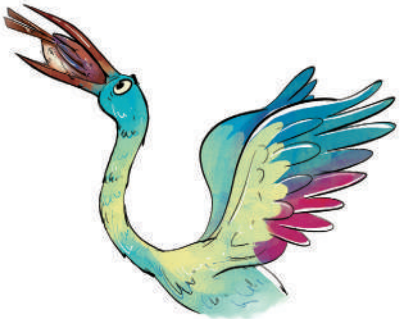

সিপাইরা সারস পাখিকে নিয়ে এলো। সারস বলল, বুলবুলি আমার মুখে ঢুকে পড়েছিল। তাই আমি গলা পরিষ্কার করতে খকখক করেছিলাম। আর ডানা ঝাপটে উঠেছিলাম। বুলবুলির বিচার করুন, রাজা মশাই।

রাজার আদেশে সিপাইরা বুলবুলিকে নিয়ে এলো। বুলবুলি বলল, আগে আমার কথা শুনুন, রাজা মশাই। ব্যাঙের মুখে শুনেছিলাম রাতে ঝড় হবে। শুনে আমি বাঁচার জন্য জায়গা খুঁজছিলাম। গর্ত মনে করে সারসের মুখে ঢুকে পড়েছিলাম। ব্যাঙ মিথ্যা ভয় দেখিয়েছে। রাতে ঝড় হয়নি। তাই ব্যাঙের বিচার করুন, রাজা মশাই।

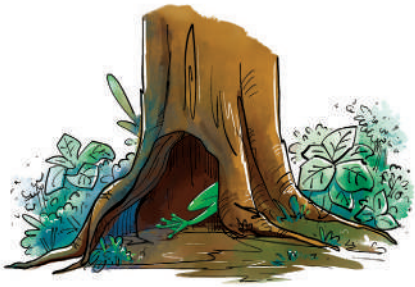

রাজার সিপাইরা ব্যাঙটাকে ধরতে গেল। ব্যাঙ গাছের নিচের গর্তের মধ্যে লুকিয়েছিল। কিন্তু লুকালে কী হবে, ব্যাঙের ঠ্যাং ঠিকই দেখা যাচ্ছিল। রাজার সিপাইরা ব্যাঙের ঠ্যাং ধরে টান দিল – হেঁইও, হেঁইও –

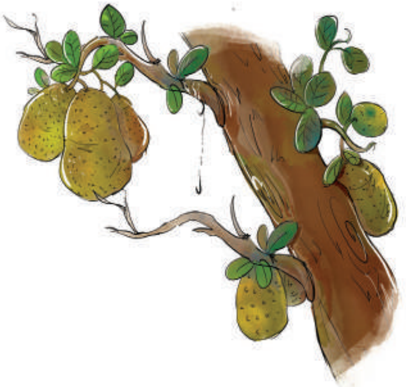

ব্যাঙের ঠ্যাং ধরে চ্যাংদোলা করে আনা হলো। রাজা বললেন, ব্যাঙ, তুমি মিথ্যা বলেছিলে কেন?

ব্যাঙ বলল, ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ। শহরে বেড়াতে গিয়েছিলাম, রাজা মশাই। চায়ের দোকানে শুনলাম লোকেরা বলছে, রাতে ঝড় হবে। আমি সে কথাই বুলবুলিকে বলেছিলাম।

রাজা বললেন, তুমি শহরের গুজব এনে বনে রটিয়েছ। বনের শান্তি নষ্ট করেছ। গুজব রটানোর জন্য তোমার শাস্তি হবে।

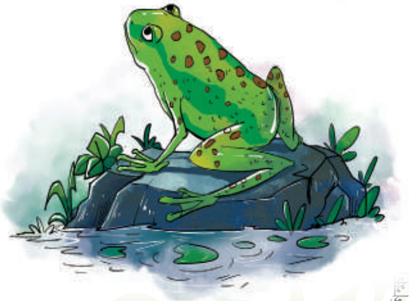

রাজার সিপাইরা ব্যাঙটাকে কাঁঠাল গাছের তলায় নিয়ে গেল। চাবুক মারতে লাগল। কিন্তু বারবার চাবুক গিয়ে লাগল কাঁঠাল গাছের ডালে। সেই কাঁঠাল গাছের কষ গড়িয়ে পড়ল ব্যাঙের গায়ে।

তারপর থেকে ব্যাঙের গায়ে দাগ হয়ে গেল।

শব্দ শিখি

রাজার দরবার	– রাজা যেখানে সভা করেন
সিপাই	– সৈনিক
গুজব	– মিথ্যা তথ্য
রটানো	– ছড়ানো
চাবুক	– মারার জন্য যে লাঠির মাথায় দড়ি থাকে

নিচের শব্দ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি

পিলপিল　　কক কক　　হেঁইও হেঁইও　　ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ

পিঁপড়া ____________________ করে রাজার দরবারে গেল।

মুরগি __________________________ করতে করতে এলো।

ব্যাঙ বলল ______________________________________ ।

ব্যাঙের ঠ্যাং ধরে টানতে টানতে বলল _______________ ।

কোনটি সঠিক বাছাই করে বলি ও লিখি

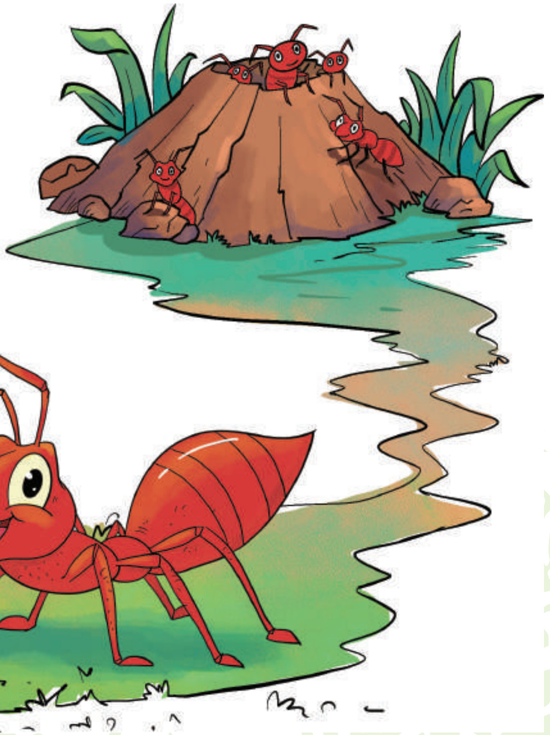

পিঁপড়া পিলপিল করে গেল –

ক. শহরে কাছে　　খ. মাটির গর্তে

গ. কাঁঠাল গাছের তলায়　　ঘ. রাজার দরবারে

লেজ থেকে রক্ত ঝরছে –

ক. হরিণের　　খ. সাপের

গ. বুলবুলির　　ঘ. মুরগির

ব্যাঙ বেড়াতে গিয়েছিল –

ক. মুরগির বাড়ি　　খ. গর্তে

গ. গ্রামে　　ঘ. শহরে

বলি ও লিখি

পিঁপড়া রাজার দরবারে গেল কেন?

কে মুরগির ডিম ভেঙেছিল?

বুলবুলি কোথায় ঢুকে পড়েছিল?

কীভাবে ব্যাঙের গায়ে দাগ হলো?

ছবি দেখে নাম বলি এবং একটি করে বৈশিষ্ট্য লিখি

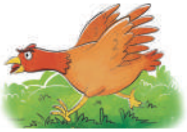

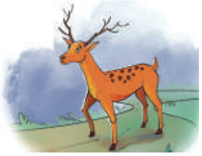

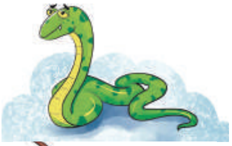

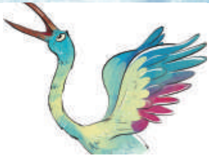

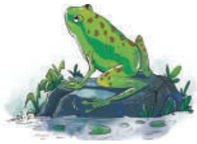

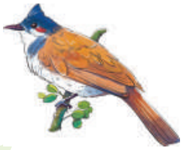

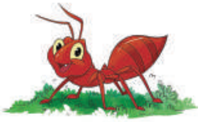

পাঠ ৯

বাক্য পড়ি ও লিখি

পড়ি

মামা	মামা, আপনি কেমন আছেন?
চাচি	চাচি, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ
বন্ধু	বন্ধু, তোমার বাড়ি কোথায়?

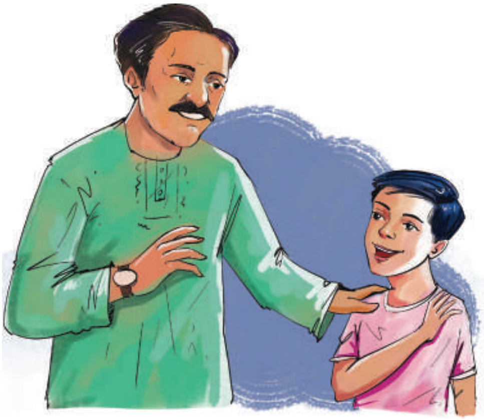

লিখি

আপা	আপা, আমি আসতে পারি?
স্যার	______________________
বন্ধু	______________________

পড়ি

কী	কী সুন্দর সকাল!
বাহ্	বাহ্! দারুণ খেলেছ।
আহা	আহা, ব্যথা পেলে বুঝি!

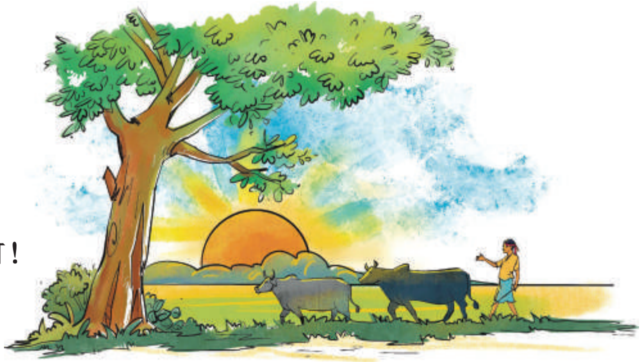

লিখি

কী	কী দারুণ বৃষ্টি!
বাহ্	______________________
আহা	______________________

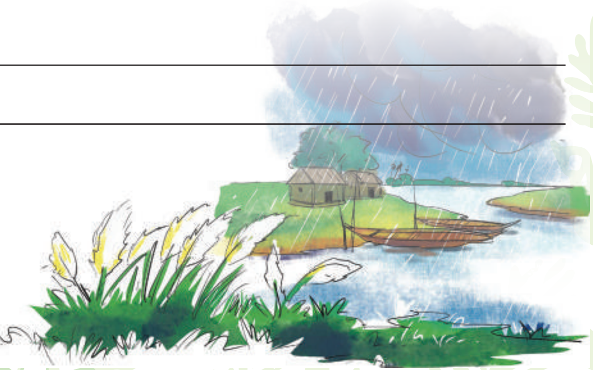

পাঠ ১০

আনন্দের দিন

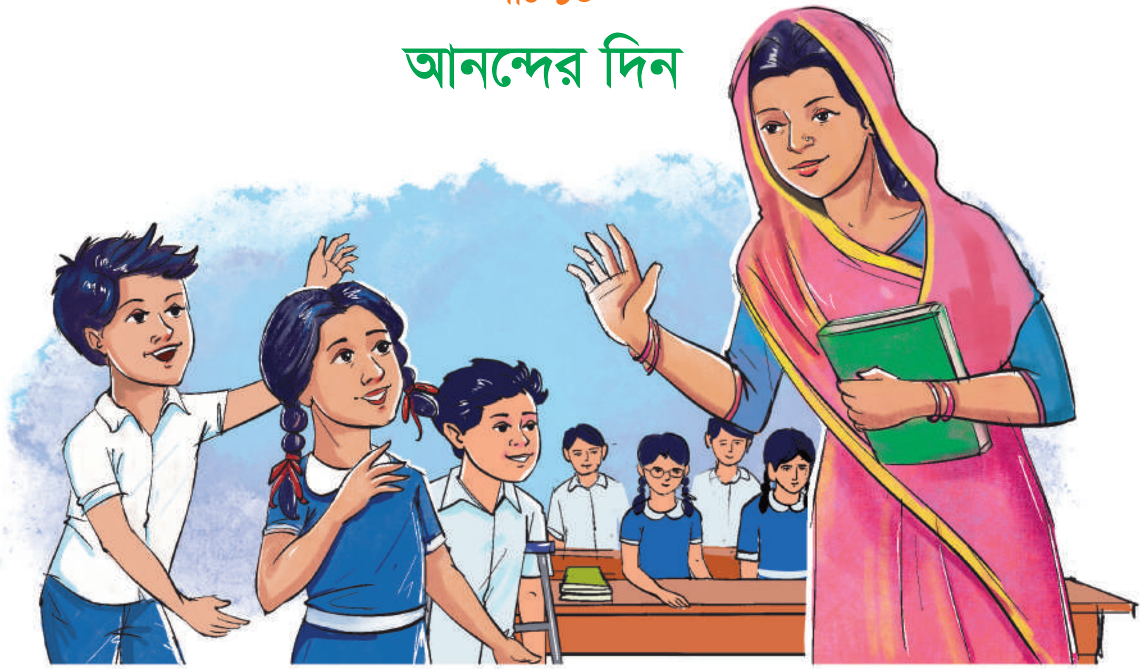

ঘণ্টা বাজতেই ক্লাসে এলেন খুশি আপা। বললেন, তোমাদের জন্য আনন্দের খবর আছে। আমরা স্কুল থেকে ঘুরতে যাব। ক্লাসের সবাই আনন্দে হৈ হৈ করে উঠল।

আপা বললেন, আমরা তাহলে কোথায় যেতে পারি?

তপু বলল, আমরা জাদুঘরে যেতে পারি। রাজু বলল, শিশুপার্কে যেতে পারি। তুলি বলল, আমরা লালবাগ কেল্লায় যেতে পারি।

খুশি আপা অন্যদের মতামতও জানতে চাইলেন। বেশির ভাগ শিক্ষার্থী লালবাগ কেল্লায় যেতে চাইল। ঠিক হলো পরের শনিবারে যাওয়া হবে। মিলি বলল, আপা, আমি তো যেতে পারব না! আমি ঠিকমতো হাঁটতে পারি না।

আপা বলার আগে তুলি বলল, তাতে কী হয়েছে! আমরা তো আছি। আমরা তোমাকে সাহায্য করব।

খুশি আপা সবার মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দিলেন। তারপর বললেন, সকাল দশটার মধ্যে সবাই চলে আসবে। স্কুলের পোশাক পরে আসতে হবে। সঙ্গে পানি, কলম ও নোটবুক নিয়ে এসো।

শনিবার সকালে সবাই স্কুলের মাঠে জড়ো হলো। সবার মনে আনন্দ। আজ ঘুরতে যাবে। সারি বেঁধে একে একে সবাই গাড়িতে উঠল। খুশি আপা রাজুকে সবার নাম লিখে রাখতে বললেন। তুলি গাড়িতে উঠল মিলিকে নিয়ে। অন্যরাও সাহায্য করল।

গাড়ি ছাড়ল। গাড়িতে সবাই অনেক আনন্দ করল। এক সময়ে গাড়ি লালবাগ কেল্লায় পৌঁছে গেল। খুশি আপা সবাইকে ধীরে ধীরে নামতে বললেন।

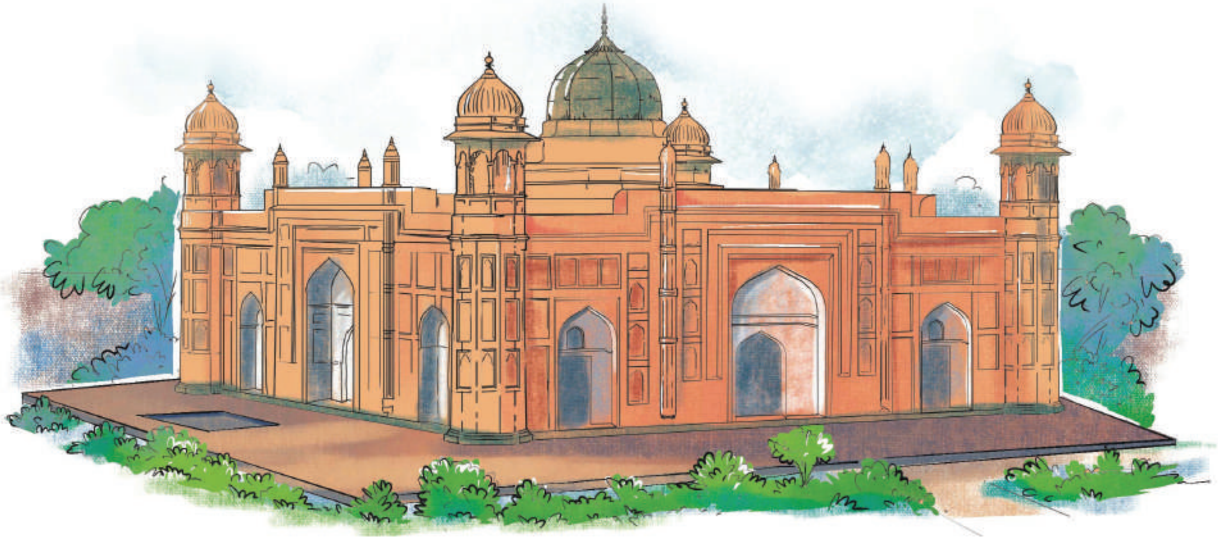

আপা ঘুরে ঘুরে কেল্লার সব কিছু দেখাতে লাগলেন। সবাই নোটবুকে লিখতে লাগল:

মূল ফটক
ফুলের বাগান
পরিবিবির মাজার
তিন গম্বুজ মসজিদ
টিলা
পুকুর
দরবার হল
জাদুঘর
প্রাচীন আমলের পোশাক
প্রাচীন আমলের অস্ত্র
প্রাচীন আমলের মুদ্রা

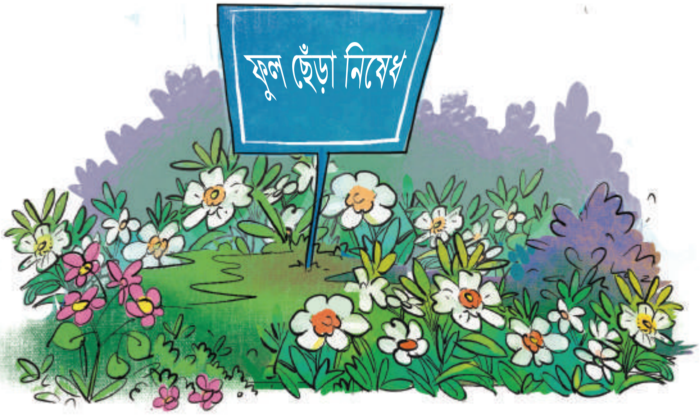

লালবাগ কেল্লা দেখা শেষ হলো। আপা সবাইকে নিয়ে কেল্লার মাঠে গোল হয়ে বসলেন। বললেন, কেমন লাগল?

সবাই একসাথে বলল, খুব ভালো।

মিতু ও রাজু গান গেয়ে শোনাল।

এবার ফিরে যাওয়ার পালা। সবাই সারি বেঁধে গাড়িতে উঠল। রাজু তালিকা দেখে সবার নাম মিলিয়ে নিল। গাড়ি আবার রওনা হলো।

দিনটি খুব আনন্দে কাটল।

শব্দ শিখি

জাদুঘর	–	যেখানে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়
শিশুপার্ক	–	শিশুদের খেলার ও ঘোরার জায়গা
কেল্লা	–	দুর্গ
দায়িত্ব	–	কাজ
নোটবুক	–	লেখার ছোটো খাতা
ফটক	–	সদর দরজা
মাজার	–	বিশেষ ব্যক্তির কবর
গম্বুজ	–	গোলাকার ছাদ
টিলা	–	উঁচু জায়গা
প্রাচীন	–	পুরাতন
মুদ্রা	–	ধাতুর তৈরি পয়সা

বাক্য লিখি

মতামত ______________________________

জাদুঘর ______________________________

নোটবুক ______________________________

প্রাচীন ______________________________

তালিকা ______________________________

যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখি এবং নতুন শব্দ বানাই

কেল্লা	ল্ল	ল + ল	
ঘণ্টা	ণ্ট	ণ + ট	
গম্বুজ	ম্ব	ম + ব	
আনন্দ	ন্দ	ন + দ	
ক্লাস	ক্ল	ক + ল	
দায়িত্ব	ত্ব	ত + ব	
মুদ্রা	দ্র	দ + র	

উত্তর বলি ও লিখি

ক্লাসের সবাই হৈ হৈ করে উঠল কেন?

সবাই মিলে কোথায় যাবে ঠিক করল?

আপা কী কী জিনিস সাথে নিতে বললেন?

কাকে সবার নাম লিখে রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল?

বিভিন্ন ধরনের বাক্য পড়ি

আমাকে একটু পানি দাও।	অনুরোধ বাক্য
সবাই খাতা বের করো।	আদেশ বাক্য
ফুল ছিঁড় না।	নির্দেশ বাক্য
মানুষকে সাহায্য করবে।	উপদেশ বাক্য

পরিকল্পনা করি

সবাই মিলে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার একটি পরিকল্পনা তৈরি করি।

পাঠ ১১

বালুচরে একদিন

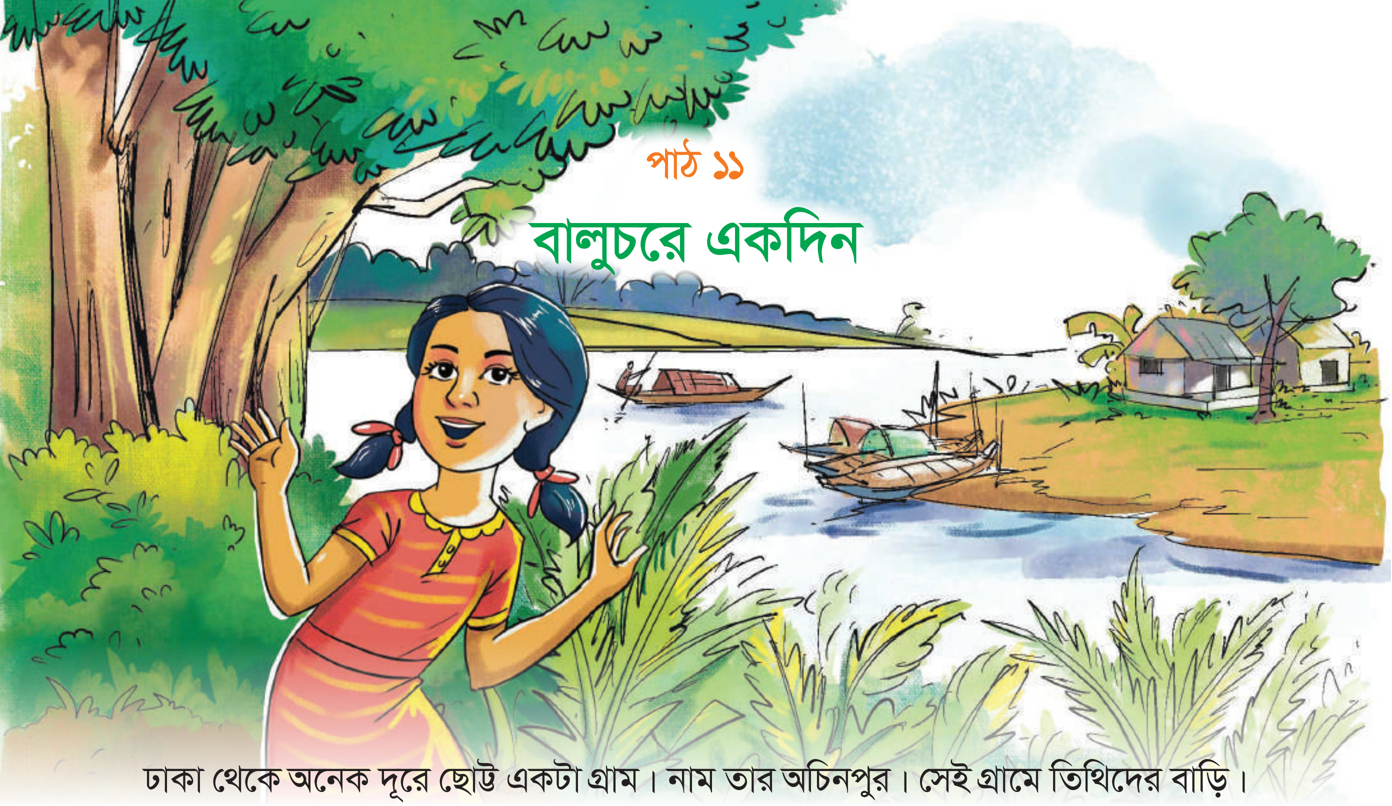

ঢাকা থেকে অনেক দূরে ছোট্ট একটা গ্রাম। নাম তার অচিনপুর। সেই গ্রামে তিথিদের বাড়ি। গ্রীষ্মের ছুটিতে ওরা বাড়িতে বেড়াতে আসে। এবারও ওরা বেড়াতে এসেছে।

গ্রামে এলে তিথি মন ভরে প্রকৃতি দেখে। সবুজ সুন্দর এই গ্রামে আছে কত গাছ। কত পাখি উড়ে যায় আকাশের পথে। সুপারি গাছের সারি দিয়ে উঁকি দেয় সকালের সূর্য।

গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে নদী। নাদের চাচা বলেছেন, নদীর চরে পাখিদের মেলা বসে। তিনি একজন জেলে। মাছ ধরতে চলে যান একেবারে মাঝনদীতে। ওখানেই তিনি দেখেছেন শত শত পাখি।

নৌকার মাঝি গণেশ কাকা বলেছেন, পাখিরা মাছ ধরে। সাদা বকগুলো চুপ করে বসে থাকে। মাছ দেখলেই খপ করে ধরে। তিথি এসব গল্প শোনে। মনে মনে ভাবে, আহা, যদি আমিও যেতে পারতাম। গণেশ কাকা বলেছেন, একদিন তোমাকে নিয়ে যাব।

এক সকালে গণেশ কাকা সত্যিই নৌকা নিয়ে হাজির। বাবা বললেন, চলো ঘুরে আসি।

নদীর তীর ধরে নৌকা চলছে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে মসজিদের মিনার। দেখা যাচ্ছে গ্রামের বাজার, বটতলা, মাঠ, মন্দির।

একটু পেরুতেই চোখে পড়ল কুমারপাড়া। নৌকায় উঠলেন বাবার বন্ধু মধু পাল। তিনি মাটি দিয়ে শখের হাঁড়ি বানান। রঙিন হাঁড়িগুলো দেখতে খুব সুন্দর। মধু কাকা তিথিকে দুটি রঙিন হাঁড়ি দিলেন। বললেন, বাসায় সাজিয়ে রেখো।

আরেকটু এগুতেই তীর থেকে ডাক দিলেন হামিদ চাচা। তিনি গ্রামের স্কুলের শিক্ষক। গণেশ কাকা নৌকা থামালেন। বাবা হামিদ চাচাকে বললেন, চলো, বেড়িয়ে আসি। হামিদ চাচা নৌকায় উঠতে উঠতে বললেন, চলো যাই। ঝড়-বাদলের দিন, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

নৌকা আবার চলতে শুরু করল। তিথি দেখল টলটল করছে নদীর জল। ভয়ে ভয়ে সে নদীর জলে হাত বুলাল। কী শীতল!

অল্প সময়ের মধ্যেই ওরা পৌঁছে গেল নদীর চরে। সুন্দর এক দ্বীপের মতো এই বালুচর। চরের চারদিকে কাঁটাঝোপ, ঘাস আর কাশবন। খুঁটে খুঁটে পোকা খাচ্ছে শালিক। ঘাড় বাঁকা করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে সাদা বক। নলখাগড়ার ঝোপে চুপচাপ বসে আছে মাছরাঙা। হঠাৎ পুবদিক থেকে উড়ে এলো এক ঝাঁক পাখি। গণেশ কাকা বললেন, ওই দেখো গাঙচিল। তিথি চিৎকার করে উঠল, বাবা, কী সুন্দর!

হামিদ চাচা শোনালেন মুক্তিযুদ্ধের গল্প। ১৯৭১ সালে এই চরে মুক্তিযোদ্ধারা ঘাঁটি গেড়েছিল। তারা ডুবিয়ে দিয়েছিল পাকবাহিনীর লঞ্চ।

চরের পশ্চিম দিক থেকে কে যেন এগিয়ে আসছে। আরে আরে! এতো দেখি নাদের চাচা। তাঁর ঝুড়ি ভরতি মাছ। পাবদা, পুঁটি আর একটা মাঝারি আকারের বোয়াল। তাজা মাছগুলো এখনো নড়ছে। তিথি অবাক হয়ে মাছ দেখল। নাদের চাচা সবাইকে দুপুরে খাওয়ার দাওয়াত দিলেন।

গণেশ কাকা বললেন, ফিরতে হবে। হামিদ চাচা আকাশের দিকে তাকালেন। তিথি দেখল উত্তর-পূর্ব আকাশে মেঘ জমেছে। নদীর বুকে ঠান্ডা বাতাস বইছে। সবাই নৌকায় উঠে পড়ল।

গণেশ কাকা দ্রুত বৈঠা চালালেন। নাদের চাচা তুলে নিলেন আরেকটি বৈঠা। দুজনে নৌকা বেয়ে ছুটে চললেন গ্রামের দিকে। তীরে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই শুরু হলো ঝড়। তিথি ভাবতে লাগল, পাখিগুলো এখন কী করছে!

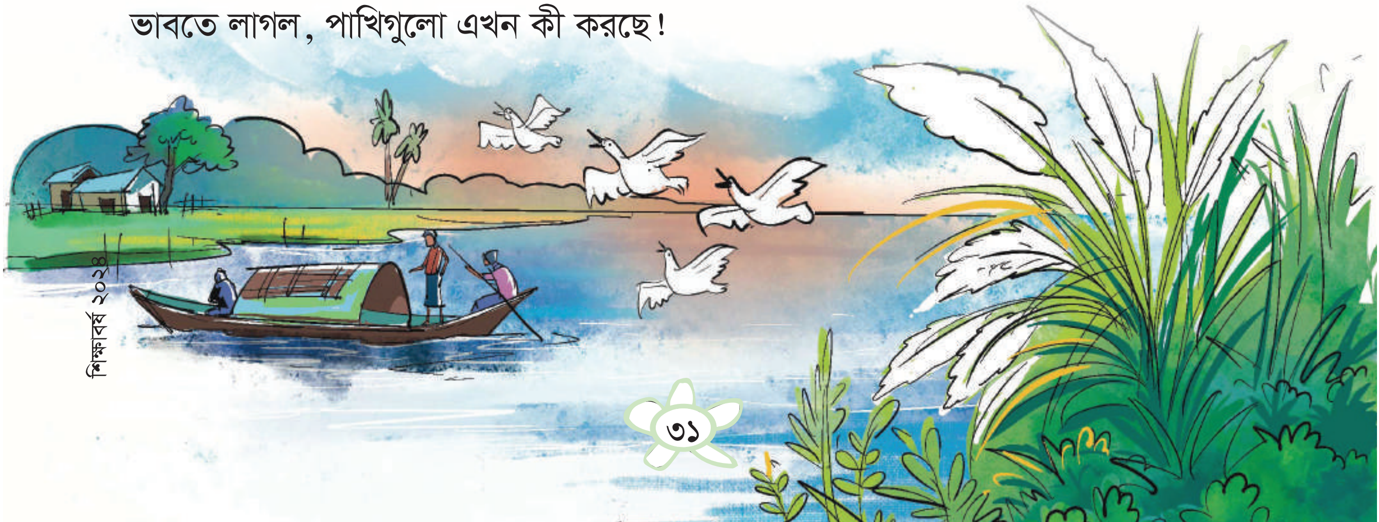

শব্দ শিখি

উঁকি দেওয়া – আড়াল থেকে দেখা
মিনার – দালানের উঁচু চূড়া
বাদল – বৃষ্টি
চর – নদীতে তৈরি হওয়া বালুময় ভূমি
নলখাগড়া – নলের মতো লম্বা ঘাস
ঘাঁটি – আস্তানা

বাক্য বলি ও লিখি

নদী ______________________________

নৌকা ______________________________

মুক্তিযোদ্ধা ______________________________

বালুচর ______________________________

ডান পাশ থেকে শব্দ নিয়ে খালি জায়গা পূরণ করি

সুপারি গাছের সারি দিয়ে উঁকি দেয় ____________।

নদীর চরে ____________ মেলা বসে।

টলটল করছে ____________।

ঘাড় বাঁকা করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে ____________।

নদীর পানি
সাদা বক
সকালের সূর্য
পাখিদের

বিপরীত শব্দ জেনে নেই

শব্দ	বিপরীত শব্দ
গ্রাম	শহর
সাদা	কালো
শীতল	উষ্ণ

শব্দ	বিপরীত শব্দ
পরিষ্কার	নোংরা
দূর	নিকট

সঠিক উত্তরটি বলি ও লিখি

তিথির গ্রামের নাম –

ক. মধুপুর
খ. অচিনপুর
গ. শফিপুর
ঘ. নাজিরপুর

নদীর চরে পাখিদের মেলা বসার কথা বললেন –
ক. গণেশ কাকা খ. হামিদ চাচা
গ. নাদের চাচা ঘ. মধু কাকা

মাটি দিয়ে শখের হাঁড়ি বানান –
ক. নাদের চাচা খ. হামিদ চাচা
গ. মধু কাকা ঘ. গণেশ কাকা

নলখাগড়ার গায়ে চুপচাপ বসে আছে –
ক. মাছরাঙা খ. গাঙচিল
গ. শালিক ঘ. সাদা বক

মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল –
ক. ১৯৪৭ সালে খ. ১৯৫২ সালে
গ. ১৯৬৯ সালে ঘ. ১৯৭১ সালে

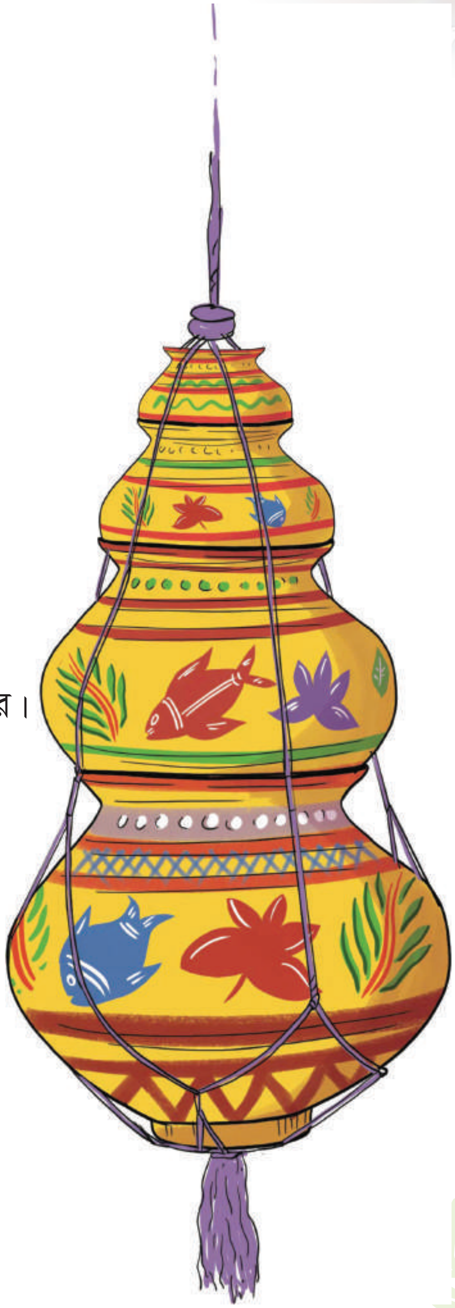

বুঝে নেই

কুমারপাড়া – কুমারেরা যেখানে একসাথে বাস করে।
শখের হাঁড়ি – যে হাঁড়িতে শখের জিনিস রাখা হয়।
দ্বীপ – চারিদিকে পানি দিয়ে ঘেরা ভূখণ্ড।

মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি

গ্রামের প্রকৃতি তিথির কেমন লাগে?
নৌকায় করে তিথিরা কোথায় গেল?
চরে কারা ঘাঁটি গেড়েছিল?
নাদের চাচার ঝুড়িতে কী কী মাছ ছিল?
তিথি কেন পাখিদের জন্য ভাবছিল?

বিরামচিহ্ন বসিয়ে বাক্য লিখি

ঢাকা থেকে অনেক দূরে ছোট্ট একটা গ্রাম

কী শীতল

তিথি চিৎকার করে উঠল বাবা কী সুন্দর

গণেশ কাকা বললেন ফিরতে হবে

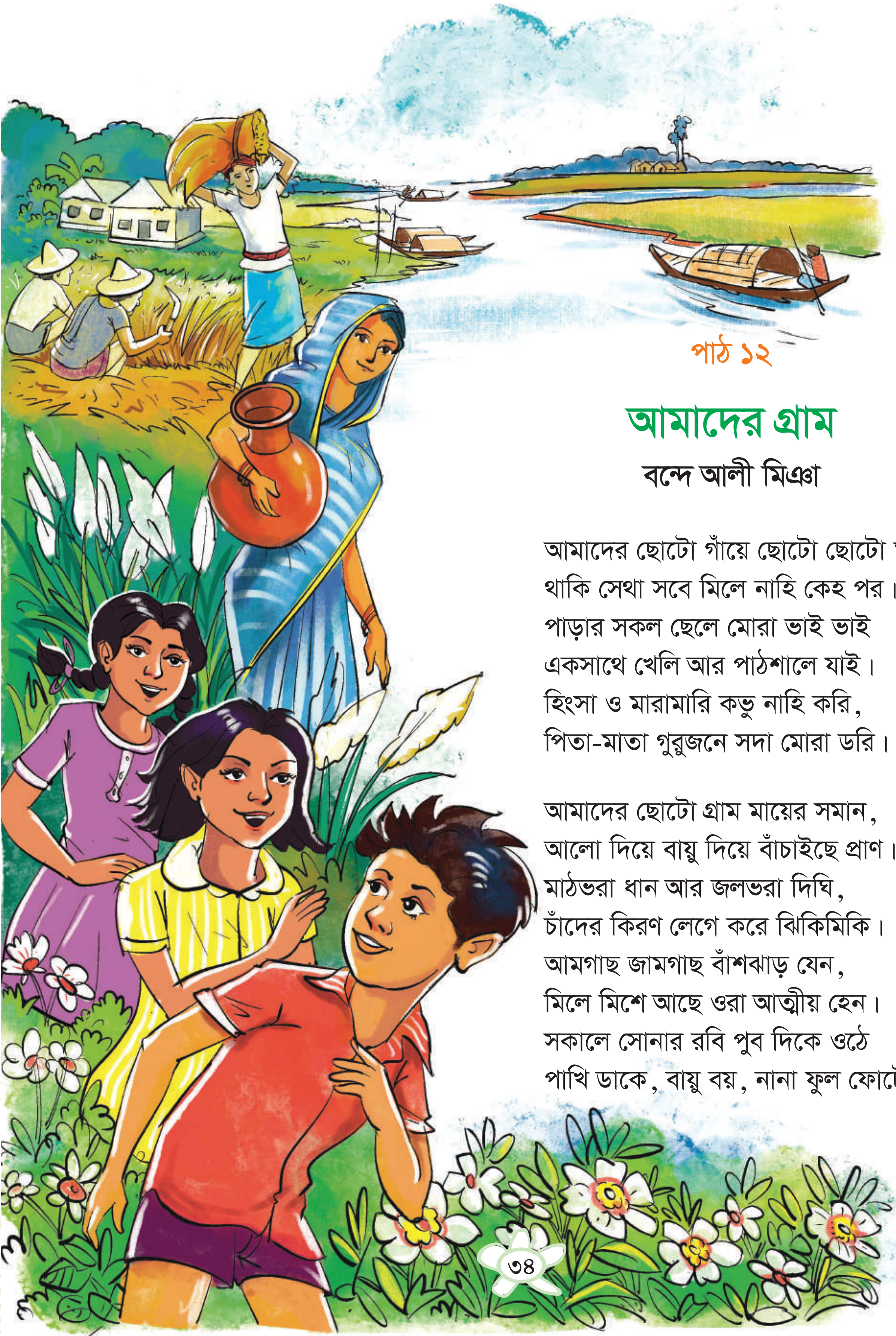

পাঠ ১২

আমাদের গ্রাম

বন্দে আলী মিঞা

আমাদের ছোটো গাঁয়ে ছোটো ছোটো ঘর
থাকি সেথা সবে মিলে নাহি কেহ পর।
পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই ভাই
একসাথে খেলি আর পাঠশালে যাই।
হিংসা ও মারামারি কভু নাহি করি,
পিতা-মাতা গুরুজনে সদা মোরা ডরি।

আমাদের ছোটো গ্রাম মায়ের সমান,
আলো দিয়ে বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ।
মাঠভরা ধান আর জলভরা দিঘি,
চাঁদের কিরণ লেগে করে ঝিকিমিকি।
আমগাছ জামগাছ বাঁশঝাড় যেন,
মিলে মিশে আছে ওরা আত্মীয় হেন।
সকালে সোনার রবি পুব দিকে ওঠে
পাখি ডাকে, বায়ু বয়, নানা ফুল ফোটে।

শব্দ শিখি

সেথা – সেখানে
কভু – কখনো
ডরি – ভয় পাই
কিরণ – আলো
আত্মীয় – আপনজন
রবি – সূর্য
বায়ু – বাতাস

বাক্য লিখি

পাঠশালা ______________________________

গুরুজন ______________________________

দিঘি ______________________________

মিলেমিশে ______________________________

বাঁশঝাড় ______________________________

কবিতাটি সুন্দর করে বলি ও দেখে দেখে লিখি

একই রকম শব্দ শিখি

রবি – সূর্য, অরুণ।
বায়ু – বাতাস, হাওয়া।
কিরণ – আলো, প্রভা।
ঘর – বাড়ি, গৃহ।
পাঠশালা – বিদ্যালয়, স্কুল।

বলি ও লিখি

গাঁয়ের ঘরগুলো কেমন?
পাড়ার সব ছেলে একসাথে কী কী করে?
জলভরা দিঘি ঝিকিমিকি করে কেন?
আত্মীয়র মতো মিলেমিশে কারা আছে?

সঠিক উত্তর বাছাই করে বলি ও লিখি

কবি গ্রামকে তুলনা করেছেন –
ক. মায়ের সাথে
খ. বাবার সাথে
গ. বোনের সাথে
ঘ. ভাইয়ের সাথে

কখনো করব না –
ক. খেলাধুলা ও পড়াশোনা
খ. শ্রদ্ধা ও সম্মান
গ. হিংসা ও মারামারি
ঘ. আদর ও স্নেহ

সোনার রবি ওঠে –
ক. পূর্ব দিকে
খ. পশ্চিম দিকে
গ. উত্তর দিকে
ঘ. দক্ষিণ দিকে

গ্রাম সম্পর্কে বলি ও লিখি।

পাঠ ১৩

নদীর দেশ

বাংলাদেশ নদীর দেশ। শত শত নদী আছে এই দেশে। জালের মতো জড়িয়ে আছে সেগুলো। সেগুলোর কত সুন্দর সুন্দর নাম।

মুখে আগুন নেই, কিন্তু নদীর নাম আগুনমুখা। আবার আরেকটার নাম দুধকুমার, যেন দুধের নদী। ধানের নামে মিলিয়ে নাম – ধানতারা, ধানসিঁড়ি। এগুলো ছোটো নদী। বড়ো বড়ো নদীও আছে – পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র।

সব নদী এক রকম নয়। কিছু নদী এঁকেবেঁকে চলে, কিছু চলে সোজাভাবে। কিছু নদী শান্ত, কিছু নদীর স্রোত বেশি।

ব্রহ্মপুত্র বাংলাদেশের একটি বড়ো নদী। ব্রহ্মপুত্রের জন্ম হিমালয় পর্বতে। সেখান থেকে শুরু হয়ে অনেক পথ ঘুরে বাংলাদেশে ঢুকেছে।

হিমালয় থেকে জন্ম নিয়েছে এমন আরেক নদী পদ্মা। পদ্মা নদীর ইলিশ খুব বিখ্যাত। এই নদীতে ঘড়িয়াল দেখা যায়। ঘড়িয়াল দেখতে কুমিরের মতো।

যমুনাও বড়ো নদী। এই নদীতে বাঘাইড় নামের বড়ো মাছ পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের আরেক প্রধান নদী মেঘনা। মেঘনায় একসময়ে অনেক ডলফিন দেখা যেত। এই মেঘনা বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে।

একটা মজার নদী আছে। নাম তার আত্রাই। বাংলাদেশ থেকে ভারতে গিয়ে আবার বাংলাদেশে ফিরে এসেছে। যেন শখ হয়েছে প্রতিবেশী দেশকে দেখে আসার। বাংলাদেশ ও মায়ানমারকে ভাগ করেছে এক নদী। তার নাম নাফ। ভারতের লুসাই পাহাড়ে জন্ম নিয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছে কর্ণফুলী। এই নদীটি বেশ খরস্রোতা।

বাংলাদেশের আরেকটি নদী হালদা। এই নদী মা-মাছের কাছে খুব প্রিয়। ডিম ছাড়ার জন্য মা-মাছ হালদা নদীতে আসে।

কিছু নদী বনের ভেতর দিয়ে গেছে। হরিণটানা, বলেশ্বর, নীলকমল এ রকম নদী। এসব নদী সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে। এসব নদীতে আছে কুমির, কাঁকড়া আর নানা প্রজাতির মাছ।

সাপের মতো পেঁচানো একটা নদী আছে। নাম তার সোমেশ্বরী। এই নদী বালুকণা বয়ে আনে। পিয়াইন আরেক নদী। পাহাড়ি ঢলের সময় সে ছোটো-বড়ো পাথর বয়ে আনে। ভেবে দেখো, ছোটো ছোটো নদীরও কী শক্তি!

দুঃখের কথা কি জানো? এত সুন্দর সুন্দর নদী! কিন্তু এদের পানি দূষিত হয়ে পড়ছে। আমরাই নদীতে পলিথিন আর ময়লা-আবর্জনা ফেলছি। নদীকে নোংরা করছি।

ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর পানি ময়লায় কালো হয়ে গেছে। ওখানে মাছ নেই, ব্যবহারের উপযোগী পরিষ্কার পানি নেই।

আবার, মানুষ নদী ভরাট করে ফেলছে। ফলে নদী মরে যাচ্ছে। কিন্তু নদী বাঁচালে নদীর মাছ আর অন্য জীব বাঁচবে। নদী বাঁচলে আমরা বাঁচব, বাংলাদেশ বাঁচবে।

শব্দ শিখি

স্রোত	–	পানির প্রবাহ
খরস্রোতা	–	অনেক স্রোত আছে যার
দূষিত	–	নষ্ট
ডলফিন	–	তিমি জাতীয় জলজ প্রাণী
বিখ্যাত	–	নামকরা

বাক্য বানাই ও লিখি

এঁকেবেঁকে ____________________

স্রোত ____________________

শান্ত ____________________

শখ ____________________

শক্তি ____________________

সঠিক উত্তরটি বলি ও লিখি

ছোটো নদী –
ক. পদ্মা
খ. মেঘনা
গ. ধানতারা
ঘ. যমুনা

হিমালয় পর্বতে জন্ম –
ক. পদ্মা নদীর
খ. কর্ণফুলী নদীর
গ. যমুনা নদীর
ঘ. আত্রাই নদীর

বাংলাদেশ ও মায়ানমারকে ভাগ করেছে –
ক. কর্ণফুলী
খ. নাফ
গ. পিয়াইন
ঘ. বুড়িগঙ্গা

প্রতিবেশী দেশকে দেখার শখ –
ক. আত্রাই নদীর
খ. যমুনা নদীর
গ. হালদা নদীর
ঘ. ধলেশ্বরী নদীর

বাম পাশের সাথে ডান পাশের মিল করি

হিমালয় থেকে যাত্রা শুরু করেছে	হালদা নদী
বঙ্গোপসাগরে মিশেছে	সোমেশ্বরী নদী
ভারতের লুসাই পাহাড় থেকে জন্ম	পিয়াইন নদী
মা-মাছেরা ডিম ছাড়ার জন্য আসে	পদ্মা নদী
সাপের মতো পেঁচিয়ে চলেছে	মেঘনা নদী
ছোটো-বড়ো পাথর বয়ে আনে	কর্ণফুলী নদী

উত্তর বলি ও লিখি

কোন নদীর ইলিশ বিখ্যাত?
হরিণটানা নদী কোন বনের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে?
কোন নদীর পানি ময়লায় কালো হয়ে গেছে?

তিনটি বড়ো নদীর ও তিনটি ছোটো নদীর নাম লিখি।

একটি নদীর ছবি আঁকি।

পাঠ ১৪

হারজিতের গল্প

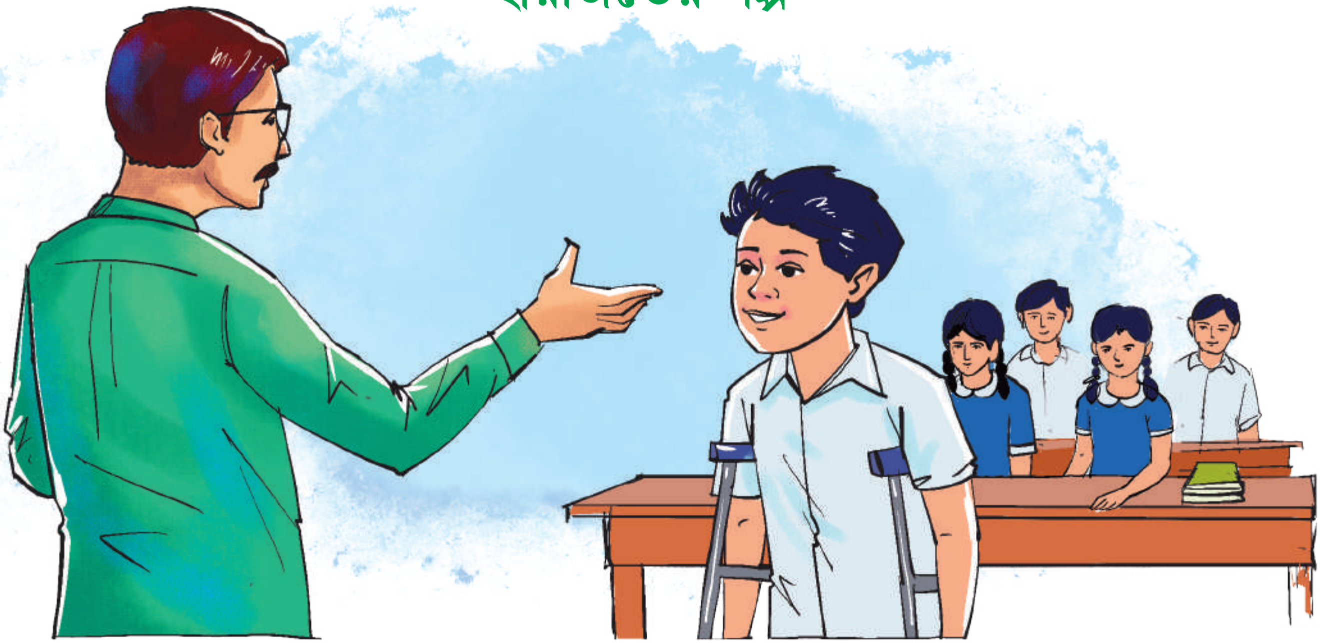

স্যার, আসতে পারি?

নোমান স্যার দেখলেন দরজায় একটা ছেলে। সে ক্র্যাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্যার বললেন, এসো।

ছেলেটা এগিয়ে এলো। বলল, আমার নাম রাশেদ। নতুন ভর্তি হয়েছি।

নোমান স্যার জানতেন রাশেদ আসবে। ভর্তির দিন তিনি রাশেদকে দেখেছিলেন। দুটি প্রশ্নও করেছিলেন তাকে। রাশেদ চটপট জবাব দিয়েছিল। স্যার বুঝেছিলেন ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী। ক্লাসের সবার সঙ্গে নোমান স্যার পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, ওর নাম রাশেদ। ও তোমাদের সঙ্গেই পড়বে।

ক্লাসে সেদিন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নিয়ে কথা হচ্ছিল। কেউ অংশ নেবে দৌড় প্রতিযোগিতায়। কারো পছন্দ দড়ি লাফ। নোমান স্যার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী করবে? রাশেদ বলল, অঙ্ক দৌড় ও মোরগ লড়াই করব। ক্লাসের সবাই ভাবছিল, রাশেদ পারবে তো! নোমান স্যার বললেন, খুব ভালো লাগল রাশেদ।

তিন দিন পরের কথা।

আজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। রঙিন কাগজ দিয়ে সাজানো হয়েছে মাঠ। সবার মনে আনন্দ। খানিকটা উৎকণ্ঠা। কোন খেলায় কে বিজয়ী হবে!

শুরু হলো অঙ্ক দৌড়। সবার আগে অঙ্ক করে দৌড়ে আসতে হবে। যে আসতে পারবে, সে-ই হবে বিজয়ী। ক্র্যাচে ভর দিয়ে রাশেদ দৌড় শুরু করল। ও খুব তাড়াতাড়ি অঙ্ক করতে পারে।

৯৫ থেকে ৬৭ বিয়োগ করতে হবে। রাশেদ লিখল ২৮। লিখেই ক্র্যাচ নিয়ে দৌড় দিল। পিছনে তাকিয়ে দেখল, একজন এগিয়ে আসছে। ততক্ষণে রাশেদ চলে এসেছে শেষ সীমানায়। চারদিকে হইচই পড়ে গেল। রাশেদ জিতেছে।

এবার মোরগ লড়াইয়ের পালা। রাশেদ ক্র্যাচ দুটো রেখে দিল এক পাশে। দুই হাত পিছনে রেখে প্রস্তুতি নিল সে। বাঁশিতে ফুঁ দিতেই এগিয়ে গেল সামনে। মোরগ লড়াইয়ে অংশ নিচ্ছে আট জন।

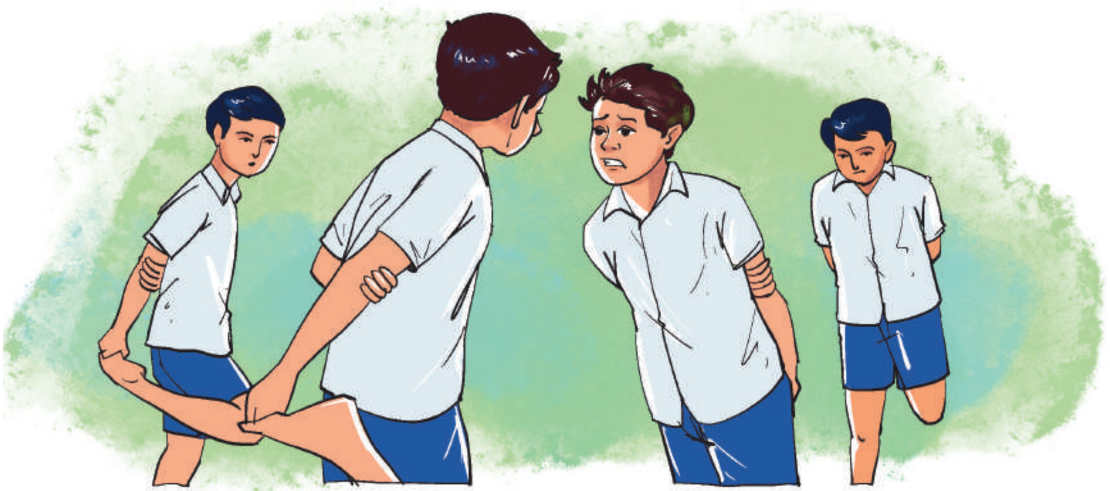

শুরুতে রাশেদ কোনো আক্রমণ করল না। আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করল। লড়াই করতে করতে একে একে পড়ে গেল পাঁচ জন। বাকি রইল তিন জন – রাশেদ, রাজু আর ঝিমিত। ওই সময়ে রাজু এগিয়ে এলো রাশেদের দিকে। রাশেদ চট করে সরে গেল। রাজু পড়ে গেল ঘাসের উপর। খেলার উত্তেজনায় সবাই হইচই করতে লাগল। বাকি রইল ঝিমিত আর রাশেদ। রাশেদ ভাবল ঠান্ডা মাথায় খেলতে হবে।

ঝিমিত এগিয়ে আসছে। লাফিয়ে লাফিয়ে রাশেদও এগিয়ে যাচ্ছে। মুখোমুখি হতেই কাঁধ দিয়ে জোরে আঘাত করল ঝিমিত। রাশেদ সরে গেল। খেলা জমে উঠেছে। মাইকে খেলার ধারাবর্ণনা করছেন নোমান স্যার।

ঝিমিত আবারও আক্রমণ করল। রাশেদ কাঁধ দিয়ে নিজেকে প্রতিহত করল। কিন্তু কাঁপতে কাঁপতে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। মনোবল দৃঢ় করে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। হঠাৎ দেখল তীব্রবেগে এগিয়ে আসছে ঝিমিত। আক্রমণের ভঙ্গিতে রাশেদও এগিয়ে গেল। কাঁধ দিয়ে হালকা আঘাত করে পথ ছেড়ে দিল। ভারসাম্য রাখতে না পেরে হুড়মুড় করে পড়ে গেল ঝিমিত। বন্ধুরা সব চিৎকার করে উঠল, রাশেদ! রাশেদ!

বিকালে হেড স্যার বিজয়ীদের গলায় মেডেল পরিয়ে দিলেন। পুরস্কার হিসেবে হাতে তুলে দিলেন বই। তিনি বললেন, হারজিত বড়ো কথা নয়।

শব্দ শিখি

ক্রীড়া – খেলা
চটপট – তাড়াতাড়ি
উৎকণ্ঠা – উদ্বেগ
তীব্রবেগে – দ্রুত গতিতে
দৃঢ় – শক্ত

ছবি দেখি এবং খেলার নাম বলি

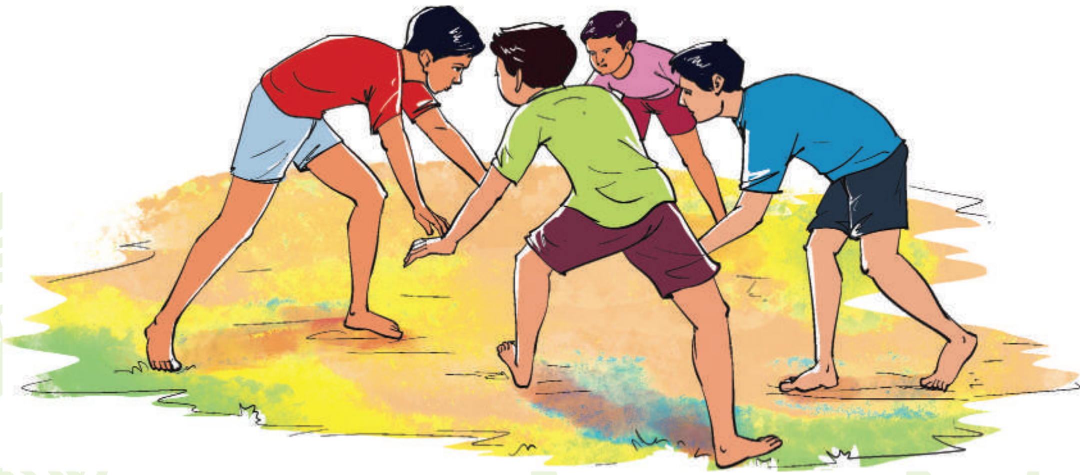

শব্দ নিয়ে খালি জায়গায় বসাই

চটপট, মেধাবী, হইচই, মাঠ, প্রতিযোগিতা

স্যার বুঝেছিলেন ছেলেটা অত্যন্ত ______________ ।

সেদিন ক্লাসে ক্রীড়া ______________ নিয়ে কথা হচ্ছিল।

রঙিন কাগজ দিয়ে ______________ সাজানো হয়েছে ।

খেলার উত্তেজনায় সবাই ______________করতে লাগল।

বুঝে নিই

চটপট	– খুব তাড়াতাড়ি কিছু করা।
হুড়মুড়	– অনেক জিনিস একত্রে পড়ে যাবার শব্দ।
ক্র্যাচ	– হাঁটার সমস্যায় ব্যবহার করা যায় এমন লাঠি।
ধারাবর্ণনা	– কোনো কিছুর ধারাবাহিক বিবরণ।
মেডেল	– বিজয়ীদের দেওয়া হয় এমন পদক।

বাক্য লিখি

চটপট ______________________________

মেধাবী ______________________________

হইচই ______________________________

আঘাত ______________________________

মেডেল ______________________________

উত্তর বলি ও লিখি

নোমান স্যার কীভাবে বুঝলেন রাশেদ মেধাবী?

অজ্ক দৌড় খেলার নিয়ম কী?

মোরগ লড়াইয়ে তৃতীয় হয়েছিল কে?

খেলা শেষে হেড স্যার কী বললেন?

সঠিক উত্তরটি বাছাই করি ও বলি

ক্র্যাচে ভর দিয়ে এগিয়ে এলো –

ক. জাফর
খ. রাশেদ
গ. রাজু
ঘ. ঝিমিত

রাশেদ যে যে খেলায় নাম দিয়েছিল –

ক. অঙ্ক দৌড় ও দীর্ঘ লাফ
খ. দীর্ঘ লাফ ও মোরগ লড়াই
গ. মোরগ লড়াই ও দৌড়
ঘ. অঙ্ক দৌড় ও মোরগ লড়াই

মাইকে খেলার ধারাবর্ণনা করছেন –

ক. রাশেদ স্যার
খ. জাফর স্যার
গ. নোমান স্যার
ঘ. হেড স্যার

হেড স্যার বিজয়ীদের হাতে তুলে দিলেন –

ক. ক্রেস্ট
খ. মেডেল
গ. মালা
ঘ. বই

মোরগ লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিল –

ক. সাত জন
খ. আট জন
গ. পাঁচ জন
ঘ. নয় জন

ক্রমবাচক সংখ্যা বলি ও লিখি

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম।

শব্দের খেলা খেলি

খেলার নিয়ম: প্রথম জন একটা শব্দ বলবে। ধরা যাক, সে বলল 'বই'।

দ্বিতীয় জন 'বই' শব্দটি বলবে এবং শব্দের শেষ বর্ণ দিয়ে আরেকটি শব্দ বলবে। সে বলবে – 'বই, ইট'।

তৃতীয় জন আগের দুটি শব্দ বলবে এবং দ্বিতীয় শব্দের শেষ বর্ণ দিয়ে আরেকটি শব্দ বলবে। সে বলবে – 'বই, ইট, টাকা'।

এভাবে চতুর্থ জন মোট চারটি শব্দ বলবে। এভাবে খেলা চলতে থাকবে। কেউ ধারাবাহিকভাবে বলতে না পারলে খেলা থেকে বাদ পড়বে। এভাবে একজন একজন করে বাদ পড়ার পর শেষ জন বিজয়ী হবে।

পাঠ ১৫

হাসি

রোকনুজ্জামান খান

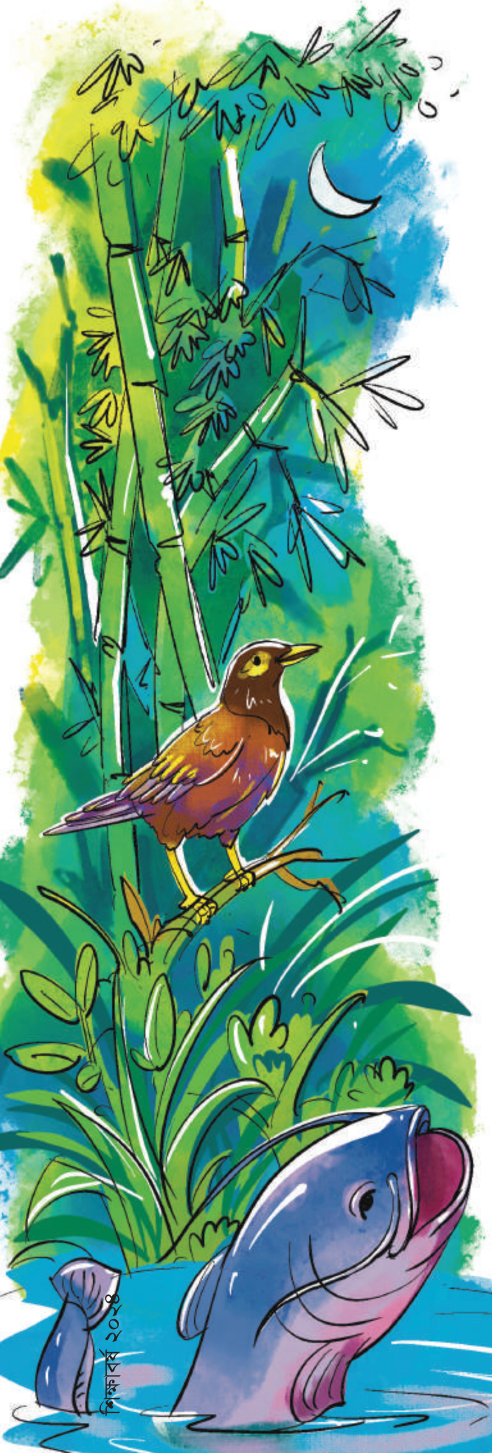

হাসতে নাকি জানে না কেউ
কে বলেছে ভাই?
এই শোন না, কত হাসির
খবর বলে যাই।

খোকন হাসে ফোকলা দাঁতে
চাঁদ হাসে তার সাথে সাথে,
কাজল বিলে শাপলা হাসে
হাসে সবুজ ঘাস,
খলসে মাছের হাসি দেখে
হাসেন পাতিহাঁস।

টিয়ে হাসে রাঙা ঠোঁটে,
ফিঙের মুখেও হাসি ফোটে,
দোয়েল-কোয়েল-ময়না-শ্যামা
হাসতে সবাই চায়,
বোয়াল মাছের দেখলে হাসি
পিলে চমকে যায়।

এত হাসি দেখেও যারা
গোমড়া মুখে চায়,
তাদের দেখে প্যাঁচার মুখেও
কেবল হাসি পায়।

(সংক্ষেপিত)

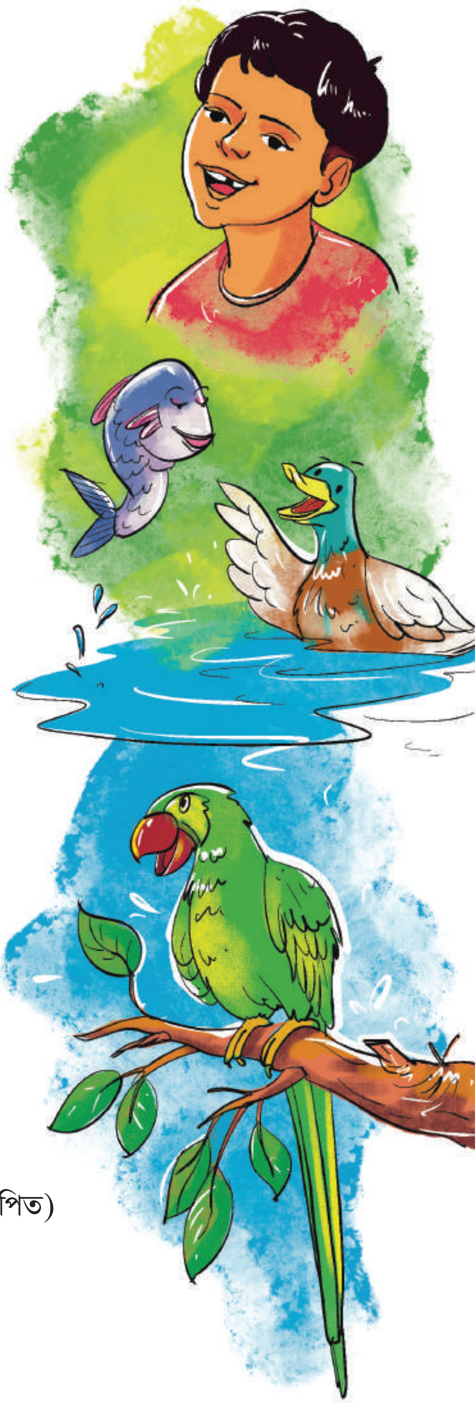

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

শব্দ শিখি

ফোকলা – দাঁতহীন
বিল – স্রোতহীন জলাশয়
রাঙা – রঙিন
গোমড়া – গম্ভীর
খবর – সংবাদ

বাক্য লিখি

খবর ____

ফোকলা ____

রাঙা ____

গোমড়া ____

বাম পাশের সাথে ডান পাশের মিল করি

খোকন হাসে	রাঙা ঠোঁটে।
চাঁদ হাসে	শাপলা হাসে।
কাজল বিলে	হাসেন পাতিহাঁস।
টিয়ে হাসে	ফোকলা দাঁতে।
খলসে মাছের হাসি দেখে	খোকনের সাথে।

ডান পাশ থেকে শব্দ এনে খালি জায়গা পূরণ করি

এই শোন না কত হাসির ____________ বলে যাই।

____________ হাসে তার সাথে সাথে।

টিয়ে হাসে ____________ ঠোঁটে।

বোয়াল মাছের দেখলে হাসি ____________ চমকে যায়

তাদের দেখে ____________ মুখেও কেবল হাসি পায়

- পিলে
- পেঁচার
- চাঁদ
- খবর
- রাঙা

কবিতাটি থেকে চন্দ্রবিন্দু (ঁ) যুক্ত শব্দগুলো বাছাই করে নিচে লিখি।

কবিতাটি না দেখে বলি ও লিখি

উত্তর বলি ও লিখি

খোকন কীভাবে হাসে?

কাজল বিলে কে হাসে?

কার হাসি দেখে পিলে চমকে যায়?

কাদের দেখে পেঁচার মুখে হাসি পায়?

খলসে মাছের হাসি দেখে কে হাসে?

পাঁচটি পাখি ও পাঁচটি মাছের নাম লিখি

ছবি দেখে বাক্য বলি ও লিখি

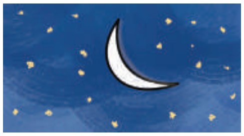

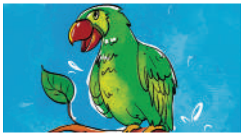

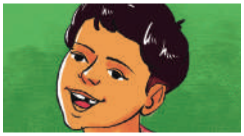

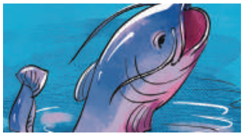

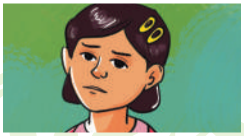

পাঠ ১৬

আমাদের উৎসব

উৎসব মানে আনন্দ-অনুষ্ঠান। প্রত্যেক জাতির নিজেদের কিছু উৎসব আছে। উৎসব পালন করা হয় জাঁকজমকের সাথে।

কোনো কোনো উৎসব দেশকে ভালোবেসে পালন করা হয়। কোনো কোনো উৎসব পরিবারের লোকজন পালন করে। কিছু উৎসব বিশেষ বিশেষ ধর্মের মানুষ পালন করে। আবার অঞ্চলভেদেও নানা রকম উৎসব দেখা যায়।

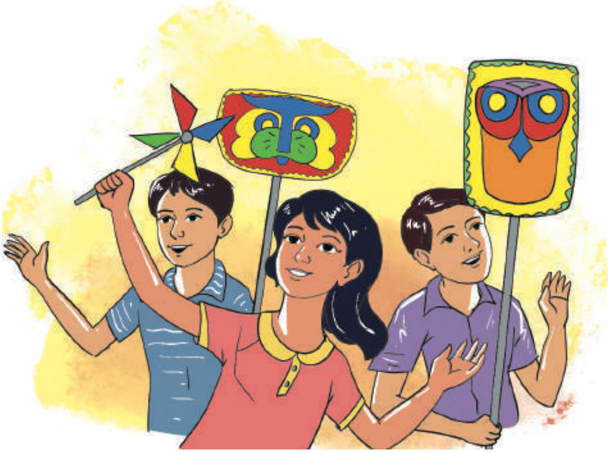

১লা বৈশাখ বাংলা বছরের প্রথম দিন। এ দিন নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়া হয়। এই উৎসবকে বলে নববর্ষ। নববর্ষে গ্রামে ও শহরে বৈশাখী মেলা বসে। মেলায় মাটির হাঁড়ি, হাতি, ঘোড়া, কাঠের পুতুল বিক্রি হয়। বিক্রি হয় মুড়ি, মুড়কি, খই, বাতাসা। এদিন অনেক জায়গায় শোভাযাত্রা বের হয়।

নতুন বছরকে বরণ করে নিতে পার্বত্য অঞ্চলেও উৎসব হয়। উৎসবে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বিভিন্ন রকম রীতি পালন করে থাকে। যেমন, ফুল সংগ্রহ করা হয়। অনেক রকম সবজি দিয়ে পাঁচন রান্না করা হয়। মজার মজার খেলার আয়োজন করা হয়।

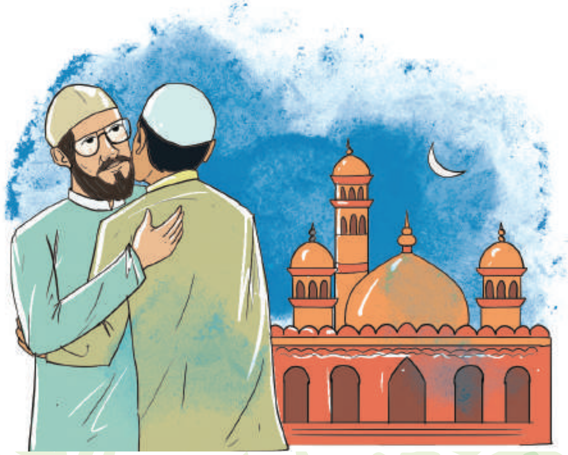

মুসলমানদের প্রধান উৎসব ঈদ-উল ফিতর ও ঈদ-উল আজহা। দুই ঈদে সবাই ঈদগায় নামাজ পড়তে যায়। ঈদের দিন ফিরনি-সেমাই, পোলাও-মাংস রান্না করা হয়। সবাই সবার বাড়িতে যায়, কোলাকুলি করে।

হিন্দুদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব দুর্গাপূজা। দুর্গাপূজা হয় শরৎকালে। সবাই সুন্দর করে সেজে পূজামণ্ডপে যায়। আরেকটি উৎসব লক্ষ্মীপূজা। লক্ষ্মীপূজায় নাড়ু, লাড্ডু, সন্দেশ তৈরি করা হয়। অনেকে বাড়িতে আলপনা আঁকে।

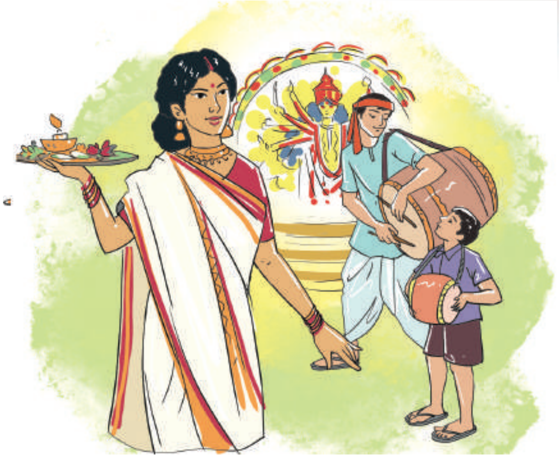

খ্রিষ্টানরা ডিসেম্বর মাসের ২৫ তারিখে বড়োদিন পালন করে। এদিন ক্রিসমাস ট্রিতে ছোটো ছোটো বাতি লাগিয়ে সাজানো হয়। ঘরবাড়িও সুন্দর করে সাজানো হয়। এদিন শিশুরা ভাবে, লাল পোশাক পরা সান্তা ক্লজ এসে উপহার দিয়ে যাবেন।

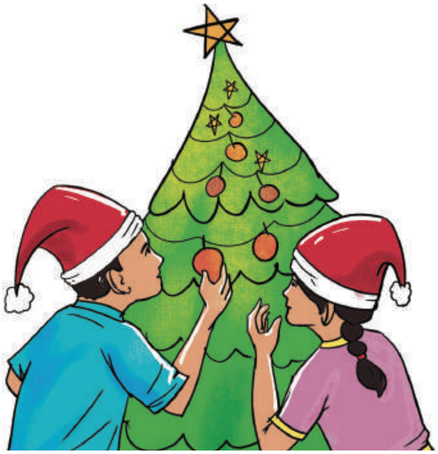

বৌদ্ধদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব বুদ্ধ পূর্ণিমা। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমার দিনে এই উৎসব পালিত হয়। এদিন বৌদ্ধরা বৌদ্ধবিহারে যায়। ফুল ও রঙিন কাগজ দিয়ে বৌদ্ধবিহার সাজায়। সন্ধ্যায় বিভিন্ন রঙের প্রদীপ জালায়।

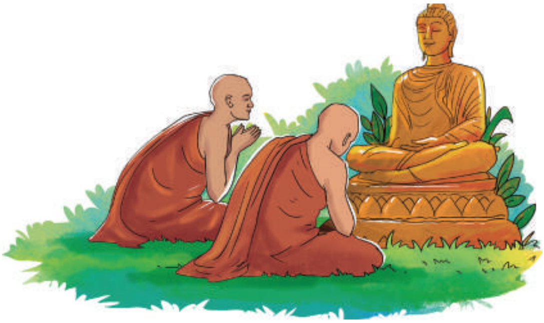

এছাড়া কিছু উৎসব পারিবারিক। কিছু উৎসব সামাজিক। জন্মদিন, বিয়ে এ ধরনের উৎসব।

নানা রকম উৎসব আমাদেরকে এক করে রেখেছে।

শব্দ শিখি

জাঁকজমক – আড়ম্বর
অঞ্চল – এলাকা
পার্বত্য – পাহাড়ি
আলপনা – নকশা
প্রদীপ – বাতি

বাক্য বলি ও লিখি

উৎসব ____

বরণ ____

আলপনা ____

জন্মদিন ____

ডান পাশের শব্দ দিয়ে খালি জায়গা পূরণ করি

ঈদে ঈদগায়ে সবাই ______________ পড়তে যায়।
______________ বাংলা বছরের প্রথম দিন।
হিন্দুদের সবচেয়ে বড়ো উৎসবা ______________ ।
সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালানো হয় ______________ ।

১লা বৈশাখ
বুদ্ধ পূর্ণিমা
নামাজ
দুর্গাপূজা

বাম পাশের সাথে ডান পাশের মিল করি

মুসলমানদের প্রধান উৎসব
হিন্দুদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব
বৌদ্ধদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব
খ্রিষ্টানদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব

বুদ্ধ পূর্ণিমা
বড়োদিন
ঈদ
দুর্গাপূজা

বুঝে নিই

পাঁচন – বিভিন্ন সবজি সিদ্ধ করে তৈরি করা খাবার।
বৌদ্ধবিহার – বৌদ্ধদের প্রার্থনার স্থান।

মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি

ঈদুল আজহা কাদের উৎসব?
কোন পূজা শরৎকালে হয়?
কোন মাসে বুদ্ধ পূর্ণিমা পালিত হয়?
কোন উৎসবে ক্রিসমাস ট্রি সাজানো হয়?

নিচের ছবি দেখি, ভাবি এবং কোনটি কোন উৎসবের ছবি বলি ও লিখি

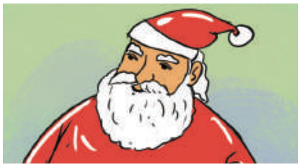

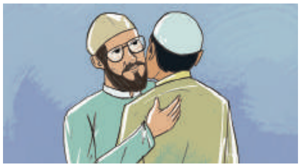

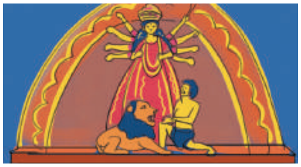

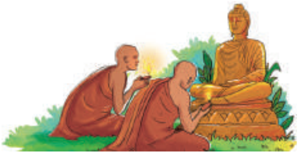

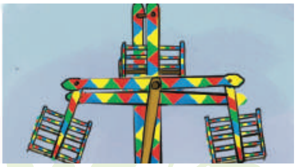

পাঠ ১৭

রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই

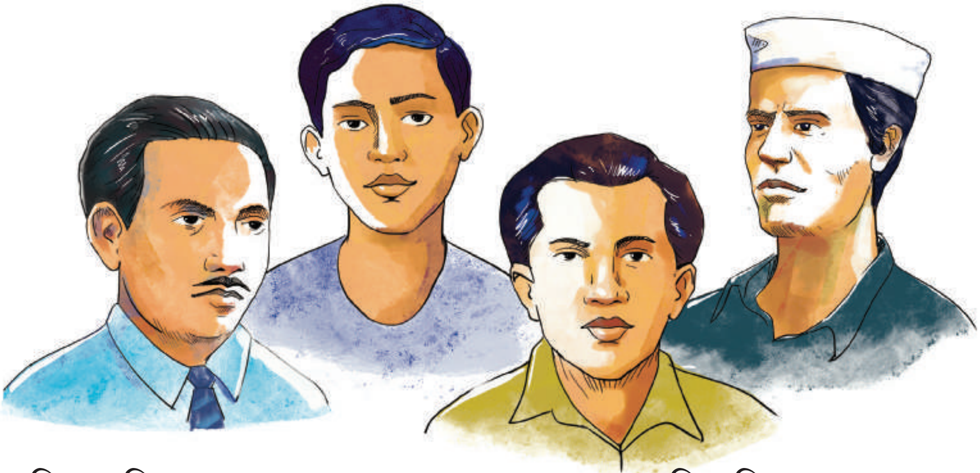

তখন ছিল পাকিস্তান আমল। আমাদেরক শাসন করত পাকিস্তানিরা। ওরা বলল, দেশের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।

তখন পাকিস্তানের বেশির ভাগ মানুষ কথা বলত বাংলা ভাষায়। অথচ তারা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চাইল। বাঙালি তা মেনে নিতে পারেনি। তারা বলল, বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। পাকিস্তানিরা বাঙালির এই ন্যায্য দাবি মানল না। বাঙালিরা শুরু করল আন্দোলন।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। সেদিন ছাত্র-ছাত্রীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জড়ো হলো। আগের রাতে তারা পোস্টার লিখেছিল। পোস্টারে লিখেছিল – অ আ ক খ। লিখেছিল – রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

পাকিস্তান সরকার ভয় পেয়ে গেল। তারা বলল, বেশি লোক একত্র হওয়া যাবে না। কিন্তু বাঙালি কোনো বাধা মানল না। ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল করার সিদ্ধান্ত নিল।

মিছিলের প্রথম দলটি ছিল ছাত্রীদের। ছাত্রীদের পরে অন্যরাও দলে দলে এগিয়ে যেতে থাকল। মুষ্টিবদ্ধ হাতে তারা স্লোগান তুলল, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। ঠিক তখনি সরকারের নির্দেশে পুলিশ মিছিলে গুলি করল। রাজপথে লুটিয়ে পড়ল বরকত, রফিক, সালাম, জব্বার। শহিদ হলো নাম না-জানা আরও অনেকে। কালো রাজপথ রক্তে লাল হয়ে গেল।

এই ঘটনার প্রতিবাদে সারা দেশের মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। পরের দিনও মানুষ সমাবেশ করে, মিছিল করে। সেই মিছিলেও পুলিশ আক্রমণ করে। পরের দিনও শহিদ হয় কয়েক জন।

শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার বাঙালির দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়।

এখন ২১শে ফেব্রুয়ারি ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে পালন করা হয়।

শব্দ শিখি

শাসন	–	দেশ পরিচালনা
ক্ষোভ	–	অসন্তোষ
পোস্টার	–	বড়ো কাগজে লেখা বিজ্ঞপ্তি
স্লোগান	–	দাবি আদায়ের জন্য উঁচু গলায় আওয়াজ
রাজপথ	–	বড়ো রাস্তা
একত্র	–	একসাথে
মিছিল	–	শোভাযাত্রা
সমাবেশ	–	একত্র অবস্থান
আক্রমণ	–	হামলা

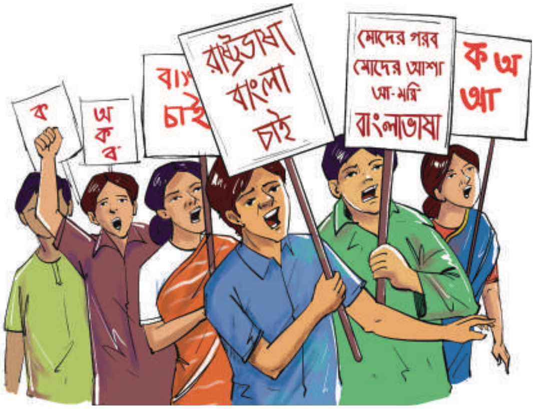
ব
অ
ক
ব
বা
চাই
রাষ্ট্রভাষা
বাংলা
চাই
মোদের গরব
মোদের আশা
আ-মরি
বাংলাভাষা
ক অ
আ

যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখি। শব্দ বলি ও লিখি

পাকিস্তান	স্ত	স + ত	সস্তা
পোস্টার	স্ট	স + ট	স্টেশন
পরিকল্পনা	ল্প	ল + প	গল্প

বাক্য বলি ও লিখি

রাষ্ট্রভাষা ____

মিছিল ____

পোস্টার ____

সমাবেশ ____

উত্তর বলি ও লিখি

রাষ্ট্রভাষা উর্দু করতে চাইল কারা?
দেশের বেশির ভাগ মানুষ কোন ভাষায় কথা বলত?
রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি কারা করেছিল?
পোস্টারে কী লেখা ছিল?
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কত তারিখে পালিত হয়?

নিচের শব্দ বসিয়ে খালি জায়গা পূরণ করি

সমাবেশ, রাষ্ট্রভাষা, লাল, মুষ্টিবদ্ধ

বাংলাকে ____________ করতে হবে।

____________ হাতে তারা স্লোগান তুলল।

পরের দিনও মানুষ ____________ করল।

কালো রাজপথ রক্তে ____________ হয়ে গেল।

বুঝে নেই

রাষ্ট্রভাষা – কোনো দেশের সরকার স্বীকৃত ভাষা।
পরিকল্পনা – ভবিষ্যৎ কাজের অগ্রিম চিন্তা।
শহিদ – ন্যায়সঙ্গাত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁরা জীবন দেন।

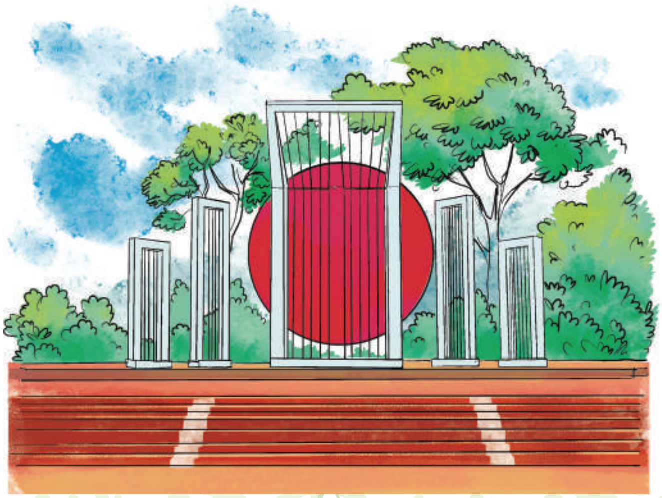

পাঠ ১৮

আজিকার শিশু

সুফিয়া কামাল

আমাদের যুগে আমরা যখন খেলেছি পুতুল খেলা
তোমরা এ যুগে সেই বয়সে লেখাপড়া করো মেলা।
আমরা যখন আকাশের তলে উড়ায়েছি শুধু ঘুড়ি
তোমরা এখন কলের জাহাজ চালাও গগন জুড়ি।
উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু সব তোমাদের জানা
আমরা শুনেছি সেখানে রয়েছে জিন, পরি, দেও, দানা।
পাতালপুরীর অজানা কাহিনি তোমরা শোনাও সবে
মেরুতে মেরুতে জানা পরিচয় কেমন করিয়া হবে।
তোমাদের ঘরে আলোর অভাব কভু নাহি হবে আর
আকাশ-আলোক বাঁধি আনি দূর করিবে অন্ধকার।
তোমরা আনিবে ফুল ও ফসল পাখি-ডাকা রাঙা ভোর
জগৎ করিবে মধুময়, প্রাণে প্রাণে বাঁধি প্রীতিডোর।

(সংক্ষেপিত)

শব্দ শিখি

গগন – আকাশ
কাহিনি – গল্প, ঘটনা

ঘরের ভিতর থেকে শব্দ নিয়ে খালি জায়গা পূরণ করে বাক্য বলি লিখি

প্রীতি	ঘুড়ি	শরীর	পাখি

শিশুরা আকাশে ____________ ওড়াচ্ছে।

____________ ভালে থাকলে মন ভাল থাকে।

____________ ও শুভেচ্ছা রইল।

ভোরে ____________ ডাকে।

বাক্য বলি ও লিখি

অন্ধকার ____

ফসল ____

কাহিনি ____

পরিচয় ____

আগের চরণটি বলি ও লিখি

____

তোমরা এখন কলের জাহাজ চালাও গগন জুড়ি।

____

আকাশ-আলোক বাঁধি আনি দূর করিবে অন্ধকার।

একই অর্থের শব্দ শিখি

যুগ – কাল, আমল।
গগন – আকাশ, আসমান।
আলো – কিরণ, আলোক।
অন্ধকার – আঁধার, তিমির।
জগৎ – পৃথিবী, দুনিয়া।

কবিতাটি না দেখে বলি ও লিখি

বুঝে নিই

পাতালপুরী – মাটির নিচের কল্পনার জগৎ
উত্তর মেরু – পৃথিবীর উত্তর ভাগ।
দক্ষিণ মেরু – পৃথিবীর দক্ষিণ ভাগ।
প্রীতিডোর – ভালবাসার বন্ধন।

আগের যুগের এবং বর্তমান যুগের তিনটি পার্থক্য বলি ও লিখি

আগের যুগ	বর্তমান যুগ
১. ____________________	১. ____________________
____________________	____________________
২. ____________________	২. ____________________
____________________	____________________
৩. ____________________	৩. ____________________
____________________	____________________

পাঠ ১৯

ঢাকাই মসলিন

মিলি বই পড়ে। মাঝে মাঝে পত্রিকা পড়ে। বাবা বলেন, পত্রিকা থেকে নতুন অনেক কিছু জানা যায়।

আজকের পত্রিকায় দারুণ একটি খবর ছাপা হয়েছে। মিলি খবরটি পড়ে। চলো, আমরাও মিলির সাথে পত্রিকার লেখাটি পড়ি।

দৈনিক সকাল-বিকালের খবর

ছোটদের পাতা

ফিরে এলো ঢাকাই মসলিন

বাংলার পুরানো এক কাপড়ের নাম মসলিন। এই কাপড় মিহি সুতায় বোনা হতো। মসলিনের জন্য ঢাকা ছিল বিশ্বখ্যাত। মসলিন খুব স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম কাপড়। মসলিন শাড়ি আংটির ভিতর দিয়ে অনায়াসে গলানো যেত।

মসলিন কাপড়ের সুতা তৈরি হতো ফুটি তুলা থেকে। চরকা কেটে তুলা থেকে সুতা বানানো হতো। তাঁতিরা মিহি সুতা তাঁতে বুনে মসলিন কাপড় তৈরি করতেন। মসলিন তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল ঢাকার সোনারগাঁ অঞ্চল। শীতলক্ষ্যা নদীর পানি ও বাতাস ছিল মসলিন তৈরির উপযোগী।

আরব, ইরান, চীন থেকে বণিকরা আসতেন মসলিন কিনতে। এক সময়ে কাপড়ের বাজার দখল করে নেয় কারখানার কাপড়। প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে হারিয়ে যায় মসলিন।

মজার ব্যাপার হলো, আবারও ফিরে এসেছে মসলিন। গবেষক ও বিজ্ঞানীরা মিলে তৈরি করেছেন নতুন মসলিন। মসলিন আমাদের ঐতিহ্য।

শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি ও অর্থ বলি

মিহি – সরু, সূক্ষ্ম
বিশ্বখ্যাত – দুনিয়া জুড়ে সুনাম আছে এমন
স্বচ্ছ – পরিষ্কার, নির্মল
গলানো – প্রবেশ করানো

যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখি ও আরও শব্দ তৈরি করি

স্বচ্ছ	চ্ছ	চ	ছ		কচ্ছপ	____________
সূক্ষ্ম	ক্ষ্ম	ক	ষ	ম	তীক্ষ্ম	____________
শীতলক্ষ্যা	ক্ষ	ক	ষ		লক্ষ	____________
বিজ্ঞানী	জ্ঞ	জ	ঞ		বিজ্ঞপ্তি	____________
অঞ্চল	ঞ্চ	ঞ	চ		চঞ্চল	____________

কথাগুলো বুঝে নিই

ফুটি তুলা – এক ধরনের তুলা
চরকা – সুতা কাটার যন্ত্র

নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করি

পত্রিকা ________________________________

বিখ্যাত ________________________________

কারখানা ________________________________

প্রতিযোগিতা ________________________________

মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি

মসলিন কী?

মসলিনের সুতা কীভাবে তৈরি হতো?

কারা মসলিনের তৈরি কাপড় কিনতে আসতেন?

মসলিন কেন হারিয়ে গেল?

ডানদিকের বাক্যের সঙ্গে বামদিকের শব্দ মিল করি

তাঁতি	বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি
বণিক	যিনি গবেষণা করেন
বিজ্ঞানী	কাপড় বোনেন যিনি
গবেষক	যিনি বাণিজ্য করেন

ছবি দেখে বাক্য লিখি

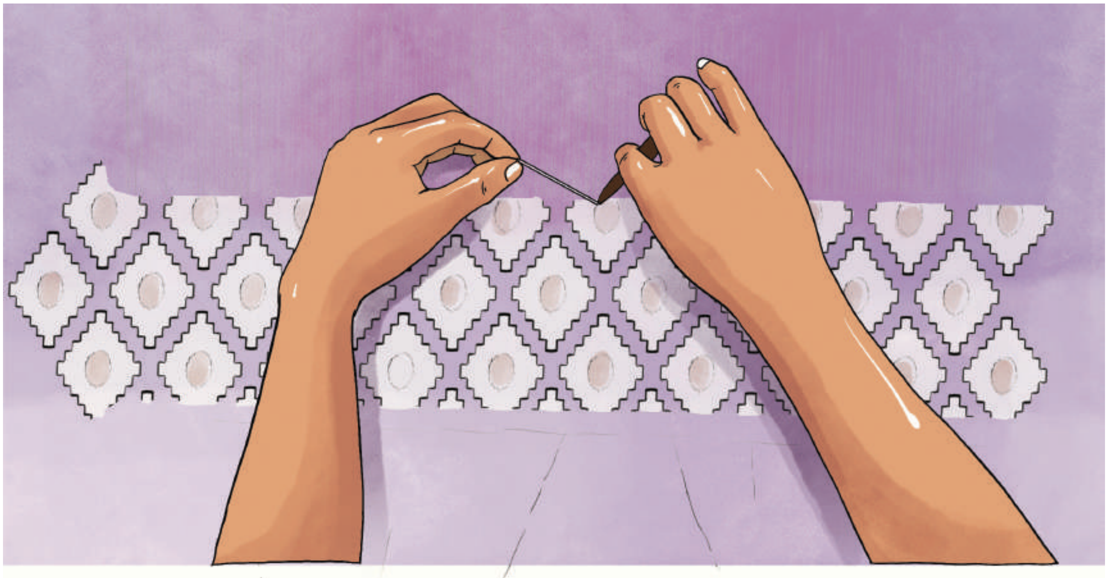

পাঠ ২০

হজরত আবু বকর (রা)

আরবের মরু প্রান্তর। দুপুরের রোদে বালু তপ্ত হয়ে আছে। পা রাখা কঠিন। সেই বালুর উপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন হজরত আবু বকর (রা)। তিনি দেখলেন, উত্তপ্ত বালুতে শুয়ে আছে এক যুবক। যুবকের পাশে তার মনিব দাঁড়িয়ে আছে।

হজরত আবু বকর (রা) বললেন, 'কী করেছে এই যুবক? কেন তাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে?'

যুবকটির মনিব ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'এ আমার ক্রীতদাস। সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাই এই শাস্তি!'

আবু বকর (রা)-এর মনে দয়া হলো। তিনি ওই যুবককে কিনে নিলেন। এরপর তাকে মুক্ত করে দিলেন। এই যুবক ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন বেলাল (রা)। তাঁর সুললিত কণ্ঠে প্রথম আজান ধ্বনিত হয়। সেই সময়ে আরবে ক্রীতদাস-প্রথা ছিল। মনিবদের অমানবিক নির্যাতনের শিকার হতো ক্রীতদাসেরা। আবু বকর (রা) অনেক ক্রীতদাসকে কিনে মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

আবু বকর (রা) ছিলেন মুহাম্মদ (স)-এর ঘনিষ্ঠ সহচর। তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁকে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। এক সময়ে কাফেররা মুহাম্মদ (স)-কে হত্যা করার ঘোষণা দেয়। তখন মুহাম্মদ (স) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। সেই সময়ে তাঁর সাথে ছিলেন আবু বকর (রা)।

আবু বকর (রা) ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকাল থেকে তিনি কোমল হৃদয় ও সুন্দর চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। মুহাম্মদ (স)-এর মৃত্যুর পর আবু বকর (রা) ইসলামের প্রথম খলিফা হন। বিশাল মুসলিম জাহানের প্রধান শাসককে বলা হয় খলিফা। খলিফা হয়েও তিনি অসহায় মানুষের কথা ভুলে যাননি। কোষাগারের অর্থ তিনি ব্যয় করতেন গরিব-দুঃখীর কল্যাণে।

এই মহান খলিফা ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেন। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর মেয়ে আয়েশা (রা)-কে বলেছিলেন, 'মা আয়েশা, আমার কাছে রাষ্ট্রের একটি উট ও একজন দাস আছে। আমার মৃত্যুর সাথে সাথে তুমি তা পরবর্তী খলিফার কাছে পৌঁছে দিও।' হজরত আবু বকর (রা) দাসদের প্রতি খুবই যত্নশীল ছিলেন। তাদের যাতে কষ্ট না হয়, সেটি তিনি খেয়াল রাখতেন।

শব্দ শিখি

প্রান্তর	–	খোলা জায়গা
তপ্ত	–	গরম
উত্তপ্ত	–	গরম
ক্রুদ্ধ কণ্ঠে	–	রাগের গলায়
মনিব	–	মালিক
ক্রীতদাস	–	কেনা গোলাম
মুয়াজ্জিন	–	যিনি আজান দেন
মুক্ত	–	স্বাধীন
আহ্বান	–	ডাক
সহচর	–	সঙ্গী
হিজরত	–	এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া
কোষাগার	–	যেখানে টাকা রাখা হয়

যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখি ও শব্দ বানাই

প্রান্তর	ন্ত	ন	+	ত	অন্তর ______________
মুক্ত	ক্ত	ক	+	ত	রক্ত ______________
মক্কা	ক্ক	ক	+	ক	অক্কা ______________
জ্ঞান	জ্ঞ	জ	+	ঞ	বিজ্ঞান ______________

ডান পাশ থেকে শব্দ নিয়ে খালি জায়গায় বসাই

দুপুরের রোদে বালু ______________ হয়ে আছে।

আবু বকর (রা)-এর মনে ______________ হলো।

বেলাল (রা)-এর সুললিত কণ্ঠে প্রথম ______________ ধ্বনিত হলো।

আবু বকর (রা) ছিলেন হজরত মুহাম্মদ (স)-এর ঘনিষ্ঠ ______________ ।

এক সময়ে ______________ হজরত মুহাম্মদ (স)-কে হত্যার ঘোষণা দেয়।

আবু বকর (রা) ______________ অর্থ ব্যয় করতেন গরিব-দুঃখীদের কল্যাণে।

আজান
কাফেররা
তপ্ত
দয়া
রাজকোষের
সহচর

বাক্য লিখি

হিজরত ____

আজান ____

সহচর ____

অত্যাচার ____

অসহায় ____

বিপরীত শব্দ জেনে নেই

উত্তপ্ত – ঠান্ডা
শান্তি – ক্ষমা
মনিব – দাস
কল্যাণ – অকল্যাণ
জন্ম – মৃত্যু

উত্তর বলি ও লিখি

তপ্ত বালুর উপর কাকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল?
হজরত মুহাম্মদ (স. কোথায় হিজরত করেন?
ইসলামের প্রথম খলিফা কে ছিলেন?
ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন কে?
হজরত আবু বকর (রা) মৃত্যুর আগে মেয়েকে কী বলেছিলেন?

সঠিক উত্তরটি বলি ও লিখি

তপ্ত বালুর পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছেন –

ক. হজরত মুহাম্মদ (স
খ. হজরত আবু বকর (রা)
গ. হজরত ওমর (রা)
ঘ. হজরত বেলাল (রা)

ক্রীতদাস অর্থ –

ক. কেনা গোলাম
খ. মনিব
গ. মুয়াজ্জিন
ঘ. খলিফা

হজরত আবু বকর (রা) মৃত্যুবরণ করেন –

ক. ৭৩৪ খ্রিষ্টাব্দে
খ. ৬৭০ খ্রিষ্টাব্দে
গ. ৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে
ঘ. ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে

মূলপাঠ দেখে বিরামচিহ্ন বসাই

আরবের মরু প্রান্তর দুপুরের রোদে বালু তপ্ত হয়ে আছে পা রাখা কঠিন সেই বালুর উপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন হজরত আবু বকর (রা) তিনি দেখলেন উত্তপ্ত বালুতে শুয়ে আছে এক যুবক যুবকের পাশে তার মনিব দাঁড়িয়ে আছে

হজরত আবু বকর (রা) বললেন কী করেছে এই যুবক কেন তাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে

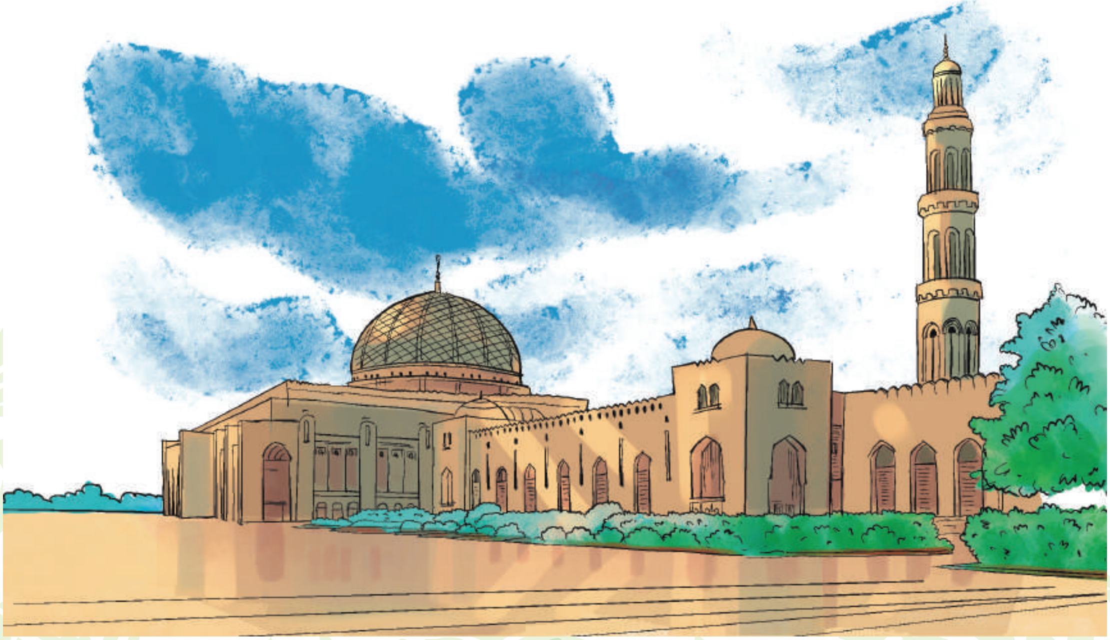

পাঠ ২১

আমার পণ

মদনমোহন তর্কালঙ্কার

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে,
আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে।

ভাইবোন সকলেরে যেন ভালোবাসি,
এক সাথে থাকি যেন সবে মিলেমিশি।
ভালো ছেলেদের সাথে মিশে করি খেলা,
পাঠের সময় যেন নাহি করি হেলা।

সুখী যেন নাহি হই আর কারো দুখে,
মিছে কথা কভু যেন নাহি আসে মুখে।
সাবধানে যেন লোভ সামলিয়ে থাকি,
কিছুতে কাহারে যেন নাহি দিই ফাঁকি।
ঝগড়া না করি যেন কভু কারো সনে,
সকালে উঠিয়া আমি বলি মনে মনে।

শব্দ শিখি

আদেশ – হুকুম
হেলা – অলসতা
কভু – কখনো
ফাঁকি – ধোঁকা
গুরুজন – বয়সে বড়ো মানুষ

কবিতাটি দল বেঁধে আবৃত্তি করি।

বাক্য লিখি

সারাদিন ____________________
ভাইবোন ____________________
খেলা ____________________
লোভ ____________________
ঝগড়া ____________________

পরের চরণটি বলি ও লিখি

আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে

____

সুখী যেন নাহি হই আর কারো দুখে,

____

ঝগড়া না করি যেন কভু কারো সনে,

____

বাম পাশের সাথে ডান পাশের মিল করি

সারাদিন আমি যেন	করি ভালো মনে
একসাথে থাকি যেন	সামলিয়ে থাকি
সাবধানে যেন লোভ	ভালো হয়ে চলি
আমি যেন সেই কাজ	যেন ভালোবাসি
ভাইবোন সকলেরে	সবে মিলেমিশি

লিখি

কী করব	কী করব না
১. ____________________	১. ____________________
২. ____________________	২. ____________________
৩. ____________________	৩. ____________________

বলি ও লিখি

কখন ঘুম থেকে উঠব?
সারাদিন কীভাবে চলব?
কাদের কথা মেনে চলব?
সুখী হব না কখন?

সাজিয়ে লিখি

কাজ সেই করি যেন মনে ভালো আমি

____

দেই নাহি যেন ফাঁকি কাহারে কিছুতে

____

সময় হেলা করি নাহি পাঠের যেন

____

কবিতাটি থেকে যা শিখলাম তা বলি ও লিখি

____

____

____

____

পাঠ ২২

মানব জয়ের গল্প

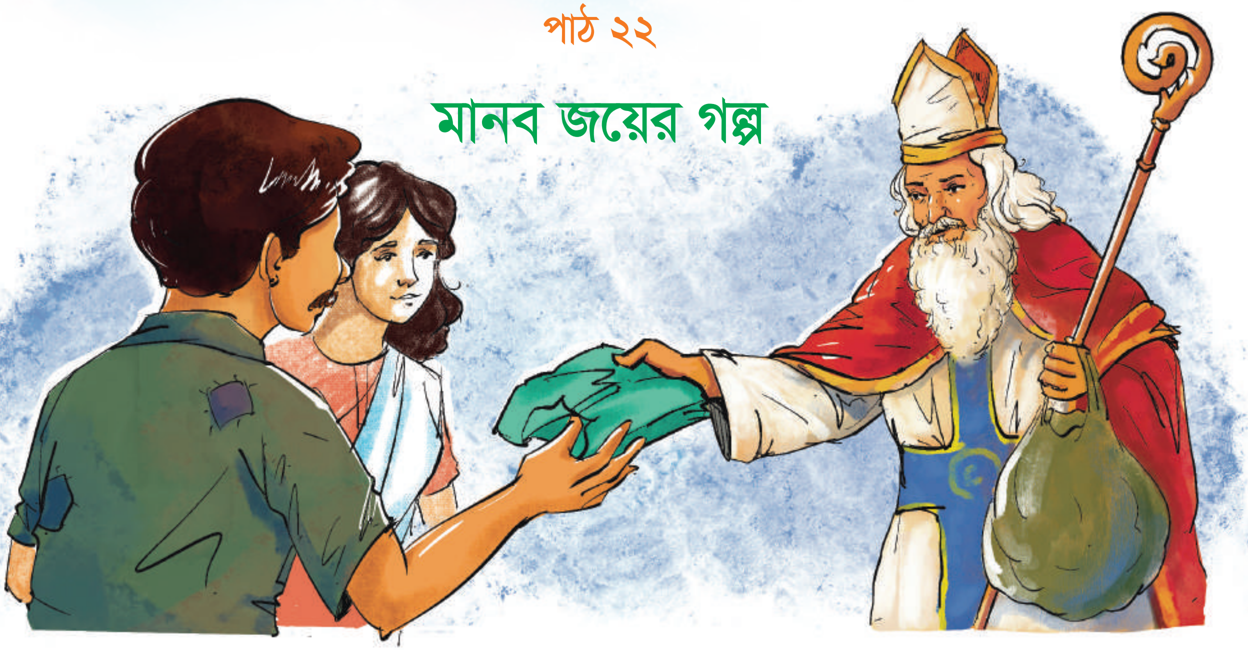

অনেক অনেক দিন আগের কথা। তুরস্কের একটি গ্রামের নাম ছিল পাতারা। সমুদ্রপারের সেই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন একটি শিশু। তাঁর নাম রাখা হয় নিকোলাস। নিকোলাস মানে মানব জয়।

নিকোলাসের পিতামাতা ধনী ছিলেন। তিনি অল্প বয়েসেই পিতামাতাকে হারান। নিকোলাস বেড়ে ওঠেন এতিম হিসেবে। সেজন্য বাবা-মা ছাড়া বড়ো হওয়ার কষ্ট তিনি বুঝতেন।

বড়ো হয়ে তিনি দয়ালু মানুষ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি তাঁর পিতার রেখে যাওয়া সম্পত্তি মানুষের মাঝে বিলিয়ে দিতে শুরু করেন। তিনি শিশুদের উপহার দিতে পছন্দ করতেন। বিভিন্ন জায়গা ঘুরে বেড়াতেন। গরিব-দুঃখী মানুষের সন্ধান করতেন। যেখানেই গরিব মানুষ দেখতেন, তাদের সাহায্য করতেন। শিশুদের ভালবাসতেন। শিশুদের নানা উপহার দিতেন।

তাঁর এই দানশীলতার কথা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। সবাই তাঁকে ভালবাসতে শুরু করে। বিশেষ দিনে শিশুদের উপহার দেওয়ার রীতিও চালু হয়। ৬ই ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু দিবস। পৃথিবীর অনেক দেশ দিনটিকে ‘নিকোলাস ডে’ হিসেবে পালন করে। এ দিনে শিশুদের আনন্দের নানা আয়োজন হয়। উপহার দেওয়া হয়। শিশুদের নিয়ে মজার মজার খাবার খাওয়া হয়।

শব্দ শিখি

সমুদ্রপার – সাগর-তীর
দানশীলতা – দান করার গুণ
রীতি – নিয়ম

বাক্য লিখি

অনেক ______________________________
অল্প ______________________________
বড়ো ______________________________
ধনী ______________________________
মজার ______________________________

যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখি ও একটি করে শব্দ লিখি

তুরস্ক	স্ক	স	+	ক	স্কুল
জন্ম	ন্ম	ন	+	ম	____________
সম্পত্তি	ম্প	ম	+	প	____________
সন্ধান	ন্ধ	ন	+	ধ	____________

বুঝে নিই

তুরস্ক – একটি দেশের নাম
নিকোলাস ডে – নিকোলাসের মৃত্যুদিন। এদিন শিশুদের উপহার দেওয়া হয়।

এক কথায় বলি

যার মা-বাবা নেই – এতিম
যার দয়া আছে – দয়ালু
যিনি দান করেন – দানশীল
যার দুঃখ আছে – দুঃখী

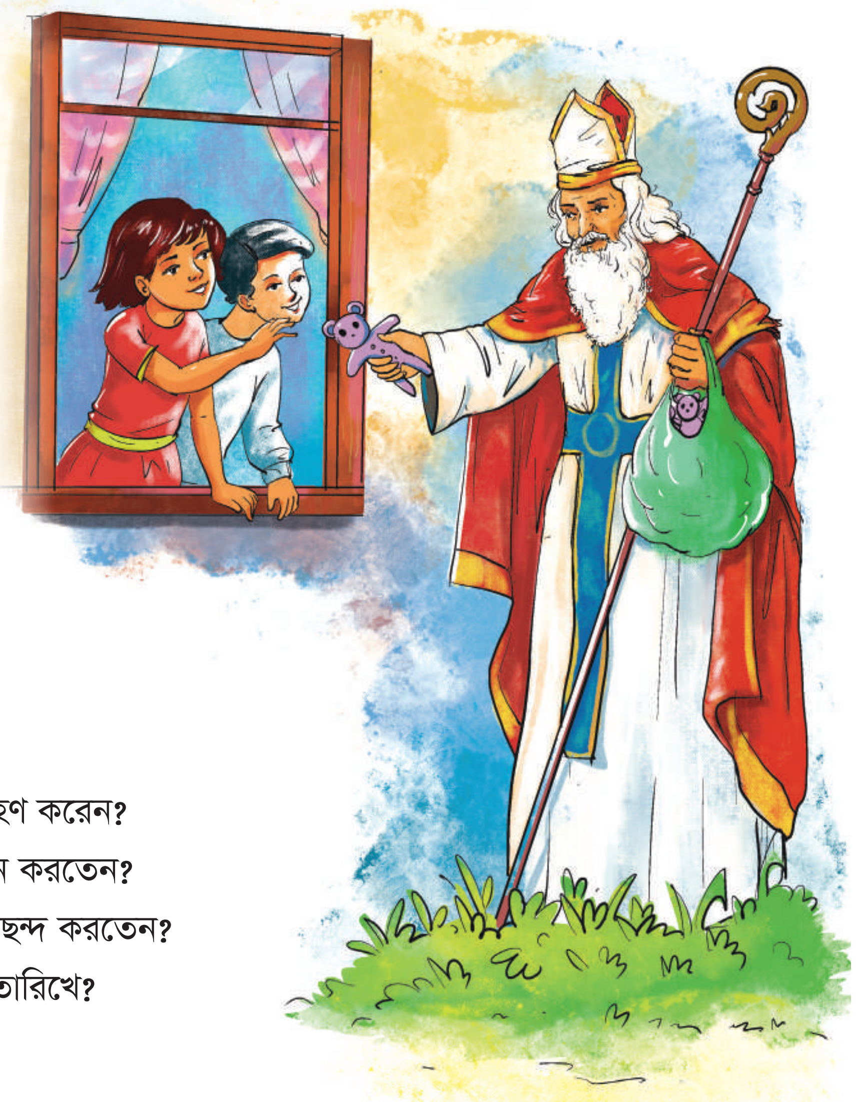

বিপরীত শব্দ পড়ি ও লিখি

ধনী	গরিব
অল্প	বেশি
কষ্ট	সুখ
দয়ালু	নির্দয়
ভালোবাসা	ঘৃণা

বলি ও লিখি

নিকোলাস কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন?
তিনি ঘুরে ঘুরে কাদের সন্ধান করতেন?
তিনি কাদের উপহার দিতে পছন্দ করতেন?
নিকোলাসের মৃত্যু হয় কোন তারিখে?

পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ জেনে নিই

পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক
বাবা	মা
ভাই	বোন
বর	কনে
স্বামী	স্ত্রী
ছেলে	মেয়ে

পাঠ ২৩

তালগাছ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে
উঁকি মারে আকাশে।
মনে সাধ, কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়
একেবারে উড়ে যায়;
কোথা পাবে পাখা সে?

তাই তো সে ঠিক তার মাথাতে
গোল গোল পাতাতে
ইচ্ছাটি মেলে তার,
মনে মনে ভাবে, বুঝি ডানা এই,
উড়ে যেতে মানা নেই
বাসাখানি ফেলে তার।

সারাদিন ঝরঝর থত্থর
কাঁপে পাতা-পত্তর,
ওড়ে যেন ভাবে ও,
মনে মনে আকাশেতে বেড়িয়ে
তারাদের এড়িয়ে
যেন কোথা যাবে ও।

তার পরে হাওয়া যেই নেমে যায়,
পাতা-কাঁপা থেমে যায়,
ফেরে তার মনটি –
যেই ভাবে মা যে হয় মাটি তার,
ভালো লাগে আরবার
পৃথিবীর কোণটি।

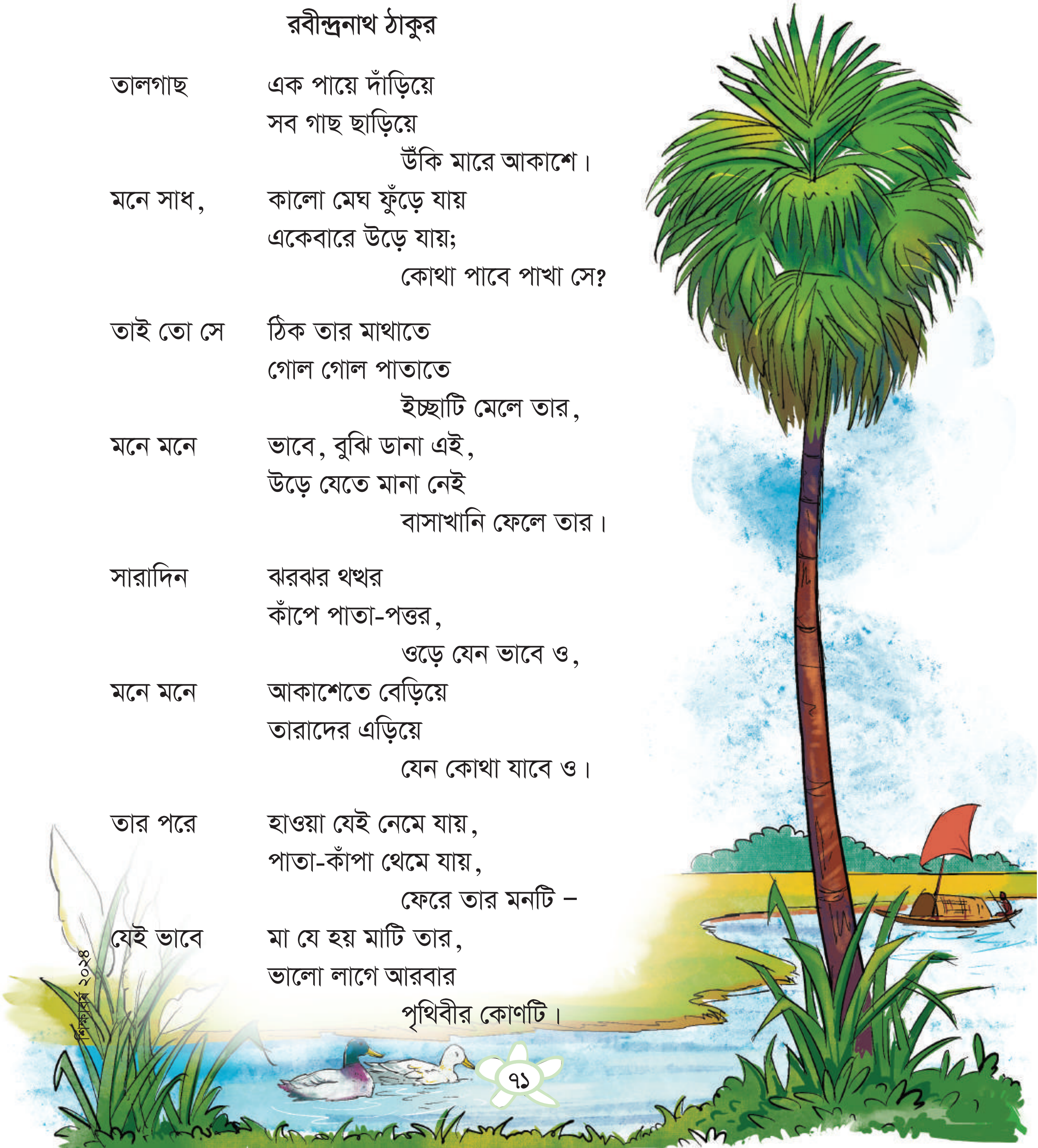

শব্দ শিখি

সাধ – ইচ্ছা
ফুঁড়ে – ভেদ করে
পত্তর – পাতা, পত্র
আরবার – আবার

বাক্য বলি ও লিখি

তালগাছ ______________________________

মেঘ ______________________________

ইচ্ছা ______________________________

ঝরঝর ______________________________

হাওয়া ______________________________

পৃথিবী ______________________________

আমার চেনা পাঁচটি গাছের নাম বলি ও লিখি

যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখি

ইচ্ছা চ্ছ চ + ছ
থথ্থর থ্থ থ + থ
পত্তর ত্ত ত + ত

কবিতাটি দেখে দেখে সুন্দর করে বলি।

বুঝে নেই

উঁকি মারে আকাশে – মুখ বাড়িয়ে আকাশ দেখে।
মেঘ ফুঁড়ে যায় – মেঘ ফুটো করে উপরে উঠে যায়।
ফেরে তার মনটি – মন ফিরে আসে।
মা যে হয় মাটি তার – তার কাছে মাটিকে মা মনে হয়।

বলি ও লিখি

কবিতাটির কবির নাম কী?
তালগাছ কীভাবে দাঁড়িয়ে আছে?
বাতাস হলে তালগাছের পাতা কেমন করে কাঁপে?
তালগাছ মনে মনে কাকে মা ভাবে?

সঠিক উত্তরটি বলি ও লিখি

তালগাছ উঁকি মারে –
ক. আকাশে খ. বাতাসে
গ. জানালায় ঘ. দরজায়

তালগাছের মনের ইচ্ছা –
ক. সব গাছের চেয়ে উঁচুতে উঠবে খ. কালো মেঘ ফুঁড়ে উড়ে যাবে
গ. আকাশে উঁকি মেরে দেখবে ঘ. এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবে

বাতাস হলে তালগাছের –
ক. পাতা কাঁপা থেমে যায় খ. মনের ইচ্ছা থেমে যায়
গ. থত্থর করে পাতা কাঁপে ঘ. থত্থর করে পা কাঁপে

দাগ টেনে মিল করি

তালগাছ	ঠিক তার মাথাতে
তাইতো সে	মা যে হয় মাটি তার
মনে সাধ	হাওয়া যেই নেমে যায়
তার পরে	এক পায়ে দাঁড়িয়ে
যেই ভাবে	কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়

গাছ আমাদের কী কী কাজে লাগে তা বলি ও লিখি

পাঠ ২৪

সেই সাহসী ছেলে

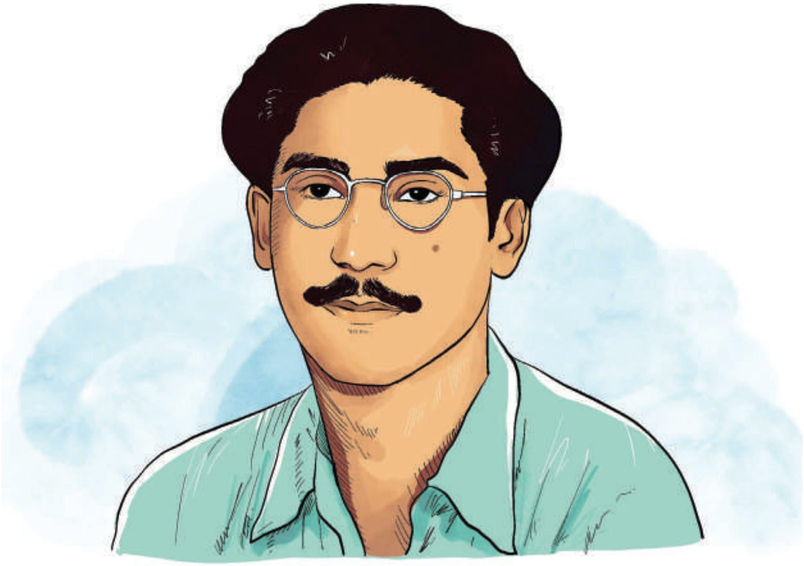

সবার মধ্যে উৎসবের আমেজ। গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল পরিদর্শনে আসবেন এক বিখ্যাত মানুষ। তাঁর নাম শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক। তিনি তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী। শেরেবাংলার সাথে থাকবেন আর এক মন্ত্রী। তাঁর নাম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। স্কুলের পক্ষ থেকে দুজনকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে।

শিক্ষকরা কয়েকজন শিক্ষার্থীকে কাজের দায়িত্ব দিলেন। তাদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানও আছেন। শেখ মুজিব তখন মিশন স্কুলের ছাত্র। স্কুলের সবাই তাঁকে চেনে। খুব সাহসী আর বুদ্ধিমান ছেলে। কিশোর মুজিব ভাবলেন, সুযোগটা কাজে লাগাতে হবে। স্কুলের জন্য একটা কিছু করতে হবে।

অতিথিরা এলেন। তাঁদের ফুল দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হলো। একসময়ে অনুষ্ঠান শেষ হলো। ফিরে যাওয়ার জন্য অতিথিরা প্রস্তুত হচ্ছেন। মুজিব কয়েকজন সহপাঠীকে নিয়ে সোহরাওয়ার্দীর সামনে দাঁড়ালেন। কী ব্যাপার! সোহরাওয়ার্দী অবাক হয়ে তাকালেন।

শেখ মুজিব বললেন, 'আমাদের স্কুলের ছাদ দিয়ে পানি পড়ে। ছাদ মেরামত করতে হবে।' সোহরাওয়ার্দী কিশোরের সাহস দেখে অবাক হলেন। ছাদ মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বললেন। তারপর মুজিবকে কাছে ডেকে নিলেন।

হাঁটতে হাঁটতে মুজিবের সাথে কথা বললেন। সোহরাওয়ার্দী সেদিন বাংলার ভবিষ্যৎ নেতাকে দেখতে পেয়েছিলেন।

কিশোর মুজিব ধীরে ধীরে যুবক হলেন। একদিন বাংলার মানুষের মহান নেতায় পরিণত হলেন। বললেন বাংলার মানুষের মুক্তির কথা। শোনালেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা।

শব্দ শিখি

পরিদর্শনে আসা – দেখতে আসা
সংবর্ধনা – অভ্যর্থনা
দৃঢ় – বলিষ্ঠ
চিরস্থায়ী – চিরদিনের জন্য স্থায়ী

নিচের শব্দ দিয়ে খালি জায়গা পূরণ করি

সংবর্ধনা, অবাক, দায়িত্ব, আমেজ, অনুষ্ঠান।

সবার মধ্যে উৎসবের ______________ ।

শিক্ষকরা কয়েকজন শিক্ষার্থীকে কাজের ______________ দিলেন।

তাঁদেরকে ফুল দিয়ে ______________ দেওয়া হলো।

তারপর একসময়ে ______________ শেষ হলো।

সোহরাওয়ার্দী ______________ হয়ে তাকালেন।

যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখি ও একটি করে শব্দ লিখি

সংবর্ধনা	র্ধ	র + ধ	বর্ধিত
শিক্ষার্থী	র্থ	র + থ	প্রার্থী
সোহরাওয়ার্দী	র্দ	র + দ	দুর্দশা

বলি ও লিখি

গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল পরিদর্শনে কে কে এসেছিলেন?
সংবর্ধনার দায়িত্ব পড়লো কাদের উপর?
কিশোর মুজিব সোহরাওয়ার্দীকে কী বললেন?
কে বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা শোনালেন?

বাক্য লিখি

উৎসব ______________________________

সংবর্ধনা ______________________________

ব্যবস্থা ______________________________

সুযোগ ______________________________

বিপরীত শব্দ শিখি

সাহসী – ভীতু
বুদ্ধিমান – বোকা
সামনে – পিছনে
দৃঢ় – কোমল
মুক্ত – বন্দি

গুণবাচক শব্দ শিখি

সাহসী ছেলে
বিখ্যাত মানুষ
বুদ্ধিমান মেয়ে
ভবিষ্যৎ নেতা

স্কুল সুন্দর করার জন্য কী কী করা যায় লিখি

____

____

____

____

পাঠ ২৫

আদর্শ ছেলে

কুসুমকুমারী দাশ

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে?
কথায় না বড়ো হয়ে কাজে বড়ো হবে;
মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মন,
‘মানুষ’ হইতে হবে – এই তার পণ।

বিপদ আসিলে কাছে, হও আগুয়ান,
নাই কি শরীরে তব রক্ত, মাংস, প্রাণ?
হাত, পা সবারি আছে, মিছে কেন ভয়,
চেতনা রয়েছে যার, সে কি পড়ে রয়?

সে ছেলে কে চায় বল? – কথায় কথায়
আসে যার চোখে জল, মাথা ঘুরে যায়।
সাদা প্রাণে হাসি মুখে করো এই পণ –
‘মানুষ’ হইতে হবে, মানুষ যখন।

কৃষকের শিশু কিংবা রাজার কুমার
সবারি রয়েছে কাজ, এ বিশ্বমাঝার,
হাতে প্রাণে, খাটো সবে, শক্তি করো দান,
তোমরা ‘মানুষ’ হলে দেশের কল্যাণ।

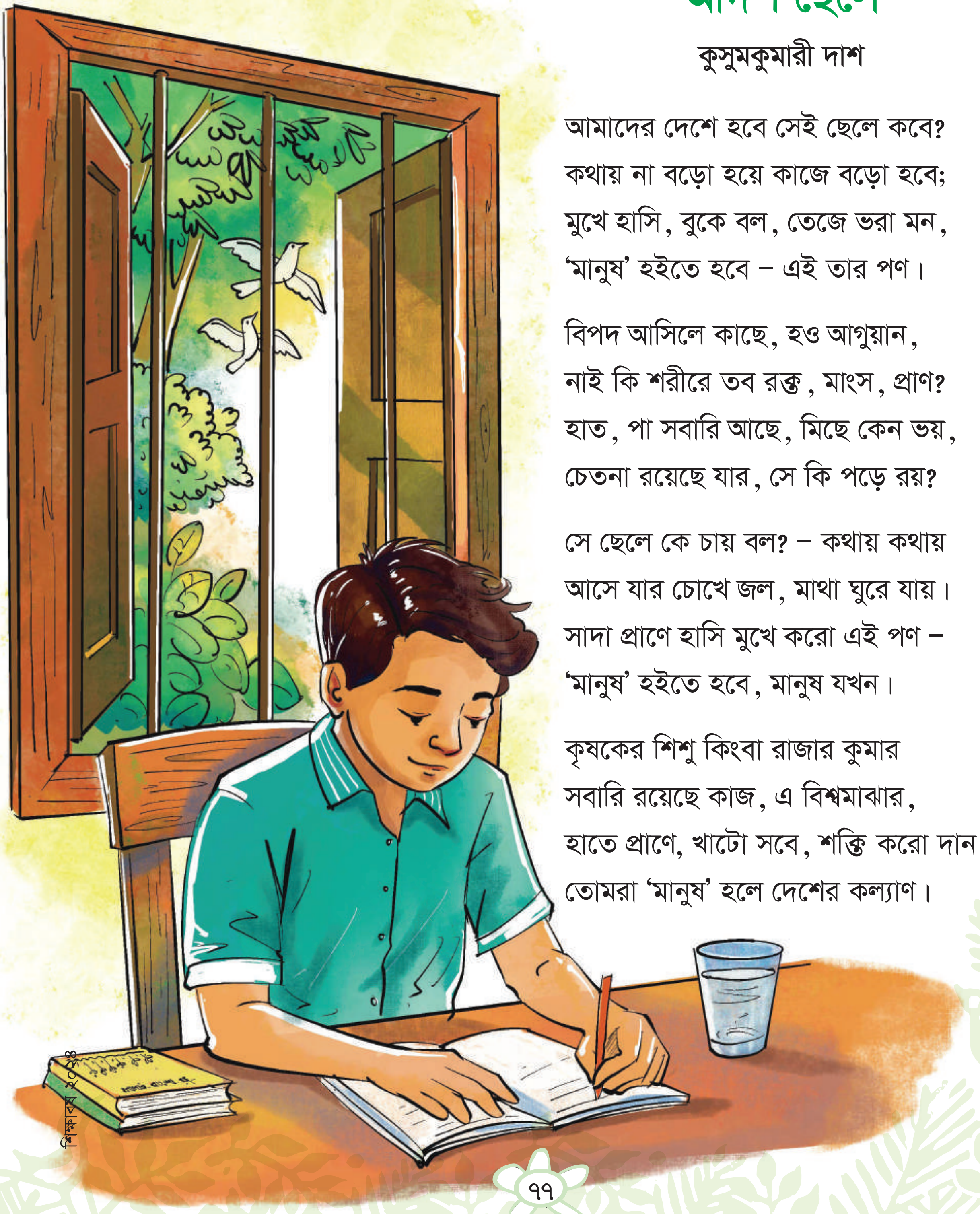

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

শব্দ শিখি

আদর্শ	– অনুসরণীয়
পণ	– অঙ্গীকার
তেজে ভরা মন	– উদ্দীপ্ত মন
আগুয়ান	– অগ্রসর
সবারি	– সবারই
চেতনা	– বোধ
সাদা প্রাণ	– সুন্দর মন
কল্যাণ	– মঙ্গল
বিশ্বমাঝার	– পৃথিবীর মধ্যে

একজন কবিতার একটি চরণ বলি অন্যজন পরের চরণটি বলি

সাদা প্রাণে হাসি মুখে কর এই পণ –

______________________________ ।

মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মন,

______________________________ ।

হাতে প্রাণে, খাট সবে, শক্তি কর দান,

______________________________ ।

বলি ও লিখি

কথার চেয়ে কীসে বড়ো হতে হবে?
কেমন ছেলে কেউ চায় না?
শিশুরা কী পণ করবে?
কীভাবে দেশের কল্যাণ হবে?

কবিতাটি দেখে দেখে সুন্দর করে বলি ও লিখি

মিলিয়ে পড়ি ও লিখি

বড় হতে হবে ______________ কথায়/কাজে

বিপদ আসলে ______________ এগিয়ে যাব/পিছিয়ে আসব

মুখে থাকতে হবে ______________ হাসি/কষ্ট

কোনটি ভালো কাজ ও কোনটি খারাপ কাজ

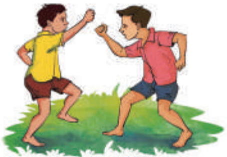

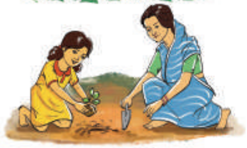

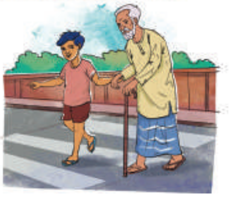

দেশের কল্যাণের জন্য কী করা যায় লিখি

____

____

____

____

পাঠ ২৬

মুক্তিযুদ্ধে রাজারবাগ

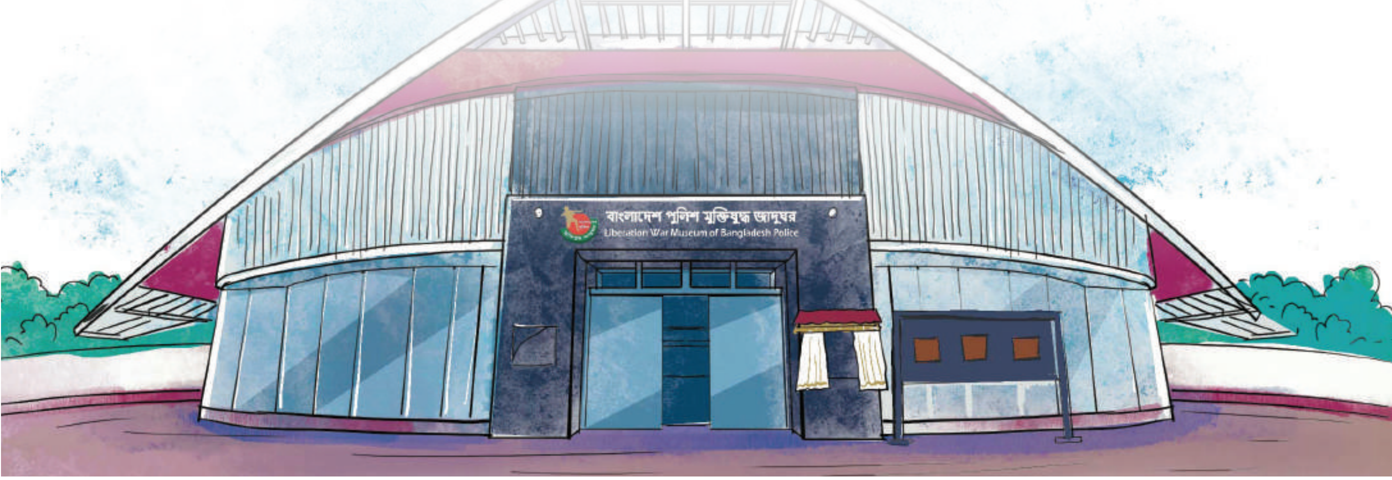
বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
Liberation War Museum of Bangladesh Police

ঢাকার রাজারবাগে আছে পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। রিতার অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল সেখানে যাওয়ার। ছোটো মামার কাছে সে এই জাদুঘরের কথা শুনেছিল। ১৯৭১ সালে রাজারবাগে বাংলাদেশের পুলিশেরা বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল। সেই স্মৃতিকে স্মরণ করে সেখানে এখন জাদুঘর তৈরি করা হয়েছে।

এক ছুটির দিনে মামা এসে বললেন, আজ তোমাদের পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে নিয়ে যাব। রিতা আর রিতার ছোটো ভাই রবিন আনন্দে লাফিয়ে উঠল। সেদিন বিকালবেলা ওরা রাজারবাগে গেল।

পুলিশ জাদুঘর খুব পরিপাটি করে সাজানো। ভেতরে ঢুকতেই বাম পাশে পড়ে বঙ্গবন্ধু গ্যালারি। এখানে তারা বঙ্গবন্ধুর ছবি দেখতে পেল। গ্যালারির পাশে আছে একটি বিক্রয়কেন্দ্র। সেখানে বিক্রির জন্য বই রাখা আছে। মামা দুজনকে দুটি বই কিনে দিলেন। দোকানের পাশে পাঠাগার। সেখানে বসে বই পড়া যায়।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলেই মূল জাদুঘর। মামার সাথে ওরা দুজন নিচে নেমে গেল। সেখানে আছে পুলিশের বিভিন্ন সময়ের হাতিয়ার। আছে পুলিশের ব্যবহৃত পোশাক ও বিভিন্ন জিনিসপত্র। রবিন অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আগের দিনের বন্দুক দেখল।

মামা ওদের বিশেষভাবে দুটি জিনিস দেখালেন। একটি হলো বেতার যন্ত্র, আরেকটি হলো পাগলা ঘণ্টা। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তান মিলিটারি রাজারবাগে

আক্রমণ চালিয়েছিল। তখন এই বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে পুলিশরা সারাদেশের পুলিশকে বার্তা পাঠিয়েছিল। আর পাগলা ঘণ্টা বাজিয়ে রাজারবাগের সব পুলিশকে সতর্ক করেছিল।

মামা বললেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছে ছিল কামানসহ ভারী অস্ত্র। আর আমাদের পুলিশ সদস্যদের কাছে ছিল সাধারণ অস্ত্র। কিন্তু অসীম সাহস নিয়ে পুলিশ সদস্যরা দেশের জন্য লড়াইয়ে নামে। তাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে ঢাকার বাইরের পুলিশরাও প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সেই রাতে অনেক পুলিশ সদস্য শহিদ হন।

মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের পাশাপাশি নানা পেশার মানুষ অংশ নেয়। দেশের জন্য প্রাণ দিতে মানুষ একটুও ভয় করেনি। তাদের কথা ভেবে রিতা ও রবিনের গর্ব হয়। এই বীর যোদ্ধাদের আত্মত্যাগে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ।

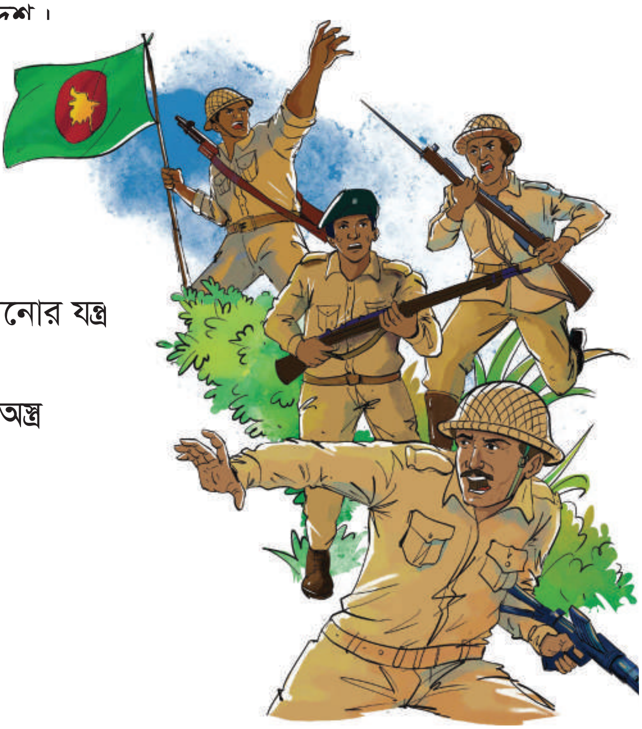

শব্দ শিখি

বীরত্ব – সাহসিকতা
পরিপাটি – সুন্দর করে সাজানো
গ্যালারি – প্রদর্শন স্থান
বেতারযন্ত্র – বিনা তারে খবর পাঠানোর যন্ত্র
পাগলা ঘণ্টা – সতর্ক করার ঘণ্টা
কামান – গোলা নিক্ষেপ করার অস্ত্র
প্রতিরোধ – বাধা
অসীম – সীমাহীন
গর্ব – গৌরব

বাক্য লিখি

মুক্তিযুদ্ধ ________________________________

জাদুঘর ________________________________

অবদান ________________________________

অস্ত্র ________________________________

লড়াই ________________________________

নিচের শব্দ দিয়ে খালি জায়গা পূরণ করি

ঢাকার রাজারবাগে আছে পুলিশ ______________ জাদুঘর।

পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরটি খুব ______________ করে সাজানো।

জাদুঘরে আছে পুলিশের ব্যবহৃত ______________ ও বিভিন্ন জিনিসপত্র।

পুলিশ সদস্যদের কাছে ছিল ______________ অস্ত্র।

বুঝে নেই

স্মৃতিময়	-	মনে রাখার মতো বিষয়।
পাঠাগার	-	যেখানে পড়ার জন্য বই রাখা হয়।
গ্যালারি	-	শিল্পকর্ম প্রদর্শনের ভবন বা কক্ষ।
আত্মত্যাগ	-	নিজের সবকিছু ত্যাগ।

উত্তর বলি ও লিখি

রাজারবাগ পুলিশ লাইন কীসের স্মৃতি বহন করে?

জাদুঘরে ঢুকতেই প্রথমে কী চোখে পড়ে?

কবে কখন পাকিস্তানি সেনারা রাজারবাগে আক্রমণ করে?

বাম পাশের শব্দের সাথে ডান পাশের শব্দ জোড়া দিয়ে নতুন শব্দ বানাই

বাম পাশ	ডান পাশ	নতুন শব্দ
মুক্তি	আগার	
রাজার	যুদ্ধ	
পাঠ	বাগ	
সেনা	ত্যাগ	
আত্ম	বাহিনী	

রবিন বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে কী কী দেখল তা বলি

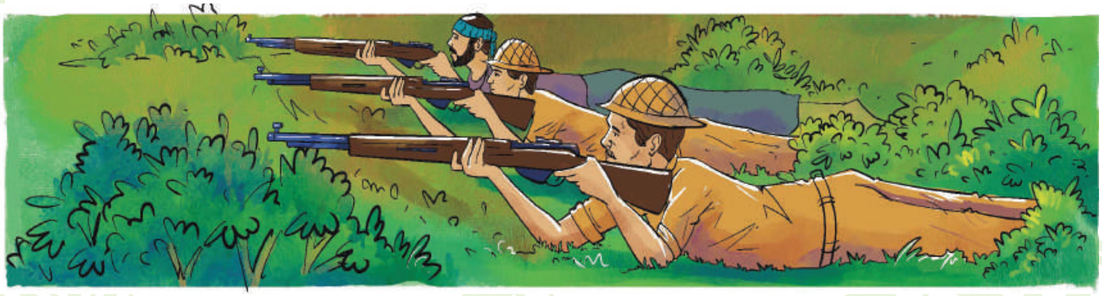

পাঠ ২৭

নিজের মতো লিখি

পড়ি

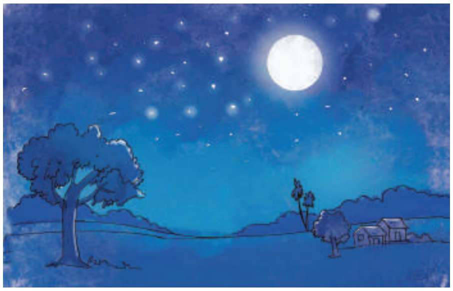

আকাশ জুড়ে হাজার তারা,
চাঁদের আলো হাসে।
রাতের বেলার শিশির কণা
গড়িয়ে পড়ে ঘাসে।

শব্দ বসাই

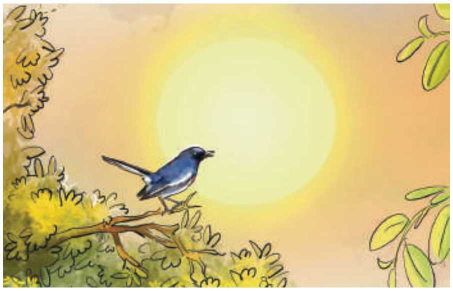

রোদ উঠেছে, রোদ উঠেছে,
মেঘ গিয়েছে দূরে।
গাছের ছায়ায় পাতার নাচন
গাইছে পাখি ______________ । (সুরে/ঘুরে)

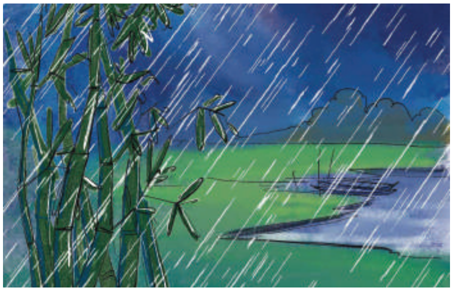

বৃষ্টি এলো, বৃষ্টি এলো,
কাঁপল পাতা বাঁশের বন।
ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এলো,
তাই না দেখে নাচছে ______________ । (ঘন/মন)

পড়ি

ছুটির দিন। ঘুমাচ্ছিলাম। হঠাৎ শুনি মিউ মিউ শব্দ। জেগে উঠে দেখি ঘরের ভেতর ছোট্ট একটা বিড়ালছানা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী চাই? বিড়ালটি বলল, মিউ মিউ। আমি বললাম, ক্ষুধা লেগেছে? বিড়ালটি আবার বলল, মিউ মিউ। বললাম, কী খাবি? বিড়ালটি কিছু বলল না। আমি ওকে এক বাটি দুধ দিলাম। বিড়ালটি চুকচুক করে দুধ খেলো। বললাম, পেট ভরেছে? বিড়ালছানা বলল, মিউ মিউ। আমি বললাম, আবার মিউ!

নিজের মতো শব্দ বসিয়ে লিখি

ভোর বেলা। পাখি ডাকছে। ভাবছি, পাখিটা ______________________।
আমি ______________________ ? পাখি বলল, কুউ কুউ! বললাম, তোমার
______________________ কী? পাখি বলল, ______________________। আমি
বললাম, এই নাও বিস্কুট। পাখিটা কুটকুট করে বিস্কুট ______________________।
তারপর ______________________।

নিজের মতো লিখি

____

____

____

____

____

____

পাঠ ২৮

প্রতিযোগিতায় নাম লিখি

নোমান স্যার বললেন, স্কুলে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। তোমরা অংশ নিতে চাও? অনেকেই বললো, জি স্যার। স্যার জিজ্ঞেস করলেন, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় কী কী হয় জানো?

মিতু বলল, গানের প্রতিযোগিতা হয়। রাজু বলল, ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা হয়। ঝিমিত বলল, গল্প বলার প্রতিযোগিতাও হয়। নোমান স্যার বললেন, হ্যাঁ, এগুলো সব হয়।

ঝিমিত বলল, আমি গল্প বলায় অংশ নেবো। গল্প বলতে আমার ভালো লাগে। স্যার বললেন, খুব ভালো। চলো, এবার একটা ছক আঁকি। ছকটিতে নিজের ভালো লাগার কথা লিখি।

স্যার বোর্ডে একটি ছক আঁকলেন। বললেন, আমার মতো করে তোমরাও ছকটি আঁকো।

কী কী করতে ভালো লাগে

আমার নাম ______________________________

আমার ভালো লাগে

১. ______________________________

২. ______________________________

৩. ______________________________

সবার লেখা দেখে নোমান স্যার খুব খুশি হলেন। বললেন, চলো, এবার সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ফরম পূরণ করি। তার আগে জেনে নেই প্রতিযোগিতার বিষয়। তিনি পরেরপৃষ্ঠার বিজ্ঞপ্তিটি পড়ে শোনালেন।

বিজ্ঞপ্তি

সকল শিক্ষার্থীকে জানানো যাচ্ছে যে, প্রতি বছরের মতো এবারও কুসুমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিযোগিতার বিষয়:

ক. দেশের গান
খ. গল্প বলা
গ. ছড়াগান
ঘ. কবিতা আবৃত্তি
ঙ. নাচ
চ. ছবি আঁকা

আগ্রহী শিক্ষার্থীদের ফরম পূরণ করে জমা দেওয়ার জন্য বলা হলো।

প্রধান শিক্ষক
কুসুমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

বিজ্ঞপ্তি পড়া শেষে নোমান স্যার সবাইকে ফরম দিলেন। বললেন, ফরম পূরণ করে আমার কাছে জমা দাও।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

প্রতিযোগীর নাম	
শ্রেণি	
শাখা	
রোল	
অংশগ্রহণের বিষয়	
তারিখ	

শব্দ শিখি

আ

আক্রমণ – হামলা
আগুয়ান – অগ্রসর
আত্মত্যাগ – প্রাণ দেওয়া
আত্মীয় – আপনজন
আদর্শ – অনুসরণীয়
আদেশ – হুকুম
আরবার – আবার
আলপনা – নকশা
আলসে – অলস
আহ্বান – ডাক

উ

উঁকি দেওয়া – আড়াল থেকে দেখা
উৎকণ্ঠা – উদ্বেগ
উত্তপ্ত – গরম

এ

একত্র – একসাথে

ক

কভু – কখনো
কল্যাণ – মঙ্গল
কামান – গোলা নিক্ষেপ করার অস্ত্র
কাহিনি – গল্প, ঘটনা
কিরণ – আলো
কুসুম-বাগ – ফুলের বাগান
কেল্লা – দুর্গ
কোষাগার – যেখানে টাকা রাখা হয়
ক্রীড়া – খেলা
ক্রীতদাস – কেনা গোলাম
ক্রুদ্ধ কণ্ঠে – রাগের গলায়
ক্ষোভ – অসন্তোষ

খ

খবর – সংবাদ
খরস্রোতা – অনেক স্রোত আছে যার

গ

গগন – আকাশ
গম্বুজ – গোলাকার ছাদ
গর্ব – গৌরব
গলানো – প্রবেশ করানো
গুজব – মিথ্যা তথ্য
গুরুজন – বয়সে বড়ো মানুষ
গোমড়া – গম্ভীর
গ্যালারি – শিল্পকর্ম প্রদর্শনের ভবন বা কক্ষ

ঘ

ঘাঁটি – আস্তানা

চ

চটপট – তাড়াতাড়ি
চর – নদীতে তৈরি হওয়া বালুময় ভূমি
চাবুক – মারার জন্য যে লাঠির মাথায় দড়ি থাকে
চিরস্থায়ী – চিরদিনের জন্য স্থায়ী
চেতনা – বোধ

জ

জাঁকজমক – আড়ম্বর
জাদুঘর – যেখানে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়

ট

টিলা – উঁচু জায়গা

ড

ডরি – ভয় পাই
ডলফিন – তিমি জাতীয় জলজ প্রাণী

ত

তপ্ত – গরম
তীব্র বেগে – দ্রুত গতিতে
তেজে ভরা মন – উদ্দীপ্ত মন

দ

দানশীলতা – দান করার গুণ
দায়িত্ব – কাজ
দূষিত – নষ্ট
দৃঢ় – শক্ত , বলিষ্ঠ

ন

নলখাগড়া – নলের মতো লম্বা ঘাস
নোটবুক – লেখার ছোটো খাতা

প

পণ – শপথ
পত্তর – পাতা, পত্র
পরিপাটি – সুন্দর করে সাজানো
পোস্টার – বড়ো কাগজে লেখা বিজ্ঞপ্তি
প্রতিরোধ – বাধা
প্রদীপ – বাতি
প্রাচীন – পুরাতন
প্রান্তর – খোলা জায়গা
পার্বত্য – পাহাড়ি

ফ

ফটক – সদর দরজা
ফাঁকি – ধোঁকা
ফুঁড়ে – ভেদ করে
ফোকলা – দাঁতহীন

ব

বাদল – বৃষ্টি
বায়ু – বাতাস
বিখ্যাত – নামকরা
বিল – স্রোতহীন জলাশয়
বিশ্বখ্যাত – দুনিয়া জুড়ে সুনাম আছে যার
বিশ্বমাঝার – পৃথিবীর মধ্যে
বীরত্ব – সাহসিকতা
বেতার যন্ত্র – বিনা তারে খবর পাঠানোর যন্ত্র

ম

মনিব – মালিক
মাজার – বিশেষ ব্যক্তির কবর
মিছিল – শোভাযাত্রা
মিনার – দালানের উঁচু চূড়া
মিহি – সরু, সূক্ষ্ম
মুক্ত – স্বাধীন
মুদ্রা – ধাতুর তৈরি পয়সা
মুয়াজ্জিন – যিনি আজান দেন

র

রটানো – ছড়ানো
রবি – সূর্য
রাঙা – রঙিন
রাজপথ – বড়ো রাস্তা
রাজার দরবার – রাজা যেখানে সভা করেন
রাত পোহানো – রাত শেষ হওয়া
রীতি – নিয়ম

শ

শিশুপার্ক – শিশুদের খেলার ও ঘোরার জায়গা

স

সংবর্ধনা – অভ্যর্থনা
সমাবেশ – একত্র অবস্থান
সমুদ্রপার – সাগরতীর
সহচর – সঙ্গী
সাধ – ইচ্ছা
সুয্যি – সূর্য
সেথা – সেখানে
সেপাই – সৈনিক
স্বচ্ছ – পরিষ্কার, নির্মল
স্রোত – পানির প্রবাহ
স্লোগান – দাবি আদায়ের জন্য উঁচু গলায় আওয়াজ

হ

হেলা – অবজ্ঞা

সমাপ্ত

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য, তৃতীয় শ্রেণি– বাংলা

বড়োদের সম্মান করো।

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য ৩৩৩ কলসেন্টারে ফোন করুন।

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য